ঃখা

মুখোশ পুরোপুরি নাটক নয়, অ উপন্যাসও নয়। বলা যেতে দুয়ের মাঝামাঝি, নতুন টেকনিকে একটি রহস্যকাহিনী। মাত্রটি দিন ও রাত্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করেধাশের কাহিনী দানা বেঁধে উ। আকাশবাণী কলকাতায় 'মুখোশ' হিনীর নাট্যরূপ ধারাবাহি একসময় অভিনীত হয়েছে। সেইট্যরূপের সঙ্গে মূল কাহিনীর পার্থক্য আছে ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রের দিয়ে।

সর্বশেষে নিবেদন, লেখকের বিতিতে এই কাহিনীর কো নাট্যরূপ দেওয়া বা কোন রকম অভিনঞ্চ দেওয়া চলবে না।

উল্কা

৬এ গড়িয়াহাট রোড, কলি : ১৯

॥ এক ॥

বেহার প্রদেশের ছোটখাটো একটি স্টেশন।

শহরটা স্টেশন থেকে পূবে বেশ খানিকটা দূরে এবং ইতস্তত ছড়ানো। আর দক্ষিণ দিকে শহর গড়ে ওঠেনি। জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়।

জঙ্গল যেখান থেকে শুরু হয়েছে তারই মাইলখানেক আগে একটা পুরাতন কুঠি বাড়িতে বর্তমান কাহিনীর যবনিকা উত্তোলিত হচ্ছে।

কুঠি বাড়িটার আশপাশে অন্তত মাইলখানেকের মধ্যে আর বসতি নেই। শুধু আছে একটা নাতি-প্রশস্ত পথ। তবে জঙ্গল সীমানার বরাবর কিছু দেহাতী গোয়ালা শ্রেণীর লোকের বাস আছে।

কুঠি বাড়িটা শোনা যায় এককালে নাকি কুখ্যাত নীলকুঠি ছিল; ফ্যালকন সাহেবের নীলকুঠি। পরে ঐ সাহেবের মৃত্যুর পর এক ধনী বেহারী ভদ্রলোক ঐ কুঠি বাড়িটা তার আত্মীয়দের কাছ থেকে নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছিলেন। ক্রয়ই করেছিলেন—বসবাস কেউ করেনি ওখানে।

পড়ো বাড়ির মতই কুঠি বাড়িটা বহু বছর ধরে পড়ে ছিল। তার পর বছর আষ্টেক আগে হঠাৎ যুদ্ধ থেমে যাবার পর যুদ্ধ-ফেরতা মেজর রাজেশ্বর চৌধুরী কুঠি বাড়িটা ক্রয় করেন এবং সমস্ত বাড়িটা সংস্কার করে সেখানে এসে বাস করতে শুরু করেন।

প্রায় দেড় বিঘা জায়গা নিয়ে কুঠি বাড়িটা।

চতুঃসীমানায় দেড় মানুষ সমান উঁচু প্রাচীর। তারপর নানাবিধ ফল-ফুলের বাগান এবং একেবারে রেললাইন ঘেঁষে কুঠি বাড়িটা।

দোতলা বাড়ি। উপরে ও নীচে বারো ঘর। দোতলায় খানিকটা খোলা ছাত আছে। নীচের তলায় প্রকাণ্ড একটি আঙিনা।

বাড়ির মালিক রাজেশ্বর চৌধুরীর যে কেবল বয়সই হয়েছে তাই নয়—গত এক বৎসর ধরে হৃদ্‌রোগে ভুগছেন।

ডাক্তারের নির্দেশে তাঁকে একেবারে শয্যাশায়ীই হয়ে থাকতে হয়।

বাড়িতে লোকজনের মধ্যে রাজেশ্বর চৌধুরী নিজে, তাঁকে সর্বদা দেখাশোনা করবার জন্য মধ্যবয়সী নার্স বিনতা, ভৃত্য রতন, দারোয়ান মধু সিং ও বাবুর্চি বাইরাম খান।

কিন্তু যে দিনের কাহিনী বলছি সেদিন কুঠি বাড়িতে অনেকেই উপস্থিত ছিল। রাজেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্ররা—সমীর, অলকেশ, বিকাশ, সঞ্জীব তাঁর ভাগ্নী—স্বপ্না, স্বপ্নার বাবা কৃতান্ত রায় এবং রাজেশ্বরের সলিসিটার মিঃ সান্যাল।

রাজেশ্বরেরই ইচ্ছাক্রমে নিকট ও দূর সকল আত্মীয় যে যেখানে ছিল সকলকে চিঠি দিয়ে ডেকে এনেছিলেন মিঃ সান্যাল। রাজেশ্বর চৌধুরী তাঁর নগদ টাকাকড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তি উইল করে তার সমস্ত আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন, সেই উইলটাই পড়ে শোনাবার জন্যই সকলকে ডেকে এনেছিলেন।

উইল সর্বসমক্ষে আগামী কাল সকালে পড়া হবে।

কিন্তু সে রাত আর পোহালো না। তার আগেই ভয়াবহ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে গেল কুঠি বাড়িতে।

শীতের রাত।

সময়টা মাঘের মাঝামাঝি। রাত প্রায় সোয়া দশটা হবে, দোতলার ছাতে সমীর আর স্বপ্না আলিসার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

সমীরের বয়স হবে বছর ত্রিশেক, সুশ্রী সুঠাম চেহারার যুবক। আর স্বপ্নার বয়স বছর চব্বিশ হবে, তন্বী শ্যামবর্ণ, চমৎকার চোখ-মুখের গঠন।

রাত কত হল সমীর? হঠাৎ স্বপ্না এক সময় শুধায়।

হাত-ঘড়ির রেডিয়াম ডায়েলের দিকে তাকিয়ে সমীর বলে, সোয়া দশটা।

দশটা বেজে গিয়েছে ?

হ্যাঁ।

কিন্তু কই গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের ঘণ্টাধ্বনি তো শুনতে পেলাম না।

বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলাম আমরা তাই শুনতে পাইনি।

কিন্তু রাত নটা বাজবার শব্দ তো শুনতে পেয়েছিলাম। তবে—

কি তবে ? সমীর শুধায়।

কিছু না, কিন্তু কেমন যেন ভয় করছে—স্বপ্না বলে।

ভয়!

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন একটা—একটা কিছু ঘটবে!

কিছু ঘটবে না। চল তো, ঘরে চল।

না, না—ঘরে নয়। আমার, আমার কি মনে হচ্ছে জান সমীর ?

কি ?

অনায়াসেই আমরা চলে যেতে পারতাম সমীর। কেন যে তুমি থেকে গেলে ?

কি করি বল! জ্যাঠামণি বললেন।

তা নয়—তুমি—হ্যাঁ—তোমার মনেও সম্পত্তির লোভ রয়েছে—

কি বলছ স্বপ্না!

হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিকই বলছি। তোমাদের প্রত্যেকের মনে। তোমার মনে, বিকাশদার মনে, অলকেশের মনে, সঞ্জীবদার মনে, আমার বাবা ঐ কৃতান্ত রায়ের মনে—ঐ বিনতা দেবীর মনে, স্বপ্না বলতে থাকে, আমার—আমার মনেও। হ্যাঁ, প্রত্যেকের—প্রত্যেকের মনেই ছিল। আর সেই, সেই লোভেই প্রত্যেকে আমরা আগামী কালের প্রত্যূষের আশায়, আজ এখানে রাত্রে থেকে গিয়েছি।

স্বপ্না!

কিন্তু ভাল করলাম না আমরা, ভাল করলাম না—আমার মন বলছে আমাদের প্রত্যেককে এই লোভের দাম দিতে হবে।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল স্বপ্না ?

মাথা আমার খারাপ হয়নি তা তুমিও যেমন জান আমিও তেমনি

জানি। তাছাড়া সমীর, ব্যাপারটা তোমাদের কারো চোখে পড়েছে কিনা জানি না ; কিন্তু মামাবাবুর চোখের দৃষ্টি অন্তত আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

কি বলছ তুমি স্বপ্না ?

স্বপ্না বলতে থাকে, হ্যাঁ, তোমরা কেউ দেখতে পাওনি ; কিন্তু আমি দেখতে পেয়েছি, একটা কুটিল সংকল্প তাঁর দু চোখে! আর সেই সংকল্পের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল একটা হিংস্র চাপা হাসি—আমাদের সকলের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে হিংস্র হাসি হাসছিল যেন মামা, কেমন করে আমরা সবাই তাঁর টাকার লোভে চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ছুটে এসেছি, সেই কুৎসিত লোভের হ্যাংলামি দেখে।

স্বপ্নার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল, দূরে সার্চলাইট ফেলে রাত সাড়ে দশটার মেল ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। রেললাইনটা একেবারে বলতে গেলে ঐ কুঠি বাড়ির গা ঘেঁষেই চলে গিয়েছে।

শব্দের একটা ঢেউ তুলে যেন মেল ট্রেনটা পাস্ করে গেল এবং সেই শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই যেন স্বপ্না শুনতে পায় একটা অস্পষ্ট গুলীর আওয়াজ ও সেই সঙ্গে একটা মানুষের কণ্ঠে আর্ত চীৎকার।

স্বপ্না চম্‌কে উঠে বলে, ওকি! ওকি—ও কিসের শব্দ ? ও কিসের শব্দ সমীর ?

কিসের শব্দ আবার! তোমার কি হয়েছে বল তো স্বপ্না ? ট্রেনটা চলে গেল ওটা তারই শব্দ।

না, না—একটা ফায়ারিং—গুলীর আওয়াজ আমি শুনেছি—

গুলীর আওয়াজ! কি বলছ তুমি ?

ইতিমধ্যে চারিদিক আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কোথায় যেন ঝিঁঝিঁ ডাকছে। সেই ঝিঁঝিঁরই একটানা ঝিঁঝিঁ শব্দটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্বপ্না বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি শুনেছি। স্পষ্ট—

স্বপ্নার কথাটা শেষ হল না, এবারে স্পষ্ট একটা ভয়ার্ত মানুষের চীৎকার ওদের দুজনারই কানে এল।

স্বপ্না চেঁচিয়ে ওঠে, কে—কে চেঁচাল?

বলতে বলতে স্বপ্না ভিতরের দিকে ছুটে যায়। সমীরও তাকে অনুসরণ করে, স্বপ্না, স্বপ্না—শোন—

দেখা গেল মৃদু আলোছায়া ভরা লম্বা দোতলার প্যাসেজ দিয়ে চাকর রতন ছুটে আসছে, দাদাবাবু, দাদাবাবু—

কি! কি হয়েছে রতন?

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে—শিগ্‌গিরি চল।

সর্বনাশ! কি? কি হয়েছে রতন?

কত্তাবাবু, হুজুর—হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে রতন।

এই রতন, কাঁদছিস্ কেন? কি হয়েছে বল? রতন—সমীরের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ঝরে পড়ে।

কত্তাবাবু—হুজুর নেই।

নেই! কি বলছিস?

কে তাঁকে যেন গুলী করে—উঃ কি রক্ত—রক্ত—

সে কি?

হ্যাঁ দাদাবাবু, শিগ্‌গিরি চলুন।

॥ দুই ॥

আর ঠিক ঐ সময় স্টেশনে স্টেশনমাস্টার প্রৌঢ় অচিন্ত্য ঘোষ রাত্রের মত একা একা বসে টেবিলের সামনে একাউন্টটা মিলিয়ে রাখছিলেন।

রাত্রে আর ট্রেন নেই, একমাত্র সাড়ে দশটার মেল ট্রেনটা ছাড়া।

টেলিগ্রাফ যন্ত্রের একঘেয়ে টক্ টক্ শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং ঘড়ির দিকে তাকাতেই তাঁর হঠাৎ নজরে পড়ল মেল ট্রেনটাকে পাস করাবার জন্য সিগন্যাল দেবার সময় হয়েছে।

বাইরের বারান্দায় পয়েন্টস্‌ম্যান সুখলাল নাক ডাকাচ্ছে।

অচিন্ত্য চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন, সুখলাল। এই সুখলাল, নাইন আপ আসচে—সিগন্যাল দে। এই—এই সুখলাল। উঃ দেখ—বেটার ঘুম দেখ! এই সুখলাল—নাঃ জ্বালালে দেখছি—

অচিন্ত্যর মুখের কথা শেষ হল না, দীর্ঘকায় এক মূর্তি, মাথায় একটা বে'র ক্যাপ ডান দিকে টেনে নামান, গায়ে কালো রংয়ের একটা গ্রেট কোট, খোলা দরজা পথে এসে ঘরে ঢুকল।

থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ান অচিন্ত্য, কে, কে? কে আপনি?

আগন্তুক চাপা কণ্ঠে বলে, আস্তে কথা বলুন!

কে?—বলতে বলতে অচিন্ত্য বোধহয় এগোবার চেষ্টা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলে, উঁহুঁ—এগোবেন না। বসুন—take your seat.

অাঁ—অাঁ—

আগন্তুক বলে,—হ্যাঁ—নাইন আপ এখানে দাঁড়াবে—

অচিন্ত্য যেন বোকার মতই একটা ঢোক গিলে বলেন, কিন্তু নাইন আপের তো এখানে স্টপেজ্ নেই—

পূর্ববৎ কণ্ঠে আগন্তুক জবাব দেয়, জানি—আর তাই আপনার সাহায্যের আমার দরকার। আপনার সিগন্যাল না পেলেই ট্রেনট দাঁড়াবে—

শোনা গেল ঐ সময় দূর থেকে চলন্ত মেল ট্রেনের শব্দটা ক্রমশঃ কাছে আসতে আসতে এক সময় থেমে গেল। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা।

সেই স্তব্ধতার মধ্যে কেবল থেকে থেকে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের টক্ টক্ শব্দ উঠছে। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি অচিন্ত্য আবার এগোবার চেষ্টা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক তার ডান হাতটা তুলে ধরে।

ডান হাতে ধরা দেখা গেল তার একটা পিস্তল। আগন্তুক আবার বলে, Not a step more—stand where you are—এক পা এগোবার চেষ্টা করবেন না। দেখছেন তো আমার হাতে এটা কি? এর চেম্বারে ছ'টি গুলী আছে—সাইলেনসারও লাগানো আছে—ফায়ারিং হবে কিন্তু শব্দ হবে না—

স্তব্ধ নির্বাক অচিন্ত্য বোকার মতই যেন ফ্যাল ফ্যাল করে মাত্র হাত চারেক ব্যবধানে দণ্ডায়মান আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আগন্তুক বলে, আলোটা একটু কমিয়ে দিন।

কিন্তু কমিয়ে দেবে কে! অচিন্ত্যর তখন দেহে প্রাণ বলে কোন বস্তু আছে কিনা সন্দেহ। তিনি যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকেন। আগন্তুকই এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপরে রক্ষিত ল্যাম্পটার শিখাটা হাত বাড়িয়ে কমিয়ে দিল।

আবছা আলো-আঁধারিতে ঘরটা যেন থম থম করে ওঠে। অচিন্ত্য একইভাবে দাঁড়িয়ে।

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, হ্যাঁ। That's good! ঠিক এই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন। বেশীক্ষণ নয়—আমি ট্রেনে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে সিগন্যাল দেবেন—Good night!

ঠিক যে ভাবে ক্ষণপূর্বে আগন্তুক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল সেই ভাবে আবার বের হয়ে গেল ঘর থেকে।

শুধু বাইরে নুড়িঢালা প্ল্যাটফর্মের উপরে জুতোর একটা বিলীয়মান মচ্‌মচ্‌ শব্দ শোনা গেল।

তার পরই হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে আসে অচিন্ত্যর। কিন্তু গলা দিয়ে তখনো তাঁর স্বর বেরুচ্ছে না।

ঐ সময় গার্ড এসে ঘরে প্রবেশ করল, ব্যাপার কি স্টেশনমাস্টার, সিগন্যাল দিচ্ছেন না কেন? Is anything wrong?

কে!

কি হল, ব্যাপার কি?

বোধহয়—ডাকাত।

ডাকাত! কোথায়?

এই মাত্র এসেছিল!

স্বপ্ন-টপ্ন দেখছেন নাকি! বলতে বলতে অ্যাংলো গার্ড রবার্টসন হেসে ওঠে।

না, না—স্বপ্ন নয়—

॥ তিন ॥

পরের দিন সকাল বেলা কুঠি বাড়িতে ভোরের ট্রেনে কলকাতা থেকে ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টর সেন এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনিও নাকি রাজেশ্বর চৌধুরীর চিঠি পেয়েই এসেছেন। তিনি এসে স্থানীয় থানা ইনচার্জ বলভদ্রের কাছে সব শুনে তো একেবারে স্তম্ভিত। আগের রাত্রেই নাকি মেজর চৌধুরী নিহত হয়েছেন পিস্তলের গুলীতে অদৃশ্য আততায়ীর হাতে।

বলভদ্রের সঙ্গে মিঃ সেন সকলের জবানবন্দী নিচ্ছিলেন। প্রথমেই প্রশ্ন করেন তিনি সমীরকে।

তা হলে সমীরবাবু, আপনি বলছেন রাত সাড়ে আটটার সময় মেজর চৌধুরীকে শেষ আপনি জীবিত দেখেছেন?

হ্যাঁ, মিঃ সেন। সমীর মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

সাড়ে আটটার পর সমীরবাবু ছাড়া আপনাদের আর কেউ ওঁকে জীবিত দেখেছেন কি? বিকাশবাবু?

বিকাশ বলে, না, আমি তো সাড়ে আটটায় খাবার ঘর থেকে সোজা নিজের ঘরে চলে যাই ডিনারের পর।

তা হলে দুর্ঘটনার সময় আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন? মিঃ সেন শুধান।

হ্যাঁ।

ঘুমোননি নিশ্চয়?

না।

বলভদ্র শুধান, কি করছিলেন?

চেয়ারে বসে একটা বই পড়ছিলাম।

ফায়ারিংয়ের কোন শব্দ শুনেছেন? বা কারো মৃত্যু আর্তনাদ?

না।

এবার মিঃ সেন অলকেশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, হুঁ

অলকেশবাবু আপনি? আপনি সাড়ে আটটা থেকে সোয়া দশটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন?

অলকেশ বলে, আমি আমার ঘরে বিছানায় শুয়েছিলাম, বোধহয় ঘুমই এসেছিল।

মিঃ সেন মৃদু হাসলেন, বোধহয় ঘুমই আপনার এসেছিল—ঠিক, এসেছিল কি না জানেন না?

হ্যাঁ মনে আছে, ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

কোনরকম ফায়ারিংয়ের আওয়াজ বা মৃত্যু-আর্তনাদ কারো শোনেননি আপনি তা হলে?

না।

হুঁ! আচ্ছা মৃত মেজর চৌধুরী আপনার কে হন?

অলকেশ মৃদুকণ্ঠে বলে, আমার কাকা।

হুঁ, সমীরবাবু তো শুনলাম ইঞ্জিনীয়ার? আপনি কি করেন?

বলতে পারেন বেকার।

বেকার—মানে কোন অকুপেশনই আপনার নেই you mean to say।

হ্যাঁ।

হুঁ। কলকাতায় তা হলে আপনার খরচ চলত কি করে?

কাকা মাসে মাসে আমাকে হাত-খরচা দিতেন।

কত করে দিতেন?

শ-দুই করে।

তার পরই হঠাৎ মিঃ সেন প্রশ্ন করেন, ডান পায়ে আপনার কোন দোষ আছে নাকি অলকেশবাবু?

জন্মাবধিই ডান পা'টা আমার ছোট।

এবার মিঃ সেন অলকেশের পাশেই দণ্ডায়মান স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন শুরু করেন।

স্বপ্না দেবী আপনি? আপনার সঙ্গে মৃত মেজর চৌধুরীর কি সম্পর্ক ছিল?

মৃদু কণ্ঠে স্বপ্না বলে, আমার মামা উনি। আমি ওঁর একমাত্র সহোদরার মেয়ে।

কি করেন আপনি কলকাতায় ?

বেসরকারী একটা গার্লস কলেজে প্রফেসারি করি।

আপনিও কি মেজর চৌধুরীর চিঠি পেয়েই এখানে এসেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আপনি শুনেছিলেন কোন আর্তনাদ বা ফায়ারিংয়ের আওয়াজ কাল রাত্রে ?

শুনেছি। সমীরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে যখন সামনের ছাতে কথা বলছিলাম তখনই শুনি। সমীরকে সে কথা বলেছিলামও।

সমীরবাবু! ফিরে তাকান মিঃ সেন সমীরের দিকে।

সমীর বলে, হ্যাঁ—ও আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমি শুনিনি।

মিঃ সেন আবার প্রশ্ন করেন, আচ্ছা স্বপ্না দেবী, আপনার সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়েছিল মেজর চৌধুরীর গত রাত্রে ?

রাত সাড়ে আটটায়। কারণ, ঐ সময়ই ওঁর ঘর থেকে আমরা সবাই বেরিয়ে আসি।

রাত সাড়ে আটটা থেকে সোয়া দশটা পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন ?

রাত দশটা পর্যন্ত বোধহয় নিজের ঘরেই ছিলাম, তার পর সমীর এসে ডাকতে ওর সঙ্গে ছাতে যাই।

মিঃ সেন এবারে ওদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আচ্ছা আপনারা সমীরবাবু ও স্বপ্না দেবী যেতে পারেন।

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

অতঃপর সঞ্জীবের ঘরে ডাক পড়ল এবং সঞ্জীব ঘরে আসতেই মিঃ সেন তাকে প্রশ্ন শুরু করলেন, আপনারই নাম—

সঞ্জীব চৌধুরী!

আচ্ছা সঞ্জীববাবু—

বলুন!

আপনি গত রাত্রে সাড়ে আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত কি করছিলেন?

আমার ঘরে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিলাম।

তবে জেগে ছিলেন বলুন!

হ্যাঁ। মৃদুকণ্ঠে সঞ্জীব বলে।

মেজর চৌধুরী তো শুনলাম আপনার কাকা হতেন!

হ্যাঁ—

I See! আচ্ছা, মেজর চৌধুরীরা মানে আপনার বাবা-কাকারা কয় ভাই ছিলেন সর্বসমেত?

সঞ্জীব বলে, পাঁচ ভাই। এক বোন মৃণালিনী।

সবাই জীবিত?

না, ঐ বোন মৃণালিনী মৃত আজ দশ বছর। আমার বাবা যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী সবার জ্যেষ্ঠ—তার পর অলকেশের বাবা রত্নেশ্বর চৌধুরী, তৃতীয় রাজেশ্বর চৌধুরী—অর্থাৎ মেজর চৌধুরী, চতুর্থ সুরেশ্বর চৌধুরী—বিকাশ ও সমীরের বাবা এবং সর্বকনিষ্ঠ সর্বেশ্বর চৌধুরী।

এদের মধ্যে কে কে আজও জীবিত?

যজ্ঞেশ্বর, রত্নেশ্বর ও সুরেশ্বর আগেই মারা যান, রাজেশ্বরই বেঁচে ছিলেন—

আর সর্বকনিষ্ঠ সর্বেশ্বর চৌধুরী?

বাইশ বছর তিনি আজ নিরুদ্দিষ্ট। জীবিত কি মৃত জানি না আমরা কেউ।

হুঁ, আচ্ছা, রাজেশ্বর চৌধুরীর কোন সন্তানাদি নেই?

তিনি বিবাহই করেননি!

ওঃ আচ্ছা, আপনার জীবিকা কি—আপনি কি করেন?

Last war-এ Air force-এ ছিলাম—ডিমোবলিজেশনের পর একটা ইংলিশ ফার্মে বছর দুই হল কাজ করছি।

হুঁ। আচ্ছা, গত রাতে ঐ সময় আপনি কোন রকম পিস্তলের আওয়াজ বা আর্তনাদ কারো শুনেছিলেন?

না।

আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন—বিনতা দেবীকে এবারে একটু পাঠিয়ে দেবেন তো এ ঘরে।

সঞ্জীব বের হয়ে যাবার কিছু পরেই প্রৌঢ়া বিধবা এক ভদ্রমহিলা ঘরে এসে ঢুকল।

বয়স চল্লিশের নীচে নয় বলেই মনে হয়। রগের দুপাশের চুলে শুভ্রতার ছাপ পড়েছে। এককালে যে যৌবনে ভদ্রমহিলা রীতিমত সুন্দরী ছিলেন দেখলেই বোঝা যায়; চোখ-মুখের গঠনও সত্যিই সুন্দর, কিন্তু বর্তমানে মুখখানা যেন মনে হয় ম্লান, বিষণ্ণ।

মিঃ সেন বলেন, বসুন বিনতা দেবী।

বিনতা কিন্তু বসে না, দাঁড়িয়েই থাকে।

মিঃ সেন তখন বলেন, আপনাকে বিরক্ত করতে হল বলে সত্যিই আমি দুঃখিত বিনতা দেবী। বসুন, তবে বেশীক্ষণ আপনাকে আমি আটকাবো না—কয়েকটি প্রশ্ন আমার আছে শুধু! আপনিই তো প্রথম রাজেশ্বর চৌধুরীকে মৃত দেখতে পান সে রাত্রে!

শান্ত মৃদুকণ্ঠে বিনতা জবাব দেয়, হ্যাঁ।

শেষ আপনি তাকে কখন জীবিত দেখেছিলেন সে রাত্রে?

সোয়া নটা হবে বোধহয়।

আপনি আবার তা হলে ওঁর ঘরে যান রাত সোয়া দশটায় সে রাত্রে?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন গিয়েছিলেন?

রাত্রের যে ওষুধটা উনি খেতেন সেটা দেবার জন্য

কি ওষুধ সেটা?

ঘুমের।

ও। কিন্তু রাত সোয়া নয়টায় কেন গিয়েছিলেন?

রাত্রে উনি সামান্য কফি খেতেন—সেই কফি দিতে

আচ্ছা, হার্টের অসুখে উনি কতদিন ভুগছিলেন?

তা প্রায় গত দেড় বছর।

আচ্ছা, একেবারেই কি মেজর চৌধুরী চলাফেরা করতে পারতেন না?

পারতেন তবে করতেন না, ডাক্তারের নির্দেশ ছিল সম্পূর্ণ বিশ্রামের।

কতদিন আপনি এই বাড়িতে ওঁর কাছে আছেন?

গত পাঁচ বছর।

তার আগে আপনি কোথায় ছিলেন?

মীরাট গবর্নমেন্ট হাসপাতালে মেট্রন ছিলাম।

এখানে কি জন্য এসেছিলেন?

ওঁকে দেখাশোনা করবার জন্য।

হুঁ, এখানে তা হলে ওঁকে দেখা-শোনাই আপনার কাজ ছিল?

হ্যাঁ।

বাইরে ঐ সময় মচ্‌মচ্‌ একটা জুতোর শব্দ ও সেই সঙ্গে অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

মিঃ সেন উৎকণ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলতে গেলে সঞ্জীব, সমীর, বিকাশ ও স্বপ্না প্রভৃতির আগে আগে মধ্যবয়স্ক এক দীর্ঘকায় পুরুষ এসে ঘরে ঢুকলেন।

পরিধানে দামী গরম সুট, তার উপরে গ্রেট কোট, মুখে পাইপ।

আগন্তুকের চোখে মুখে যেন একটা স্পষ্ট ঔদ্ধত্য ও অহংকার ফুটে আছে।

বিনতা আগন্তুককে ঘরে ঢুকতে দেখেই এবং ওর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটু চম্‌কে উঠেই একপাশে সরে দাঁড়ায়।

মিঃ সেনই তখন জিজ্ঞাসা করেন, কে—কে আপনি?

সঞ্জীব যেন কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে যেন একপ্রকার থাবা দিয়ে থামিয়ে দিয়ে নিজেই আগন্তুক বলে ওঠে, কে আমি! but before that may I ask you who are you! আপনি কে?

বলতে বলতে হঠাৎ অদূরে দণ্ডায়মান বিনতার প্রতি নজর পড়ে,

আরে! কে ও, বিনতা না! yes—বিনতাই তো! বিনতা, তুমি তা হলে এখানে! তা সেজদা কোথায়, আমাদের মেজর সাহেব? কে ও, সঞ্জীব না? And you—probably সমীর—হ্যাঁ, সমীর বলেই বোধ হচ্ছে,—বাঃ তোমরা সবাই তাহলে এখানে। তা এখানে তোমাদের কিসের কনফারেন্স বসেছে? Funny! why all are you keeping silent—সব বোবা কেন? কি হে! কি হল তোমাদের?

মিঃ সেন আবার তখন বলেন, তার আগে বলুন আপনি কে?

সমীর, বলে দাও তো—আমি কে?

সমীরই তখন কথা বলে, ছোট্‌কা। মানে—সর্বেশ্বর চৌধুরী।

এবার সর্বেশ্বর বলে, আমার পরিচয় তো পেলেন, এবার বলুন তো—আপনি কে?

সমীর বলে, ছোটকা, ইনি police officer মিঃ সেন।

মিঃ সেন! But why? উনি এখানে কেন?

জেঠামণি—জেঠামণি নেই! সমীর বলে।

নেই! নেই মানে কি?

তিনি নিহত—murdered!

সর্বেশ্বর যেন চমকে ওঠে, What! কি! কি বললে?

বলভদ্র এবারে বলেন, হ্যাঁ সর্বেশ্বরবাবু, তিনি গতকাল রাত্রে নিহত হয়েছেন পিস্তলের গুলীতে।

নিহত হয়েছেন মানে! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

মিঃ সেন বলে ওঠেন, স্বপ্ন নয় সর্বেশ্বরবাবু, নিষ্ঠুর সত্য।

সত্য?

হ্যাঁ।

ঐ সময় একটা স্পষ্ট ভায়োলিন বাজানোর শব্দ শোনা গেল।

ভায়োলিনের শব্দে যেন হঠাৎ উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে সর্বেশ্বর এবং বলে, মনে হচ্ছে আশেপাশে কেউ যেন এইখানেই ভায়োলিন বাজাচ্ছে?

সমীর জবাব দেয়, হ্যাঁ, পিসেমশাই বাজাচ্ছেন তার ঘরে।

কে বাজাচ্ছে ?

সমীর আবার বলে, পিসেমশাই !

কে ! সেই শকুনি কৃতান্ত রায় ? সে—সেও তা হলে এখানে এসে জুটেছে। বাঃ, নরক তা হলে দেখছি একেবারে গুলজার, I must, I must see him !

বলতে বলতে সর্বেশ্বর এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

কিন্তু মিঃ সেন বাধা দেন, দাঁড়ান সর্বেশ্বরবাবু !

সর্বেশ্বর ঘুরে দাঁড়ায়, দাঁড়াব ? কেন বলুন তো ! আপনার কথায় নাকি ?

সমস্ত মুখটা যেন হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সেনের। সর্বেশ্বরের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে, মিঃ চৌধুরী !

সর্বেশ্বর এগিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ দাঁড়ায় এবং মিঃ সেনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, Yes, Mr. Inspector ! আমি আপনার চাকর নই—তাছাড়া একটা কথা আপনার জানা দরকার —সর্বেশ্বর চৌধুরী জীবনে আজ পর্যন্ত কখনো যেমন কারো হুকুম পালন করেনি—তেমনি জীবনে কখনো কারো কাছ থেকে একটি কর্পদকও ধার করেনি। কাজেই সে হুকুম পালন করে একমাত্র তার নিজেরই, আর কারো নয়। Bye ! Bye !

একটানা কথাগুলো পূর্ববৎ ব্যঙ্গের সুরে বলে সর্বেশ্বর আর দাঁড়ায় না, গট গট করে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

স্তম্ভিত নির্বাক সকলে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

॥ চার ॥

সর্বেশ্বর চৌধুরী ঐ ঘর থেকে বের হয়ে সোজা প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে চলে এবং যে ঘর থেকে ভায়োলিনের সুর আসছিল সেই ঘরের দরজার সামনে এসে ক্ষণকাল দাঁড়ায়।

ঘরের ভিতরটা পরিষ্কার তার চোখে পড়ে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কৃতান্ত বেহালা বাজাচ্ছে আপন মনে; কৃতান্ত সর্বেশ্বরেরই বয়সী হবে।

রোগা ট্যাঙ্গা চেহারা, মাথায় একরাশ কাঁচা পাকা চুল, বিস্রস্ত। পরিধানে পায়জামা ও একটা কিমোনো।

কৃতান্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছিল সর্বেশ্বর যে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পায় না সে। সর্বেশ্বর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, কোন সাড়া দেয় না।

কিন্তু হঠাৎ কৃতান্ত বাজনা থামিয়ে দেয়—একটা যেন দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে তার বুকখানা কাঁপিয়ে এবং আত্মগতভাবেই বলে ওঠে, নাঃ, এ বাড়িতে সুর নেই—তারপর নিজের মনেই আবৃত্তির ভঙ্গীতে বলতে থাকে—

নারায়ণ—নারায়ণ,
ডুবেছে মৈনাক সাগরের জলে;
অভ্রংলিহ-উচ্চশির বিন্ধ্য ভাই মোর,
তার শির লুটায়েছে ধরার ধূলায়;
তবু মেটে নাই সাধ? ··

আবৃত্তি করতে করতেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় এবং দরজা পথে সর্বেশ্বরকে ভিতরে ঢুকতে দেখে ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। বলে, কে? কে ওখানে?

সর্বেশ্বর এতক্ষণ কথা বলেনি বটে, তবে এবারে তার মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে ওঠে। সে কৃতান্তর মতই আবৃত্তির

ভঙ্গীতে বলে ওঠে, ইচ্ছা ছিল ঐ শির দণ্ডাঘাতে ছিন্নভিন্ন করি রক্তাক্ত নখরে—

কৃতান্ত এতক্ষণে চিনতে পেরেছে সর্বেশ্বরকে। সে সোল্লাসে বলে ওঠে, আরে, সর্বেশ্বর না? হ্যাঁ, সর্বেশ্বরই তো! তুই তাহলে বেঁচে আছিস আজও সর্বেশ্বর?

সর্বেশ্বর আরো এগিয়ে এসে বলে, কি মনে হচ্ছে?

হাসতে হাসতে কৃতান্ত বলে, আরে আমিও তো তাই বলি, একের নম্বরের ভোগী সর্বেশ্বর চৌধুরী, সে সন্ন্যাস নিয়ে উধাও হবে?

কিন্তু কৃতান্ত রায়, শকুনি the great, তোমারই বা ব্যাপারটা কি? এখানে কি মতলবে এসে জুটেছ বল তো?

কৃতান্ত হাসে।

না না, হাসি নয়, বল, বল।

তুমিও যে মতলবে, আমিও সেই মতলবেই। রাজেশ্বর আসবার জন্য চিঠি দিয়েছিল।

সর্বেশ্বরের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বলে, কি বললে! চিঠি—চিঠি দিয়েছিল, সেজদা? কেন বল তো? পুরাতন প্রেম নাকি?

না না, সে সব নয়।

তবে? তবে কি!

বললাম তো সাদর আমন্ত্রণ। শুধু আমাকে কেন, যাদের এখানে দেখছ সবাইকে।

কি রকম?

কি রকম আবার কি! সবাইকে সে চিঠি দিয়েছিল, যেখানে যে আছে তার আত্মীয়-স্বজন, নিকট ও দূর, পরিচিত চেনা জানা—

সর্বেশ্বর কৃতান্তকে বাধা দিয়ে বলে, আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমাল ঠেকছে। You are all invited here! সব আমন্ত্রিত তোমরা! আর ও ঘরে ঢুকতেই সমীর বলল, he is killed, সে নিহত। গুলী করে কেউ তাকে হত্যা করেছে গত রাত্রে। না না, ব্যাপারটা কেমন যেন বিশ্রী

জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে নিজেই নিহত ?

হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু গোলমেলেই লাগছে বটে। ইন্‌স্‌পেক্টর আবার হুকুমজারি করেছে, তার বিনানুমতিতে এখান থেকে, মানে এই কুঠি বাড়ি থেকে কেউ এক পা বেরুতে পারবে না। অথচ লাভই যখন হল না কিছু, এ ভাবে বসে থেকেই বা লাভটা কি ?

বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে সর্বেশ্বর বলে, কি রকম ! কোন লাভের আশায় এসেছিলে নাকি তোমরা এখানে ?

তা লাভ বৈকি, উইলের ব্যাপার যখন !

উইল ! সেজদার উইল ? সর্বেশ্বর যেন হাঁ হয়ে যায়।

কৃতান্ত বলে, হ্যাঁ, অনেক টাকা তো তার শুনেছি ব্যাংকে ?

টাকা !

হ্যাঁ।

বল কি ! এত টাকা সেজদা করেছিল যে ফলাও করে উইল করে তোমাদের সকলকে ডেকে এনেছিল এখানে সেই উইল পড়ে শোনাবার জন্যে ? হুঁ ! তাহলে এই ব্যাপার।

কৃতান্ত বলে, তবে তুমি কি জন্য এলে ? তুমি চিঠি পাওনি ?

সর্বেশ্বর হেসে ওঠে, সে আমার ঠিকানা জানবে কোথা থেকে যে চিঠি দেবে ?

তবে ?

তবে আবার কি ! ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ খেয়াল হল, চলে এলাম— ভবঘুরে মানুষ—

কথা বলতে বলতে ওদের দুজনের একজনও লক্ষ্য করেনি, হঠাৎ ইতিমধ্যেই ঘরে কখন এক সময় ইন্‌স্‌পেক্টর সেন এসে দাঁড়িয়েছেন ওদের পশ্চাতে

সেনের কণ্ঠস্বরে দুজনেই চমকে ওঠে, তাহলে মিঃ চৌধুরী, আপনিই এখানে একমাত্র লোক যিনি চিঠি না পেয়েই এসেছেন ?

সর্বেশ্বরের মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে এবং কঠিন কণ্ঠেই বলে,

আপনি তো দেখছি এক সাংঘাতিক ব্যক্তি ইন্‌স্‌পেক্টর, ঠিক পিছনে পিছনে এসে হাজির।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল, সর্বেশ্বরবাবু।

আমার সঙ্গে আপনার কথা? কি কথা বলুন তো?

কৃতান্ত বাধা দেয়। বলে, কিন্তু এখানে তো হতে পারে না ইন্‌স্‌পেক্টর! আপনি বরং ওকে নিয়ে পাশের ঘরে যান।

সঙ্গে সঙ্গে সর্বেশ্বর বলে ওঠে, না না, কোন দরকার দেখছি না পাশের ঘরে যাবার। কি কথা আছে আপনার চটপট সেরে ফেলুন।

আমি শুনেছি গত আট বছর থেকে মেজর রাজেশ্বর চৌধুরী এই বাড়িটা কিনে নিয়ে এখানে বসবাস করছিলেন!

সর্বেশ্বর বলে ওঠে, আট বছর ছেড়ে একশ বছরই না হয় এখানে সে বাস করেছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

মিঃ সেন গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, আছে বৈকি! যেহেতু আপনি বাইশ বছর ধরে নিরুদ্দিষ্ট ছিলেন! তাই আমি জানতে চাই এখানে যে আপনার ভাই ছিলেন, সে কথাটা আপনি জানলেন কি করে?

সর্বেশ্বর যেন ভেংচে ওঠে, কে বললে আমি জানতাম?

তবে ঠিকানা না জানতেন তো এখানে এলেন কি করে?

সর্বেশ্বর বলে, ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব কি তাহলে মনে মনে এই অধীনকেই মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীর হত্যাকারী বলে ঠাওরালেন না কি?

মেজর চৌধুরীর গুলীতে নিহত হবার চব্বিশ ঘণ্টা আগে বা পরে যারাই এই কুঠি বাড়ির মধ্যে একবার এসেছেন বা গিয়েছেন এখান থেকে তাঁরা কেউই সম্ভাব্য হত্যাকারীর তালিকা থেকে বাদ যেতে পারেন না।

অর্থাৎ!

কথাটা আমার অস্পষ্ট তো নয় সর্বেশ্বরবাবু!

হুঁ! তাহলে মিঃ সেন, আমিও একজন আপনার সন্দেহের তালিকার মধ্যে?

তা কথাটা সেই রকমই দাঁড়াচ্ছে বৈকি! আপনি, কৃতান্তবাবু, বিকাশবাবু, সমীরবাবু, অলকেশবাবু, সঞ্জীববাবু, স্বপ্না দেবী, বিনতা দেবী ও ভৃত্য রতন কেউই আপনারা সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ যেতে পারেন না।

বলেন কি! তবে কি আপনার ধারণা, আমাদের এই ন'জনের মধ্যেই একজন মেজর চৌধুরীকে গুলী করে হত্যা করেছি?

কিন্তু তার আগে আপনি বলবেন কি কতদিন থেকে আপনার সঙ্গে বিনতা দেবীর পরিচয়? এবং কোথায় প্রথম আপনাদের পরিচয় হয়?

সর্বেশ্বর বলে, I am sorry, ইন্‌স্‌পেক্টর। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত। অতএব—

মিঃ চৌধুরী, আমি শুধু জানতে চেয়েছি কবে কেমন করে পরিচয়টা হল আপনাদের পরস্পরের। তার পরের ব্যাপার তো কিছু জানতে চাইনি।

তা জানতে চাননি বটে, তবে কি জানেন, প্রথম যৌবনের ব্যাপার—সে সব কি আর মনে আছে, আবছা ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে—

ঐ সময় পাশ থেকে হঠাৎ কৃতান্ত আবৃত্তির সুরে বলে ওঠে,

হায় বিধি, এ কি শুনি আজি
মন্থরার মুখে—

সর্বেশ্বর, তোমার সঙ্গে তাহলে বিনতার পরিচয় তোমাদের প্রথম যৌবনে! হায় নারী—তাই তো বলি—

চিন্তামণি কভু এলোকেশী
উলঙ্গিনী ধনী শব 'পরে
নাচে বামা। কভু ধরে বাঁশী
মোহন সে তানে—

বলতে বলতে হঠাৎ সুর পালটে কৃতান্ত যেন মিঃ সেনের কাছে এগিয়ে এসে রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে বলে, ইন্‌স্‌পেক্টর এ অগাধ

জল। থৈ পাবে না হে, থৈ পাবে না। এখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল ভুল করেছি, এখন দেখছি মহাভুল করেছি। মহাভুল করেছি—

নাহি নাহি ফুরাইল বাক,
বর্তমান বিরাজিত।—

বলতে বলতে কৃতান্ত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সেন ডাকেন, মিঃ চৌধুরী!

সর্বেশ্বর একটু যেন চমকে ওঠে। বলে, অ্যাঁ! কিছু বলছিলেন?

এই কৃতান্তবাবুর সঙ্গেই না আপনাদের একমাত্র বোন মৃণালিনী দেবীর বিবাহ হয়েছিল!

হ্যাঁ, গণদেব চৌধুরীর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ব্লান্ডার!

ব্লান্ডার!

নয় তো কি মৃণালিনীর সঙ্গে ওর বিয়ে হবার পর ছটো বছরও গেল না একটা ভয়াবহ অভিশাপ যেন নিমতের চৌধুরী-বাড়িকে গ্রাস করল।

অভিশাপ?

সর্বেশ্বর বলে, নয় তো আর কি বলব বলুন? অভিশাপ বৈকি! মৃণালিনী অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুড়ে মরল।

পুড়ে মরল!

হ্যাঁ, পুড়ে মরল।

কিন্তু কেমন করে, আত্মহত্যা?

That is mysterious! কোথা থেকে যে কি হল! হঠাৎ এক রাত্রে কোথাও কিছু নেই, চৌধুরী-বাড়িতে লাগল আগুন।

আগুন!

হ্যাঁ, সেই আগুনে মৃণাল পুড়ে মরল। যদিও একমাত্র মেয়ে টুনটুনী বেঁচে গিয়েছিল কোনমতে।

তার পর?

এ দিকে সেই গণ্ডগোলের মধ্যে কৃতান্ত তার মেয়ে টুনটুনীকে

নিয়ে উধাও হয়ে গেল। অভিশাপ বলব না তো কি বলব ইন্‌স্‌পেক্টর? কিন্তু সব—সব কিছুর মূলে ঐ কৃতান্তর সঙ্গে মৃণালের বিয়ে। গণদেব চৌধুরী বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, তাই কৃতান্তর সঙ্গে মৃণালের বিয়ে দিতে কিছুতেই প্রথমে সম্মত হননি।

তবে? তবে দিলেন কেন?

দিলেন কেন! নিয়তি কেন বাধ্যতে—বুঝলেন নিয়তি। ঐ সেজদা, সেজদা কারো কথা শুনলেন না, বললে, কৃতান্ত তার দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাকে সে ভাল করেই নাকি চেনে। এ বিয়ে সুখের হবে। জিদ্ করে ঐ বিয়ে দিল, ঐ অপদার্থ নেশাখোর শয়তানটার সঙ্গে।

উনি—

অপদার্থ মশাই, অপদার্থ। সারাটা জীবন নেশা করে জুয়ো খেলে আর অভিনয় করেই কাটিয়ে দিল। যাক্ মশায়, অনেক বকেচি, আর নয়। দীর্ঘদিন পরে সেজদার কথা মনে হওয়ায় এসেছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে নিজেই পটল তুলে বসে আছে গুলী খেয়ে, কে জানত! একটা দিন আগেও যদি খরবটা পেতাম! যাক্ গে মরুকগে, শুনেছি শেষ রাত্রের দিকে একটা পশ্চিমে যাবার ট্রেন আছে সেটাই ধরব।

বলতে বলতে সর্বেশ্বর দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

মিঃ সেন তাড়াতাড়ি বাধা দেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান মিঃ চৌধুরী, কোথায় যাচ্ছেন?

না, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

কিন্তু এখন তো আপনার যাওয়া হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে সর্বেশ্বর উদ্ধত ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, মানে?

মানে, মেজর চৌধুরীর রহস্যপূর্ণ হত্যার ব্যাপারটা যতক্ষণ না মীমাংসিত হয়, এ বাড়ি থেকে কারুরই তো বেরুনো চলবে না।

তার মানে এ বাড়িতে বন্দী আমি!

না না, বন্দী কেন হবেন! এই বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যে যেখানে

খুশী আপনারা সকলেই যেতে পারেন, কেবল বাইরে যাওয়া চলবে না।

বাইরে যাওয়া চলবে না কেবল! বাঃ চমৎকার!

ঐ সময় দ্বিপ্রহরে খাবার ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল।

মিঃ সেন সর্বেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলেন, যান, খাবার ঘন্টা পড়ল।

কিন্তু মিঃ সেনের সে কথায় সর্বেশ্বর আদৌ যেন কান দেয় না এবং মিঃ সেনের দিকে তাকিয়ে বলে, পারবেন আপনি আটকাতে, আমি যদি যাই?

এ বাড়ির চারপাশে সশস্ত্র পুলিশ রয়েছে, পালাবার চেষ্টা করলে তারা প্রথমে ধরবার চেষ্টা করবে।

যদি না পারে?

গুলী চালাবার অর্ডার আছে।

সর্বেশ্বর কঠিন কণ্ঠে বলে, Is that so?

হ্যাঁ।

তবে মিঃ ইন্‌স্‌পেক্টর আপনিও শুনে রাখুন, এখান থেকে আমি চলে যাবই।

যাবেন?

হ্যাঁ। কথাটা বলে সর্বেশ্বর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিঃ সেন দাঁড়িয়ে রইলেন।

॥ পাঁচ ॥

মিঃ সেন একাকী ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কৃতান্ত রায় পা টিপে টিপে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ঘরের মধ্যে এসে আবার ঢুকল এবং একেবারে দণ্ডায়মান মিঃ সেনের পিছনটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চাপা কণ্ঠে যেন ফিস ফিস করে বলে কৃতান্ত, শুনছেন?

কে? চমকে ফিরে তাকান মিঃ সেন।

কৃতান্ত মৃদু হেসে বলে, ভয় পেলেন না কি? আমি—আমি কৃতান্ত রায়।

ও, আপনি!

কি বলে গেল সর্বেশ্বর? বিশ্বাস করবেন না, ওকে বিশ্বাস করবেন না। He is a dangerous man! চেপে ধরুন, খুব শক্ত করে চেপে ধরুন, সব জানে, ও সব জানে!

মিঃ সেন ক্ষণকাল কৃতান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন, শুধু সর্বেশ্বরবাবুই সব জানেন! আপনি—আপনি কিছু জানেন না, কৃতান্তবাবু?

আমি! আ—আমি কি জানব? বিস্ময়ের ভান করে কৃতান্ত।

জানতে না পারেন, কিন্তু সন্দেহ হয় না কাউকে আপনার?

সন্দেহ! কিসের সন্দেহ?

কেন—কে মেজর চৌধুরীকে হত্যা করতে পারে?

বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়ে আপনি এ কথা বলছেন মিঃ সেন? এখনো কি আপনি বুঝতে পারছেন না কার দ্বারা ঐ কাজ সম্ভব?

তা যদি বলেন, তবে সম্ভব তো আপনাদের সকলের পক্ষেই যারা এখানে উপস্থিত।

মানে!

মানে আর কি! লক্ষাধিক টাকা তো কম নয় কৃতান্তবাবু! আর এও তো কেউ আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সে টাকার লোভ আপনাদের সকলেরই ছিল!

লোভ!

হ্যাঁ, লোভ।

কিন্তু—কি বলছিলেন যেন লক্ষাধিক টাকা?

তাই। কেন শোনেননি আপনি? ওঁর সলিসিটার মিঃ সান্ন্যাল আজ এখানে সকালে উইল পড়ে শোনাবার জন্যে এসেছেন। তিনিই তো বলছিলেন—

কৃতান্ত যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে, কি! কি বলছিলেন মিঃ সান্ন্যাল?

আপনাদের সকলের মধ্যেই তাঁর সঞ্চিত সেই লক্ষাধিক টাকা তিনি ভাগ করে দিয়েছেন এবং—

এবং ?

এবং যে সর্বশেষে তাঁর চিঠি পেয়ে এখানে আসবে, সে পাবে পঞ্চাশ হাজার আর বাদবাকীদের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা সমানভাবে ভাগ হবে।

তবে—তবে কি সর্বেশ্বরই পঞ্চাশ হাজার টাকা পাচ্ছে নাকি ?

তা কি করে তিনি পাবেন ?

কেন, কেন ? সেই তো সবার শেষে এসেছে আমাদের মধ্যে।

সর্বশেষেই তিনি এসেছেন, কিন্তু তিনি তো চিঠি পাননি আসবার জন্য ! নিজে থেকেই এসেছেন। কিন্তু চিঠি পাওয়া ছাড়াও আরো একটা শর্ত আছে যে উইলে।

শর্ত !

হ্যাঁ, শুধু চিঠি পেয়ে আসলেই হবে না সবার শেষে, অর্থাৎ সর্বশেষ ব্যক্তি আসার পর যদি তার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু হয়, তবেই সেই ব্যক্তি ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা নাকি পাবে। আর সে দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে আপনিই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি। কারণ, আপনিই সবার শেষে চিঠি পেয়ে এখানে এসেছেন এবং আপনার এখানে এসে পৌঁছাবার আট ঘন্টার মধ্যেই মেজর সাহেবের মৃত্যু হয়েছে।

সে কি !

হ্যাঁ, বাকী সবাই তো এসেছেন এখানে আপনার আগে।

আপনি কী বলতে চান ?

কি আমি বলতে চাই, তা কি এখনো আপনি বুঝতে পারছেন না, কৃতান্তবাবু ? কিন্তু থাক সে কথা। আজ বিকালের দিকে মেজর চৌধুরীর সলিসিটার মিঃ সান্যালের কাছ থেকেই আমি সব শুনলাম। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল কি জানেন ?

কি ?

সত্যিই বিচিত্র লোকটা, আর বিচিত্র তার জীবন! যে মানুষটা চিরদিন নিজের বুদ্ধি চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারাই জীবনের যা কিছু পেয়েছে এবং ভাগ্য যাকে চিরদিন বঞ্চনাই করে এসেছে, সেই লোকটাই যখন নয় বছর আগে ডার্বি সুইপের টিকিটে এক লক্ষ টাকা পেয়ে গেল—

কি বললেন? ডার্বি সুইপে!

হ্যাঁ।

ওঃ, তাহলে ঐ টাকা রাজেশ্বর পেয়েছিল ডার্বির টিকিটে?

হ্যাঁ। আর ঐ টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে ভাগ্য এতদিন তাকে বঞ্চনাই করে এসেছে, সেই ভাগ্যকেই জীবনের একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য হল।

আশ্চর্য!

সত্যই তাই এবং আরো একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করল কিছুদিন বাদে যে, সে প্রভূত টাকার মালিক এই কথাটা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই যেখানে যত পরিচিত আর অপরিচিত আত্মীয়ের দল ছিল, তারা যেন রাতারাতি তার শুভার্থী ও আপনার জন হয়ে ওঠবার জন্য চারপাশ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আশ্চর্য! আমরা সবাই রাজেশ্বরের টাকার ব্যাপারে অবিশ্বাসের সঙ্গে খানিকটা বিস্ময়ই পোষণ করেছি, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি সে ডার্বি সুইপে টাকা পেয়েছিল।

হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, আপনারা কেউ আরো একটা কথা জানেন না কৃতান্তবাবু! সেই টাকা থেকে সে কোনদিন একটি পাইপয়সাও খরচ করেনি এবং সে টাকা আজ জমে, সুদে-আসলে দুই লক্ষের কাছাকাছি প্রায় হয়েছে! অথচ সেই সব টাকাটাই সে দিয়ে গিয়েছে আপনাদের সকলকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে।

কিন্তু নিজে সে টাকাটা ভোগ না করে কেন যে এভাবে দশ-জনের মধ্যে বিলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে গেল, তা তো বুঝতে পারছি না মিঃ সেন।

সে সম্পর্কে তাঁর যুক্তি সত্যিই বিচিত্র। কারণটা তিনি যা তাঁর উইলে লিখে গিয়েছেন, সেটা হচ্ছে পুরষকার ও সামর্থ্য দিয়ে যে অর্থ উপার্জিত নয়, সে অর্থ ভোগ করার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই, কোন গৌরব নেই! কোন সত্যিকারের আনন্দও নেই।

বলেন কি, সত্যি সে তাই লিখে গিয়েছে?

হ্যাঁ এবং আরো একটা তাঁর যুক্তি ছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কোন মানুষের জীবনেই মঙ্গল আনতে পারে না, জীবনকে বিষিয়ে তোলে, ঘোলাটে করে তোলে—দম্ভ লোভ, হিংসা আর নীচতায় সে অর্থ অনর্থই আনে। কথাটা শুনতে একটু বিচিত্র হলেও মিথ্যে যে নয়, সে তো আপনারা দেখলেনই। এবং সেই অর্থের ভহুই কে শেষ পর্যন্ত নিহতও হতে হল। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানেন, কৃতান্তবাবু?

কি?

এমনি একটা ব্যাপার যে ঘটবে, সেটা তিনি আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন।

মানে?

হ্যাঁ, তাঁর সলিসিটার মিঃ সান্যালকে সেই কথা বলেছিলেন এবং সেই কারণেই অমনি বিচিত্রভাবে উইলটা তিনি করে গিয়েছেন, অর্থাৎ ভাগ্যবাদীদের নিয়ে একটা বিরাট পরিহাস করে গিয়েছেন। যাই হোক, সেই জন্যেই আপনাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও খবর দিতে বলেছিলেন।

আপনি—আপনিও কি তবে সত্যি সত্যিই আমাদের মতই চিঠি পেয়েই এখানে এসেছেন নাকি?

হ্যাঁ।

কৃতান্তর ঘরের খোলা জানালা পথে ঐ সময় দেখা গেল দূরে রেল লাইনে আলো ছড়িয়ে পড়েছে এবং রাত দশটার মেল ট্রেনটা শব্দের ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে। ট্রেনের শব্দটা মিলিয়ে না যেতে যেতেই তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠে একটা ভয়ার্ত চীৎকার শোনা গেল।

চমকে উঠে কৃতান্ত বলে, কি—কি হল ? কে চীৎকার করলে ? স্বপ্নার গলা বলে মনে হল ?

আপনার মেয়ে ?

না না, আমার ও কেউ নয়, কেউ নয়।

বলতে বলতে কৃতান্ত ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মিঃ সেনও তাকে অনুসরণ করেন।

॥ ছয় ॥

স্বপ্নার ঘরের সামনে তখন সমীর স্বপ্নাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, সবটাই তার চোখের দেখার ভুল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে হয়তো ঘুম এসেছিল, ঘুমের চোখে দেখা সবটাই ভ্রান্তি।

পাশে দাঁড়িয়ে তার সঞ্জীব এবং অলকেশও। তারাও স্বপ্নার চীৎকার শুনে তার ঘরের সামনে ছুটে এসেছিল।

স্বপ্না বলছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখেছি—স্পষ্ট দেখেছি। সমীর, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, আমি জেগেই ছিলাম। চোখে আমার এতটুকুও ঘুম আসেনি।

সঞ্জীব বলে, কি—কি তুমি দেখেছ স্বপ্না ?

অলকেশও শুধায়, কি দেখেছ ?

সমীর বলে, আমি বিশ্বাস করি না, সঞ্জীবদা। অসম্ভব, হতেই পারে না, কিছুই ও দেখতে পারে না।

সঞ্জীব বলে, কিন্তু কি দেখেছে তাও তো শোনা দরকার। কি দেখেছ স্বপ্না, বল ?

স্বপ্না তখন বলে, স্পষ্ট—স্পষ্ট দেখেছি। ঐ—ঐ বারান্দার দিককার জানালাটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল—

সঞ্জীব শুধায়, কে ?

মামা।

ঐ সময় সমীর বলে ওঠে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল স্বপ্না ?

করুণ মিনতিতে যেন স্বপ্না ভেঙে পড়ে, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, সমীর, মাথা আমার ঠিকই আছে।

হন্তদন্ত হয়ে ঠিক ঐ সময় ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ সেন ঐ জায়গায় এসে হাজির হন। স্বপ্নার শেষ কথাটা তাঁর কানে গিয়েছিল।

তিনি শুধান, কি—কি ব্যাপার স্বপ্না দেবী ?

সমীর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে স্বপ্নাকে যেন কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই বলে, কিছু না মিঃ সেন। শরীরটা ওর ভাল ছিল না বলে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে ছিল, হঠাৎ অন্ধকারে ভয় পেয়েছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর কিন্তু সমীরের কথায় কানও দিলেন না। স্বপ্নার দিকেই তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন, স্বপ্না দেবী, কি হয়েছে ?

স্বপ্না ততক্ষণে পরিস্থিতিটা বোধকরি অনেকটা সামলে নিয়েছে। এবং বুঝতেও পেরেছে সমীর গোড়া থেকেই কেন বার বার তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করছে। স্বপ্না ধীরে ধীরে বলে, আমি—আমি বোধহয় কোন স্বপ্ন-টপ্নই দেখে থাকব, মিঃ সেন।

স্বপ্ন-টপ্ন ! কথাটা বলে ইন্‌স্‌পেক্টর সেন কেমন যেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতেই স্বপ্নার মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যাঁ, মানে স্বপ্নই। সমীর ঠিকই বলেছে। বোধহয় সত্যিই আমার চোখের ভুল। কিন্তু—

স্বপ্না দেবী !

হ্যাঁ মিঃ সেন, কিন্তু আপনি, আপনি আমাকে কালই এখান থেকে যেতে দিন—

কান্নায় যেন কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ গলার স্বরটা স্বপ্নার রুদ্ধ হয়ে আসে।

তা হয় না স্বপ্না দেবী। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন ইন্‌স্‌পেক্টর

কিন্তু কেন, কেন ?

মিথ্যে অনুরোধ করবেন না।

প্লীজ, প্লীজ—দয়া করুন, মিঃ সেন। দয়া করুন, আমাকে যেতে

দিন। নইলে আমি মরে যাব, সত্যিই বলছি, এখানে এই atmosphere-এ থাকলে সত্যিই আমি মরে যাব। এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না, পারছি না, পারছি না।

এবারে একেবারে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ে স্বপ্না এবং ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে ঘরের খিল তুলে দেয়।

॥ সাত ॥

তার পরের দিন সকালে।

বেলা তখন বোধকরি সাড়ে আটটা।

নীচের হলঘরে টেবিলে সবাই বসেছে। প্রাতরাশ ও চা-পর্ব শেষ হয়েছে। কিন্তু কেউই চায়ের টেবিল ছেড়ে উঠে যায়নি। গত রাত্রে স্বপ্নার ব্যাপারটা নিয়েই পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, সকলেই ঐ কুঠি বাড়ির মধ্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী হয়ে আছে এবং কবে তাদের মুক্তি মিলবে তারও কোন স্থিরতা নেই—সে সম্পর্কেও আলোচনা হচ্ছিল।

অলকেশ এক সময় বলে, কিন্তু যেতে যখন দেবেই না, তখন বিকাশ, উপায় কি, বল ?

বিকাশ বলে, উপায় কি আমি তা জানি না অলকেশ, কিন্তু আমি বলব এ অত্যাচার, অন্যায় জুলুম, জবরদস্তি।

সমীর বলে, বুঝলাম কিন্তু নিজেদের মধ্যে গলাবাজি না করে মিঃ সেনকে কথাটা বললেই তো হয়।

বিকাশ জোরালো গলায় বলে, বলব, আর কেউ তোমরা না বল—আমি বলব মিঃ সেনকে আর—

বিকাশের কথায় সায় দিয়ে ঐ সময় সঞ্জীব বলে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও তোমাদের দলে বিকাশ, আমিও বলব। This is torture, simply torture ! আর—

সঞ্জীবের মুখের কথাটা শেষ হল না, ইনস্‌পেক্টর মিঃ সেন যে

হলঘরের দিকে আসছেন তাঁর জুতোর শব্দ শুনেই বোঝা গেল।

অলকেশ তাড়াতাড়ি সঞ্জীবকে থামিয়ে বলে ওঠে, চুপ! মিঃ সেন বোধহয় ব্রেকফাস্ট টেবিলে আসছেন।

সত্যিই মিঃ সেন এসে হলঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে সকলের মুখের দিকে একবার তাকালেন, তারপর বললেন, সুপ্রভাত!

কিন্তু কেউ কোন প্রত্যুত্তর দেয় না। হঠাৎ যেন সবাই চুপ করে গিয়েছে। কারো মুখেই কোন কথা নেই।

মিঃ সেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই ভৃত্য রতন এসে ঘরে ঢুকল এবং সেনের দিকে চেয়ে শুধাল, খাবার দেব বাবু?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে এস। বলে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সঞ্জীববাবু, সমীরবাবু, অলকেশবাবু, স্বপ্না দেবী আপনাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, দয়া করে একটু বসুন।

সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তার পর বিকাশই বলে, আমাদেরও কিছু বলবার ছিল আপনাকে মিঃ সেন।

নিশ্চয়ই, বলুন।

কিন্তু বলতে গিয়ে বলতে পারে না বিকাশ। অসহায় দৃষ্টিতে অবশেষে সমীরের দিকে তাকিয়ে বলে, বল না, সমীরদা!

কি ব্যাপার, সমীরবাবু? মিঃ সেন শুধান।

তুমিই বল না। সমীর বলে বিকাশের দিকে চেয়ে।

বিকাশ এবার সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বলে, সঞ্জীবদা, কি হল, বল না ওঁকে কথাটা!

কি ব্যাপার বলুন তো? কি কথা সমীরবাবু? ইন্‌স্‌পেক্টর আবার শুধান।

সমীর এবার বলে, মানে—কথাটা হচ্ছে—

বলুন।

স্বপ্না ঐ সময় বলে ওঠে, আমি, আমি বলছি, মিঃ সেন। এভাবে আমরা আর এখানে থাকতে পারছি না।

সকলে একত্রে এবারে বলে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ, পারছি না। সত্যিই

পারছি না মিঃ সেন।

স্বপ্না আবার বলে, আমাদের মধ্যে কাউকে আপনার যদি সন্দেহ হয় তো স্পষ্টাস্পষ্টিই বলুন।

ইতিমধ্যে সলিসিটার মিঃ সান্ন্যাল যে হলঘরে এসে ঢুকেছিলেন, কারোরই সেটা নজরে পড়েনি।

মিঃ সান্ন্যাল বলেন, সন্দেহ যে আপনাদের সকলকেই হচ্ছে—স্বপ্না দেবী।

মিঃ সান্ন্যাল! স্বপ্না বলে ওঠে।

মিঃ সান্ন্যাল আবার বলেন, হ্যাঁ, মিস রায়। ঘটনাচক্রে আমার ক্লায়েন্ট মেজর চৌধুরী নিহত হওয়ার পরে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে করে এখানে যারা উপস্থিত আছেন, তাদের মধ্যে কেউই আপনারা সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছেন না।

সঞ্জীব সহসা বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, রিডিকুলাস! তার মানে আপনি বলতে চান মিঃ সান্ন্যাল, কাকামণিকে আমরা—আমাদের মধ্যেই একজন কেউ খুন করেছি।

এবারে কথা বললেন মিঃ সেন, আমি একান্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি সঞ্জীববাবু, আমার বিশ্বাস ঠিক তাই। হ্যাঁ, আপনাদেরই মধ্যে একজন মেজর চৌধুরীকে হত্যা করেছেন সে রাত্রে।

সঞ্জীব বলে, কে?

বিকাশও বলে, কে?

সমীরও সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, কে?

প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের মুখের দিকে চেয়ে ঐ প্রশ্নটি করে। প্রত্যেকেই যেন আজ একটি প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, কে? আমাদের মধ্যে তবে কে হত্যাকারী?

ঐ সময় মিঃ সেন বলেন, কে আপনাদের মধ্যে হত্যা করেছেন মেজর চৌধুরীকে সে রাত্রে কথাটা জানতে পারলে তো সব হাঙ্গামাই চুকে যেত।

স্বপ্না ঐ সময় যেন তীক্ষ্ণ প্রতিবাদে বলে ওঠে, না না, এ অসহ্য, এ অসহ্য—এ অমানুষিক অত্যাচার।

কথাটা বলে স্বপ্না আর ঘরের মধ্যে এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না, সহসা চেয়ার থেকে উঠে পড়ে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে দ্রুত চঞ্চল পায়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সমীরও সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, স্বপ্না, শোন, শোন—দাঁড়াও।—বলতে বলতে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সঞ্জীব আত্মগতভাবেই বলে, Poor স্বপ্না।

বিকাশও বলে, কিন্তু সত্যিই এ অসহ্য লাগছে, মিঃ সেন। এই ভাবে আমরা আর নজরবন্দী হয়ে থাকতে পারছি না। মানুষের সহ্যেরও তো একটা সীমা আছে।

বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ সেন যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হল না। কারণ, হলঘরের দরজার ওপাশ থেকে একটি পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, ভিতরে আসতে পারি?

অপরিচিত পুরুষকণ্ঠ শুনে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সকলেই স্তব্ধ।

মিঃ সেনই অতঃপর আহ্বান জানালেন, আসুন।

দীর্ঘকায় এক পুরুষ এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। লম্বায় প্রায় ছয় ফুটের কাছাকাছি। পরিধানে লংস ও গলাবন্ধ কোট। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি।

মিঃ সেনই প্রশ্ন করেন, আপনি?

আগন্তুক বলে, আমাকে আপনি চিনবেন না, আর যাদের দেখছি ঘরের মধ্যে এরাও আমাকে চিনবেন না। আমার নাম শিশিরাংশু চৌধুরী।

মিঃ সেন প্রশ্ন করেন, আপনি কি এঁদের কোন আত্মীয়?

শিশিরাংশু মৃদু হেসে বলে, না। চৌধুরী আমার পদবী হলেও এঁদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

মিঃ সেন বলেন, তবে?

শিশিরাংশু চৌধুরী পূর্ববৎ মৃদু হেসে বলে, তবে আর কি ! বলতে পারেন চৌধুরী পদবীটা নামের সঙ্গে আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। যাক্, আমি এসেছিলাম মেজর চৌধুরী মানে মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে।

মিঃ সেন ক্ষণকাল যেন মনে হল আগন্তুক শিশিরাংশু চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, মেজর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে ?

শিশিরাংশু চৌধুরী এবারে একটু ইতস্তত করেই যেন বলে, আজ্ঞে, হ্যাঁ—আসবার জন্য হ্যাঁ, একটা চিঠি দিয়েছিলেন তিনি—

মিঃ সেন বলেন, কি বললেন ! চিঠি দিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ—এই যে দেখুন না, চিঠি পাওয়া মাত্রই এখানে এসে দেখা করতে লিখেছেন, কি জরুরী কথা আছে।

মিঃ সেন কৌতূহলী হয়ে বলেন, কই, দেখি ! আকাশ-নীল রংয়ের লেটার পেপারে টাইপ করা চিঠি একটা শিশিরাংশুর হাত থেকে নিয়ে নিম্নকণ্ঠে পড়তে শুরু করেন, তাড়াতাড়ি চলে এসো, বিশেষ প্রয়োজন। —রাজেশ্বর। হুঁ, তুমি বলে যখন সম্বোধন করেছেন চিঠিতে, তখন বোঝাই যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে আপনার কোন আত্মীয়তা না থাকলেও পরিচয়টা ঘনিষ্ঠই ছিল।

তা একটু ছিল বৈকি ! কিন্তু আমার মুখ থেকে আর সে-সব কথা শুনে কি হবে, চলুন না তাঁর ঘরে, তাঁর মুখ থেকেই শুনবেন।

এবারে কথা বললেন সলিসিটার মিঃ সান্ন্যাল, কিন্তু একটু দেরী হয়ে গিয়েছে যে শিশিরাংশুবাবু, এখন আর তার উপায় নেই।

উপায় নেই—কেন ?

তিনি নিহত। বললেন মিঃ সান্ন্যাল।

মিঃ সান্ন্যালের কথাটা শুনে কয়েকটা মুহূর্ত যেন আগন্তুক শিশিরাংশুর মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না। তার পর কেমন যেন আমতা আমতা করে বলে, তিনি নিহত মা—মানে খুন—খুন হয়েছেন তিনি !

মিঃ সেন বললেন, হ্যাঁ।

আচ্ছা, আমি যাই তাহলে!

যাবার জন্য শিশিরাংশু বাইরের দিকে পা বাড়ায়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলেন ইন্‌স্‌পেক্টর সেন। বললেন, যাবেন কি—দাঁড়ান, দাঁড়ান। মিঃ সান্ন্যাল, শিশিরবাবুকে আপনি চেনেন নাকি?

মিঃ সান্ন্যাল যেন একটা ছোট্ট ঢোক গিলে এবারে বললেন, না, ঠিক চিনি না, তবে ওঁর নাম শুনেছি আমার ক্লায়েন্টের মুখে আর—

মিঃ সেন বলেন, থামলেন কেন বলুন?

মিঃ সান্ন্যাল বলেন, মেজর চৌধুরীর উইল অনুযায়ী তাঁর সম্পত্তি ও নগদ টাকার উনিও একজন অংশীদার।

শিশিরাংশু ঐ সময় আবার বলে, আ—আমি কি যেতে পারি স্যার?

মিঃ সেন সঙ্গে সঙ্গে বলেন, না। কিন্তু মিঃ সান্ন্যাল এ কথা তো সেদিন কই আমাকে বলেননি আপনি?

মিঃ সান্ন্যাল কিছু বলার আগেই শিশির আবার বলে, মিঃ সান্ন্যাল বোধহয় ভুল করেছেন মিঃ সেন, আমি যাই।

মিঃ সেন বললেন, না। তার পর সান্ন্যালের দিকে তাকিয়ে. উইলে তাহলে, মিঃ সান্ন্যাল, শিশির চৌধুরীর কথাও আছে?

মৃদু কণ্ঠে সান্ন্যাল বললেন, হ্যাঁ।

ঐ সময় হঠাৎ সঞ্জীব যেন একটু বেশ রূঢ় কণ্ঠেই বলে ওঠে, কিন্তু কোন্ সম্পর্কের জোরে উনি রাজেশ্বর চৌধুরীর সম্পত্তি ও অর্থের অধিকারী সেটাও নিশ্চয় উইলে লেখা আছে মিঃ সান্ন্যাল।

মিঃ সান্ন্যাল জবাব দিলেন, না, তা লেখা নেই বটে, তবে ওঁর নামটা আছে উইলের মধ্যে মেজর চৌধুরীর সম্পত্তির একজন অংশীদার হিসাবে।

সঞ্জীব আবার বলে, কিন্তু উইলের সেই শিশির চৌধুরীই যে উনি, তার প্রমাণ কি?

শিশির এবারে সঙ্গে সঙ্গে যেন সঞ্জীবের কথায় সায় দিয়ে বলে ওঠে, ঠিক, ঠিকই তো বলেছেন উনি। সত্যিই তো আমিই যে সেই তিনিই, তার প্রমাণ কি! না না, ভয় নেই আপনাদের, বিশ্বাস করুন, আপ্অন গড্ বলছি, সে রকম কোন বাসনাও যেমন আমার নেই—সে জন্য আমি আসিওনি। চিঠি পেয়ে দেখা করতে এসেছিলাম, তা ঢের দেখা করা হয়েছে মশাই, নমস্কার, নমস্কার, চললাম।

কথাগুলো বলতে বলতেই আবার দরজার দিকে এগোবার চেষ্টা করতে মিঃ সেন বলেন, সে কি, তা কি করে হবে মিঃ সান্যাল! উনিও যখন সম্পত্তির একজন দাবিদার, কেমন করে উনি যাবেন?

শিশির তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না, না—রক্ষে করুন, মশাই, রক্ষে করুন। ওসব সম্পত্তিতে বিন্দুমাত্রও আমার লোভ নেই, তাহলে নমস্কার, আমি চলি।

আবার এগোতে চেষ্টা করে শিশির।

কিন্তু এবারেও মিঃ সেন তাকে বাধা দিলেন, না। আরে—দাঁড়ান, দাঁড়ান শিশিরবাবু, দেখি, দেখি—পকেটে আপনার ওটা কি?

মিঃ সেনের কথায় শিশির যেন কেমন থতমত খেয়ে যায়। তাড়াতাড়ি নিজের ঝুল কোটের পকেটের দিকে তাকায়। তারপর বলে, পকেটে, পকেটে আমার আবার কি থাকবে—পথে আসতে আসতে স্টেশনে প্যাকেটে করে চানাচুর বিক্রি করছিল, দু-প্যাকেট তাই কিনে—এই দেখুন না—

বলতে বলতে নিজে সে পকেটে হাত ঢোকাবার আগেই মিঃ সেন তার পকেটে হাত চালিয়ে একটি রিভলবার বের করে সবিস্ময়ে বলেন, আরে একি, এ যে দেখছি রিভলবার! পয়েন্ট থ্রি এইট ওয়েভারলি রিভলবার।

ব্যাপারটায় শিশিরেরও যেন বিস্ময়ের অবধি নেই, সেও কেমন যেন থতমত খেয়েই বোকার মত কথাটার পুনরাবৃত্তি করে, রিভলবার!

হ্যাঁ, কি মনে হচ্ছে তবে এটা আপনার শিশিরবাবু?

বলতে বলতে মিঃ সেন পিস্তলটা শিশিরের সামনে তুলে ধরলেন।

শিশির হঠাৎ এবারে বলে, তাই তো। ইস্ দেখেছ—সত্যিই তো একদম ভুলে গিয়েছিলাম!

মিঃ সেন ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলেন, কি বললেন, পকেটে একটা রিভলবার রেখে কথাটাই ভুলে গিয়েছিলেন?

বিশ্বাস করুন স্যার, ওসব গোলাগুলীর ব্যাপার থেকে আমি শতহস্তেন। জীবনে স্পর্শ করা তো দূরে থাক, আজই প্রথম চোখে দেখলাম বস্তুটা।

আজই প্রথম চোখে দেখলেন? মৃদু হেসে বলেন কথাটা মিঃ সেন।

সত্যি বলছি। গড্ প্রমিস্—আজই দেখলাম।

তা পেলেন কোথা থেকে এ বস্তুটি?

বিশ্বাস করুন, কুড়িয়ে পেয়েছি।

কুড়িয়ে পেয়েছেন! কোথায় এ দ্রব্যটি কুড়িয়ে পেলেন জানতে পারি কি?

কোথায়! এই বাড়িরই গেট দিয়ে ঢুকে আসতে আসতে ঐ যে কামিনী ফুলের ঝাড়টা সেইখানে ঘাসের মধ্যে দেখলাম পড়ে আছে, কুড়িয়ে নিলাম।

মিঃ সেনের কণ্ঠে একসঙ্গে কৌতুক ও ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে, দৃষ্টিশক্তি আপনার প্রখর নিঃসন্দেহে, শিশিরবাবু। ঝোপের নীচে ঘাসের মধ্যেও চলে।

তা চলে, অ্যাঁ, কি বললেন?

না, কিছু না, তা শত হস্তেই যখন দূরে থাকেন এ সব বস্তুর তো এটা কুড়োতে গেলেন কেন?

আহা, কুড়োব না, মূল্যবান বস্তু হাজার হোক। তাছাড়া ভাবলাম—

কি ভাবলেন?

যদি কারো কাজে লেগে যায় তো দিয়ে দেবো। আপনার যদি কাজে লাগে তো রাখুন না—রাখুন।

সমীর ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে একপাশ থেকে বলে ওঠে, ওঃ, দাতাকর্ণ একেবারে!

মিঃ সেন তখন রিভলবারটার চেম্বার খুলে ম্যাগাজিন পরীক্ষায় ব্যস্ত। পরীক্ষা করতে করতেই মৃদুকণ্ঠে যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বলেন, হুঁ। চেম্বারে দেখছি পাঁচটি গুলী আছে—একটি শুধু ফায়ার করা হয়েছে। মিঃ সান্যাল দেখুন তো।

মিঃ সান্যাল এগিয়ে এসে পরীক্ষা করে বলেন, তাই তো দেখছি।

ভৃত্য রতন এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। মিঃ সেন এবারে তাকে ডাকলেন, এই যে রতন, দেখ তো এই রিভলবারটা চিনতে পারো কিনা।

রতন রিভলবারটা দেখে বলে, এই তো—এটাই তো সাহেবের পিস্তল, তাঁর ঘরের আলমারীর ড্রয়ারে থাকত।

তার পর বলে, দেখুন তো ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব, রিভলবারটা। রিভলবারের গায়ে দেখেছিলাম, সাহেবের নামের প্রথম অক্ষর ইংরাজীতে খোদাই করা আছে।

মিঃ সেন রতনের কথায় রিভলবারটা পরীক্ষা করতেই তাঁর চোখে পড়ল, সেটারও গায়ে ইংরাজী 'আর' কথাটা সত্যিই খোদাই করা আছে। বলেন, হ্যাঁ, আছে। হুঁ—এখন মনে হচ্ছে এই পিস্তল দিয়েই বোধহয় সে রাত্রে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

কথাটা শুনে শিশির যেন চমকে ওঠে। বলে, অ্যাঁ! কি বললেন—কি বললেন, ইন্‌স্‌পেক্টর!

এই পিস্তল দিয়েই সেদিন রাত্রে মেজর চৌধুরীকে হত্যা করা হয়েছিল।

সর্বনাশ! বলেন কি, স্যার! আর আমি বেটা আহাম্মক এইটা বাগান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলাম পকেটে করে। বলতে বলতে শিশির যেন টলে পড়ে যাবার উপক্রম করে।

মিঃ সেন বলেন, কি—কি হল শিশিরবাবু?

না, মাথাটা কেমন হঠাৎ ঘুরে উঠেছিল। দে—দেখুন তো বাকী গুলীগুলো ঠিক ঠিক আছে তো? বের হয়ে যায়নি তো?

মিঃ সেন বলেন, না। তবে সেফটি ক্যাচ্ দেখছি খোলাই ছিল, ফায়ার হলেও হতে পারত।

না না, ওসব কথা বলবেন না মশাই। বুকটার মধ্যে এখনো ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। আচ্ছা জায়গায় পা বাড়িয়েছিলাম তো চিঠি পেয়ে! চলি—

মিঃ সেন মাথা নেড়ে বলেন, এর পর তো আর আপনার যাওয়া হতে পারে না, শিশিরবাবু।

সে—সেকি!

হ্যাঁ, মেজর চৌধুরীর মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আপনার এ জায়গা থেকে যাওয়া চলবে না।

মানে?

মানে পুলিশের পারমিশন না পাওয়া পর্যন্ত আপাততঃ এই বাড়ির গেটের বাইরে আপনি যেতে পারবেন না।

হঠাৎ কৃতান্ত রায় এসে ঘরে ঢোকে, হুঁ, হুঁ বাবা এ হচ্ছে চক্রব্যূহ, প্রবেশের পথ আছে কিন্তু নির্গমনের পথ নেই।

শিশির চমকে ফিরে তাকায়, কে—কে আপনি?

কে আমি, আমিও শুধায়েছি বহুবার
নিজেরে আমারে, কে আমি,
আমি কেবা, কিবা
পরিচয় মোর। কোন দিন জন্মেছি
কি জননীজঠরে—

মিঃ সেন কঠিন কণ্ঠে বলেন, কৃতান্তবাবু!

দুঃখিত, আমি দুঃখিত, ইন্‌স্‌পেক্টর!

কৃতান্ত রায়ের কথা শেষ হল না, হন্তদন্ত হয়ে একজন পুলিশ অফিসার এসে ঘরে ঢুকল এবং ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, স্যার!

কি খবর সুশীলবাবু? মিঃ সেন শুধান।

সেই লোকটা ধরা পড়েছে, স্যার!

কে? কার কথা বলছেন?

ঐ যে স্যার, যে লোকটা স্টেশন মাস্টারকে রিভলবার দেখিয়ে নাইন-আপ্‌কে থামিয়েছিল!

উৎকণ্ঠিতভাবে মিঃ সেন প্রশ্ন করেন, কোথায়? কোথায়?

থানা অফিসার সচ্চিদানন্দবাবু খবর দিয়ে জীপ্‌ পাঠিয়ে দিয়েছেন থানা থেকে, এখুনি একবার আপনাকে যাবার জন্য!

চলুন—চলুন।

দুজনে হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

॥ আট ॥

ওরা দুজনে হলঘর থেকে বের হয়ে যাবার পর হঠাৎ সমীর সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে শুধায়, ব্যাপার কি, সঞ্জীবদা? কে ধরা পড়ল?

সঞ্জীব অন্যমনস্কভাবে জবাব দেয়, কি জানি ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না, সমীর।

একে একে অতঃপর সকলেই সঞ্জীব, বিকাশ, রতন ও অলকেশ ঘর থেকে বের হয়ে গেল। রইল কেবল সমীর, শিশিরাংশু, কৃতান্ত ও স্বপ্না।

শিশির বলে, কি হল, আপনারা যে সবাই চলে যাচ্ছেন ঘর থেকে আমাকে এখানে একলা রেখে!

সমীরও হলঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, ঘরে দাঁড়িয়ে বলে, আপনিই বা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আপনিও যান না। যত সব! চল স্বপ্না।

কথাগুলো বলে স্বপ্নাকে নিয়ে সমীরও ঘর থেকে বের হয়ে যায়। কৃতান্ত ঐ সময় পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে শিশিরাংশুর পাশে এবং ফিস ফিস করে ডাকে, শোন।

শিশির চম্‌কে ফিরে তাকায়, কে !

আমি—আমি। কেমন, আটকা পড়লে তো? থাকো। এবারে থাকো। আর বেরুতে হচ্ছে না। এ হচ্ছে যাকে বলে বাবা রাজেশ্বরের অর্থের গোলকধাঁধা। বলতে বলতে হঠাৎ কণ্ঠের স্বর নামিয়ে দেয়, বেরুবে—বেরুতে চাও এখান থেকে ?

শিশির বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

কৃতান্ত বলে, তবে বল চিচিং ফাঁক।

চিচিং ফাঁক।

চিচিং ফাঁক।

চিচিং ফাঁক।

হাঃ হাঃ হাঃ হেসে ওঠে কৃতান্ত, খুলল না তো, খুলবে না। খুলবে না। যতই বল পেস্তা ফাঁক, বাদাম ফাঁক, আঙ্গুর ফাঁক, রসগোল্লা ফাঁক, পানতুয়া ফাঁক—খুলছে না, আর খুলছে না। হাঃ হাঃ হাঃ—

হাসতে হাসতে কৃতান্ত হলঘর থেকে বের হয়ে যায়।

শিশির কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আপন মনেই বলে, যাঃ বাবা, এ কোথায় এসে পড়লাম! কে যেন বলছিল এটা রাজেশ্বরের অর্থের গোলকধাঁধা—তা তো নয়, এ যে দেখছি এটা একটা পাগলা গারদ—কে ?

সর্বেশ্বর পিছনে এসে যে কখন এক সময় দাঁড়িয়েছে, শিশির টের পায়নি। হঠাৎ তাকে দেখে চম্‌কে ওঠে।

সর্বেশ্বর বলে, তুমি কে ?

বর্তমানে কে দূরে থাক, অতীতে যে কে ছিলাম তাও মনে পড়ছে না।

হুঁ। একে কৃতান্তর রক্ষে নেই, তার উপরে আবার একজন! নাম কি ?

কোন্ নামটা বলি বলুন তো ?

কেন হে! কৃষ্ণের শত নামের মত তোমারও শতনাম আছে নাকি ?

আজ্ঞে না।

তবে?

সত্যিকারের পৈতৃক এতকালের পরিচিত নামটা বলেই এম ফ্যাসাদে পড়েছি স্যার যে, আর সে নাম বলতে সাহস হচ্ছে না তাই বলছিলাম কোন্ নামটা বলি বলুন তো?

তার আগে বল তো, এখানে কেন এসেছ?

কেন এসেছি! কেন আবার, চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল— যাঃ থুড়ি। না—না, চিঠি-ফিঠি নয়—স্রেফ্ চলে এসেছি—

স্রেফ্ চলে এসেছ!

হ্যাঁ, ধরুন পথ ভুলে —চিঠি কস্মিনকালেও পাইনি—

চিঠি পেয়ে! তাহলে তোমাকেও মেজর সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিল? রসিক বটে!

রসিক? কে বলুন তো?

কে আবার—আমাদের মেজর সাহেব। তা তোমার ভাগে ক পড়ল?

কিসের ভাগাভাগি বলুন তো?

কিসের? কালনেমির লঙ্কা ভাগ। তা বেশ, থাক সবাই থাক —বলতে বলতে সর্বেশ্বর হলঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ আবা শিশিরের ডাকে ঘুরে দাঁড়ায়।

অ মশাই, শুনছেন? সত্যিই কি আপনারা সব এখানে বন্দী শিশির বলে।

সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। বলতে বলতে সর্বেশ্বর হলঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শিশির দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের মধ্যে একা। রতন এসে ঘরে ঢোকে, বাবু, আপনি মাংস খান তো?

মাংস? হ্যাঁ, তা খাই। মাংস খাই, মাছ খাই, ডিম খাই, আবা আতপ চাল আর কাঁচকলা সিদ্ধও খাই। কিন্তু তুমি কে?

আজ্ঞে, আমার নাম রতন।

রতন, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর রতন।

আজ্ঞে, কি বললেন?

না, কিছু না। খাদ্যের সংবাদ তো নিলে—তা বাছা রতন যতন করে খাওয়াবে তো—তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম আর কি। তা বাপ, এখানে তুমি কতদিন আছ রতন?

আট বছর।

বল কি! তবে তো অতীত আর পুরাতন—

আজ্ঞে?

না, কিছু না। দেশটি কোথায়?

আজ্ঞে, মেদনীপুর।

বাঃ, তবে তো হাত সাফাইটা বেশ রপ্তই আছে। কি বল?

কি বললেন?

এই বলছিলাম রক্ত-টক্তর কথা।

রক্তর কথা?

হ্যাঁ, কখনো দাঁত দিয়ে রক্ত পড়েছে? আক্কেল দাঁত?

দাঁত দিয়ে, আজ্ঞে না!

পড়েনি। বয়স কত হল?

তা ধরুন তো আজ্ঞে ষেঠের কোলে আড়াই কুড়ি কি আর হবে না?

বল কি এখনো আক্কেল হল না তবু? যাক্ গে শোন, একটা কাজ করতে পারবে?

আজ্ঞা করুন।

আজ্ঞা করুন! আহা যেন একেবারে বাছা হনুমান! এগিয়ে এসো, একটু চুপি চুপি কথাটা বলি।

রতন এগিয়ে আসে, বলেন।

তা রতন, এ বাড়িতে তো তুমি অনেকদিন আছ। শুনেছি এককালে এটা নাকি এক সাহেবের কুঠি বাড়ি ছিল? গুমখুন-টুন কি আর দু-দশটা এ বাড়িতে হয়নি!

কি বললেন আজ্ঞে ?

এখান থেকে বেরুবার কোন গুপ্তপথ-টথ আছে জান ?

কেন, বলেন তো ?

ও বাবাঃ, এ যে দেখছি সেয়ানাও আবার ! বলি গুপ্তপথ-টথ আছে, জান কিছু ?

তা তো বলতে পারি না আজ্ঞে !

তা তো বটেই, আক্কেল দাঁতই তোমার উঠল না যে তা জানবে কি করে তুমি ! তবে আর কি হবে ! যাও, আমিও দেখি চেষ্টা-চরিত্র করে।

॥ নয় ॥

সেই দিন সন্ধ্যারাত্রে কুঠি বাড়ির সামনে বাগান।

বাগানটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে। দীর্ঘদিনের অযত্নে এদিকে-ওদিকে আগাছাও বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশিরাংশু বাগানের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। হঠাৎ অন্ধকারে ওর কানে আসে স্বপ্না ও সমীরের কথা।

স্বপ্না বলছিল, কি বিশ্রী যে লাগছে তোমাকে কি বলব সমীর ?

ভালো কি আমারই লাগছে স্বপ্না, কিন্তু কি করবে বল ! উপায় কি ?

আচ্ছা সমীর !

বল !

বলছিলাম পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ সেন যা বলছিলেন, কথাটা তুমি সত্যি বলে বিশ্বাস কর ?

কি ?

আঃ ! বোঝ না কেন কি বলতে চাই ! বলছিলাম, সত্যিই কি তুমি মনে কর আমাদের মধ্যে কেউ একজন মামাকে—

স্বপ্নার কথা শেষ হয় না, সমীর বলে, তাছাড়া আর কে তাকে

হত্যা করতে পারে বল ?

না না সমীর, নিশ্চয়ই তুমি ওকথা বিশ্বাস কর না। নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কেউ নয়—

কিন্তু বাইরের লোক তো সে-রাত্রে আর কেউ আসেনি। তাছাড়া সেদিন যেমন সন্ধ্যা থেকেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল আর রাতটাও ছিল অমাবস্যার রাত। এই নির্জন কুঠি বাড়ি, শহর থেকে এত দূরে, আমরা এতগুলো লোক উপস্থিত বাড়িতে, বাইরে থেকে কেউ এসে তাকে হত্যা করে যাবে, কথাটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয় না কি ?

কিন্তু কেন, কেন আমরা আমাদের আপনার জনকে অমন নিষ্ঠুর-ভাবে বিশেষ করে যে মানুষটা অমন রুগ্ন শয্যাশায়ী তাকে গুলী করে হত্যা করব ?

কেন আর, টাকার লোভে! টাকার লোভে বাপ ছেলেকে, ছেলে বাপকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করে তা—

কিন্তু সে টাকা তো আমরা পেতামই—

হ্যাঁ, পেতাম। কিন্তু কবে পেতাম তার কোনই স্থিরতা ছিল না। সে রাত্রে আমরা সকলে এসে এখানে পৌঁছাবার পর তিনি যখন আমাদের সকলকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, বলেননি কি, তিনি হার্টের অসুখে একেবারে শয্যাশায়ী হলেও শরীর এমন সুস্থ যে ডাক্তার বলেছে এখনো তিনি অনায়াসেই ঐ ভাবেই বহুদিন বেঁচে থাকতেও নাকি পারেন!

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে, কিন্তু—

অথচ তাঁর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ একটি কপর্দকও তাঁর অর্থ থেকে পাবো না এবং আমাদের মধ্যে কারো হয়তো অত্যন্ত জরুরী টাকার প্রয়োজন ছিল, সে-ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করে—

না, না—তাই বলে ঐ ভাবেই তাঁর মৃত্যু ঘটানো!

বয়স হয়েছিল, হার্টের অসুখে অথর্ব হয়ে শয্যায় পড়ে ছিলেন সে তো একপ্রকার মৃত্যুই। নিজেরও তাঁর বাঁচবার আর এতটুকু

ইচ্ছা ছিল না। সে ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুটা হত্যাকারী মাত্র স্বরাশি টেনে করেছিল! যাক্ গিয়ে, ওসব কথা ভেবে মিথ্যা দুশ্চিন্তা আনা।

কিন্তু কে! কে হত্যা করতে পারে মামাকে আমাদের মধ্যে?

তুমি, আমি, বিকাশ, সঞ্জীবদা, অলকেশদা, বাবা—

রতন আর বিনতা দেবীকেই বা বাদ দিচ্ছ কেন? তারাও আমাদেরই মত suspect-এর দলে।

মিঃ সেন বলছিলেন সোয়া নয়টা থেকে সোয়া দশটার মধ্যে অর্থাৎ সে রাত্রে ঐ এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই নাকি মামা নিহত হয়েছে।

হ্যাঁ, তাই তো ওরা বলছেন!

সে রাত্রে সাড়ে আটটার পরে আমি সোজা চলে এসেছিলাম মামার ঘর থেকে নিজের ঘরে। তার পর একবার মনে আছে রাত নটা যখন ঘর থেকে বের হয়ে মামার ঘরের সামনে দিয়েই বিনতা দেবীর ঘরে গিয়েছিলাম—তার পর বোধহয় পৌনে দশটা নাগাদ তুমি এলে আমরা দুজনে ছাতে যাই—

কিন্তু তুমি বলেছিলে সেদিন মিঃ সেনকে রাত দশটা পর্যন্ত তোমার ঘরেই ছিলে অথচ তুমি রাত নটায় ঘর থেকে বের হয়েছিলে একবার—

হ্যাঁ, তাই বলেছিলাম।

কিন্তু কেন বলেছিলে?

ভয়ে।

ভয়ে? কিসের ভয়ে?

না না, তুমি আমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করো না সমীর। Please! তবে তুমি বিশ্বাস করতে পারো সমীর—তাঁকে আমি হত্যা করিনি—হত্যা করিনি। বলতে বলতে হঠাৎ যেন হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত রোগীর মতই অন্ধকারে সামনের দিকে ছুটে গেল স্বপ্না।

প্রথমটায় ঘটনার আকস্মিকতায় সমীর একটু যেন হতভম্বই হয়ে গিয়েছিল, তার পরই ডাকে নাতি-উচ্চকণ্ঠে, স্বপ্না, শোন—শোন স্বপ্না।

কিন্তু স্বপ্না ফিরেও আসে না, কোন প্রত্যুত্তরও দেয় না। সমীর বোধকরি তার পরই এগোবার জন্য পা বাড়ায় এবং পা বাড়াতে গিয়েই শুকনো ঝরা পাতার উপরে একটা মৃদু খস্ খস্ শব্দ তার কানে আসে। দাঁড়িয়ে যায় সমীর।

বেশ অন্ধকার তখন চারিদিকে এবং অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা আবছায়া মূর্তি সমীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক মুহূর্তও দেরী করে না সমীর, এগিয়ে গিয়ে সেই আবছায়া মূর্তিকে দুই সবল বাহুতে চেপে ধরে, কে—কে?

সেই আবছায়া মূর্তি আর কেউ নয়, শিশিরাংশু। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আহা করেন কি, ছাড়ুন, ছাড়ুন!

ও আপনি, শিশিরবাবু! কি করছিলেন ওখানে ঝোপের আড়ালে? শক্ত মুষ্টিতে শিশিরের হাতটা চেপে ধরেই সমীর কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

ম—মথ্—মথ্—একটা মথ্।

মথ্?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—প্রজাপতি! একটা চমৎকার রঙিন প্রজাপতি—প্রজাপতিটাকে ধরবার চেষ্টা করছিলাম।

এই সন্ধ্যার অন্ধকারে আপনি প্রজাপতি ধরবার চেষ্টা করছিলেন? এখনো সত্যি কথা বলুন। নইলে দেখছেন তো আমার এই ডাম্বেল মুগুর করা হাত—

শিশির যেন রীতিমত ভয় পেয়েছে এমনি শঙ্কা-করুণ কণ্ঠে বলে, রক্ষা করুন—আর দেখে কাজ নেই, গলাটা এখনো টন টন করছে। Horse embrocationয়ের দরকার হবে বোধ হচ্ছে।

তবে বলুন ওখানে কি করছিলেন? আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলেন? বলুন—

না, না—সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, কালীর দিব্যি! আড়ি-টাড়ি দিতাম সে ছোটবেলায়, যখন লুকোচুরি খেলতাম, টুকি দিতাম—

Idiot!

সমীর আর দাঁড়ায় না, অন্ধকারে দ্রুতপদে মিলিয়ে যায়।

এই—এই ঠিক কথা বলেছেন—সত্যিই আমি একটা ইডিয়েট। বাবা বলত, মা বলত—দিদি, দাদারা—বন্ধুরা—পাড়া-প্রতিবেশী, ও মশাই শুনুন, শুনুন—চলে গেলেন। যাকৃগে, মরুক গে!

কোথায় কোন ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ঝিঁ ডাক শুরু হয়েছে তখন। সেই শব্দকে ডুবিয়ে বেহালার সুর যায়। মনে মনে মৃদু হেসে শিশির কয়েক পা এগিয়েছে, সহসা কানে এল দুটি মানুষের কণ্ঠ। আপন মনেই বলে শিশির, ওদিকটা আবার কারা বাগানের মধ্যে কথা বলছে?

এগিয়ে যায় শিশির।

কথা বলছিল অন্ধকার ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে সঞ্জীব আর অলকেশ।

সঞ্জীব বলছিল, কিন্তু আমরা বললেই তো হবে না অলকেশ, মিঃ সেনের যখন ধারণা আমাদের মধ্যেই একজন তাকে হত্যা করেছি—তাই ভাবছি আজ সকাল থেকে কে হত্যা করতে পারে আমাদের মধ্যে?

বাধা দিয়ে বলে ওঠে অলকেশ, don't talk nonsense, তুমিও কি ক্ষেপে গেলে সঞ্জীবদা, ঐ বুদ্ধু ইন্‌স্‌পেক্টরটার মত তোমারও কি বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল? যত সব absurd fantastic idea

সঞ্জীব তবু বলে, কিন্তু আমরা ছাড়া কেই বা করতে পারে? কাকামণিটিকে তো চেনো না তোমরা। গত বছর এখানে এসে দিন কয়েক ছিলাম, তখুনিই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম, কি চিজ একখানি, একটা বাস্তু ঘুঘু, একটা হাড় শয়তান।

কিন্তু সঞ্জীবদা—

আমার কি এক-একবার মনে হয় জান অলকেশ?

কি?

আমাদের সকলকে জব্দ করবার জন্য এখানে উইলের লোভ দেখিয়ে ডেকে নিয়ে এসে নিজেই আত্মহত্যা করেনি তো?

না না—তা কি হয়! তা কি কখনো সম্ভব?

খুব সম্ভব। ও বুড়ো শকুনির অসাধ্য কিছুই ছিল না।

কিন্তু তবু ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমেলে ঠেকছে, যে ভাবে চারদিকে ক্রমশঃ জট পাকিয়ে উঠছে—কেন যে মরতে এসেছিলাম! —তার পর একটু থেমে আবার ডাকে, আচ্ছা সঞ্জীবদা?

কি?

ইন্সপেক্টর মিঃ সেন বলছিলেন রাত সোয়া নয়টা থেকে সোয়া দশটার মধ্যেই খুন হয়েছেন কাকা, তাই না?

হ্যাঁ। তাই তো তিনি বলছিলেন।

কিন্তু স্বপ্না রিভলভারের আওয়াজটা শুনেছিল ঠিক সোয়া দশটায় যখন মেল ট্রেনটা পাস করে।

হয়তো তখুনি কেউ ওকে গুলী করেছিল!

আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু সঞ্জীবদা, আমরা তো দুজনে তোমার ঘরে বসে তখন গল্প করছিলাম—কাকার ঘরের দুখানা পরের ঘরেই ছিলাম আমরা। আমরা তো কই শুনিনি! তুমি শুনেছিলে?

না।

আমিও না। কিন্তু একটা কথা কি ভাবছি জান সঞ্জীবদা?

কি?

মিঃ সেনের কাছে সেদিন মিথ্যা কথাটা বলা বোধহয় উচিত হয়নি! ভাবছি আজ খাওয়ার সময় ওঁকে বলে—

বোকামি করো না অলকেশ! একবার একরকম evidence দিয়েছ এখন আবার উল্টো বললে সঙ্গে সঙ্গে সে তোমাকে গ্রেফ্‌তার করবে।

কেন, কেন—গ্রেফ্‌তার করবে কেন?

Idiot! এটা বুঝতে পারছ না, ভাববে সব তুমি গোড়া থেকেই গোপন করছ, তখন?

তবে থাক, কিন্তু—

অলকেশের কথা শেষ হয় না, হ্যাঁচ্চো করে সশব্দে পাশেই

ঝোপের আড়াল থেকে শিশির হাঁচি দিয়ে ওঠে। বেচারীর নাকের মধ্যে অসতর্কে একটা মশা ঢুকে গিয়েছিল।

সঞ্জীব চমকে ওঠে, কে! কে?

বলতে বলতে ঝোপটার দিকে এগিয়ে যেতেই সামনে শিশিরকে দেখতে পায়। কিন্তু প্রথমটায় চিনতে পারে না। বলে, কে?

শিশির থতমত খেয়ে বলে, আ-আমি—শিশির।

সঞ্জীব বলে কঠিন কণ্ঠে, ওখানে ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে কি করছিলেন?

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সঞ্জীবের যেন বিস্ময়ের অবধি নেই! বলে, কি বললেন! ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? ঝোপের মধ্যে?

হ্যাঁ, মানে এক সময় আফ্রিকায় ছিলাম কিনা—সেখানকার ঘুম মাছির কামড়ে Sleeping Sicknessএ ভুগছি! কথা নেই বার্তা নেই যেখানে সেখানে কি করে যে ঘুমিয়ে পড়ি বলতে বলতে আবার হাঁচি দেয়, হ্যাঁচ্চো—হ্যাঁচ্চো। নাকের মধ্যে ঘুমের ঘোরে বোধহয় একটা পোকা-টোকা ঢুকে গিয়েছে।

সঞ্জীব বোধহয় অনুমানে ব্যাপারটা কিছুটা বুঝতে পারে। তাই আর কথা না বাড়িয়ে অলকেশকে বলে, চল অলকেশ, যত সব—

ওরা দুজনে চলে যায়।

ঢং ঢং করে ঐ সময় ডিনারের ঘণ্টা পড়ে। শিশির কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকে এবং মৃদু হেসে বলে, অন্ধ জাগো, না কিবা রাত্র কিবা দিন।

কথাটা বলে শিশিরও একসময় অন্দরের দিকে এগিয়ে যায়।

॥ দশ ॥

সেই রাত্রেই।

বিনতা একাকী তার ঘরের মধ্যে খোলা জানালাটার সামনে বাইরে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিল। রাতের কালো আকাশে চোখে পড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তারাগুলো। অনেক কথাই বিনতার মনে পড়ছিল। অনেক দুঃখের ঝড় বয়ে গিয়েছে জীবনের উপর দিয়ে। অতীত দিনের সেই ঝড়-ঝাপটার কথাই কি মনে পড়ছিল তার?

ভেজানো দরজাটা ঠেলে কে যেন ঢুকল।

কে?

ঘুরে দাঁড়ায় বিনতা।

আমি—সর্বেশ্বর।

কি চাও! কেন এসেছ এত রাত্রে এ ঘরে?

তখন তুমি আমার কথাটা বিশ্বাস করলে না বিনতা, কিন্তু—

বিনতা থামিয়ে দেয়, থাক যথেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সত্যিই স্পষ্ট করে বল তো কি চাও তুমি?

মিথ্যে তুমি রাগ করছ আমার উপরে বিনতা। তোমাকে আমি তার পর অনেক খুঁজেছি, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে তুমি এখানে থাকতে পারো?

তবে কি তুমি ভেবেছিলে তোমারই পথ চেয়ে চেয়ে শবরীর মত দিন গুণব?

না, না—তা কেন!

তবে, তবে কি ভেবেছিলে? সেদিন অসহায় আমাকে ত্যাগ করে যে কলঙ্কের কালি আমার সর্বাঙ্গে লেপে দিতে চেয়েছিলে সেই কলঙ্ককেই আমি স্বীকার করে নেবো!

শেষের কথাটায় হঠাৎ যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে সর্বেশ্বর। সমস্ত মুখখানা তার কঠিন হয়ে ওঠে।

বলে, সেই কলঙ্ককে মুছে ফেলবার জন্যই বুঝি এখানে এসে রাজেশ্বরের রক্ষিতা হয়েছিলে ?

বিনতা বলে, অত্যন্ত নীচ তুমি জানতাম আমি সর্বেশ্বর, কিন্তু এতখানি নীচে যে তুমি নামতে পারো—

থাম, থাম—কুলটা, ভ্রষ্টা !

তোমার আর কিছু বলবার আছে ? যদি না থাকে তো আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও !

সর্বেশ্বর বলে, ধীরে রজনী ধীরে, ঐ কণ্ঠস্বর তোমার এখুনি চুপসে যাবে যদি মিঃ সেনকে গিয়ে বলে দিই সে রাত্রের তোমার কীর্তিকলাপ !

বিনতা যেন চমকে ওঠে। বলে, কি ! কি বলতে চাও তুমি ?

কি যে বলতে চাই, তা কি তুমি এখনো বুঝতে পারছ না ? সে রাত্রে রাত ঠিক সাড়ে নটার সময় রাজেশ্বরের ঘর থেকে যখন বেরুচ্ছিলে---

বিনতা চীৎকার করে ওঠে, মিথ্যে কথা, মিথ্যে !

কি বললে ? মিথ্যা ? বেশ, আদালতে দাঁড়িয়ে সেই কথাই বলো। শোন, আমার বিরুদ্ধাচারণ করে কোন ফল হবে না।

ভয় দেখাচ্ছ আমাকে তুমি সর্বেশ্বর ?

ভয় ? না !

তবে ?

শোন বিনতা—আমি শুধু দুটি প্রশ্নের জবাব তোমার কাছে চাই।

যথা ?

যে সন্তান তোমার গর্ভে সেদিন ছিল সে ছেলে না মেয়ে ! অবিশ্যি যদি আজো বেঁচে থাকে এবং বেঁচে থাকলে কোথায় আছে সে ?

ওই প্রশ্নের উত্তর পাবার তোমার কোন অধিকার নেই তাই উত্তর দেবো না। দ্বিতীয় প্রশ্ন তোমার ?

অবিশ্যি জবাব দেওয়া না দেওয়া তোমার ইচ্ছা। হ্যাঁ, দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমার—রাজেশ্বরকে তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা বলেছিলে।

জানতে চাই কি বলেছিলে ?

তোমার ঐ প্রশ্নেরও জবাব তুমি পাবে না সর্বেশ্বর !

সর্বেশ্বর কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থাকে, তার পর বলে, এই তাহলে তোমার শেষ কথা ?

হ্যাঁ, শেষ কথা।

ভাল করে আর একবার ভেবে দেখো বিনতা। মনে রেখো, সর্বেশ্বর চৌধুরী মিথ্যা হুমকি দেয় না! তাই বলছিলাম—

তোমারও একটা কথা জানা দরকার তাহলে মনে করছি সর্বেশ্বর, সেদিনকার সে বিনতা নাগ আজ আর আমি নই—সেদিন-কার মত আজ আর তোমাকেও তাহলে আমি পালিয়ে যেতে দেবো না!

তাই নাকি!

হ্যাঁ!

বেশ তবে তাই হবে! চলি, Good night।

সর্বেশ্বর ঘর ছেড়ে চলে যেতেই বিনতা এগিয়ে গিয়ে দরজার কপাটে খিল তুলে দিল। কিন্তু পাঁচ মিনিট অতিবাহিত না হতেই বন্ধ দরজার কপাটে মৃদু আঘাত শোনা যায়।

কে ?

নেপথ্যে মিঃ সেনের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, বিনতা দেবী, জেগে আছেন নাকি ? আমি ইন্সপেক্টর সেন।

বিনতা এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়।

মিঃ সেন এসে ঘরে ঢুকলেন।

বিনতা দেবী!

বলুন।

মনে হল যেন সর্বেশ্বরবাবু চলে গেলেন দেখলাম আপনার ঘর থেকে এইমাত্র।

মৃদু কণ্ঠে বিনতা বলে, হ্যাঁ।

একটা কথা বিনতা দেবী, উনি কি আপনার পূর্বপরিচিত ?

হ্যাঁ।

কিন্তু এ-কথাটা তো সেদিন কই আমাকে বলেননি বিনতা দেবী আপনি ?

আপনি তো জিজ্ঞাসা করেননি !

না তা অবশ্যি জিজ্ঞাসা করিনি, কিন্তু কতদিনের পরিচয় আপনাদের ?

অনেক দিন আগে সামান্যই পরিচয় হয়েছিল। আমি তখন কলকাতার হাসপাতালে কাজ করি। সেই সময় যে কোয়ার্টারে আমি থাকতাম, সেখানে আমাদের এক সহকর্মিনীর কাছে উনি মধ্যে মধ্যে যেতেন, সেই সূত্রেই আলাপ।

তার পর ?

মাঝে মাঝে দেখা শোনা হত।

আর কিছু নয় বিনতা দেবী !

না।

॥ এগার ॥

মিঃ সেনের মুখের কথাটা শেষ হল না, সহসা নারী-কণ্ঠের একটা তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত চীৎকার রাত্রির স্তব্ধতায় যেন কুঠি বাড়ির সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

ওকি, স্বপ্না দেবীর গলা বলে মনে হল ! কথাটা বলে মিঃ সেন আর মুহূর্তেও দেরী করেন না। ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

দোতলার প্যাসেজের একেবারে শেষপ্রান্তে ঠিক যেখানে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে প্যাসেজটা, স্বপ্নার ঘর।

প্যাসেজটায় বরাবরই তেমন বিশেষ কোন আলোর ব্যবস্থা না থাকায়, অন্ধকারই থাকত।

কিন্তু ইদানীং মিঃ সেন একটা দেওয়ালগিরির ব্যবস্থা করেছিলেন রাত্রে। সে আলোও এত অপর্যাপ্ত যে তাতে করেও বিশেষ একটা কিছু সুবিধা হয়নি। তবে এইটুকু লাভ যে, আগের মত

অন্ধকার থাকে না।

অবশ্যি চাঁদনী রাত থাকলে প্যাসেজে যে আলো এসে পড়ে তাতে করে আর আলোর প্রয়োজন হত না। আর আগে প্যাসেজে আলোর প্রয়োজন ছিলই বা কি, কারোই তো রাত্রে প্যাসেজে বের হবার দরকার হত না।

বিনতার ঘর থেকে দ্রুত পায়ে এসে স্বপ্নার ঘরের সামনে পৌঁছে মিঃ সেন দেখলেন ঘরের দরজা বন্ধ, এবং বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিকাশ আর সঞ্জীব।

সঞ্জীব বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকছে, স্বপ্না, স্বপ্না, দরজা খোল, স্বপ্না!

কি ব্যাপার সঞ্জীববাবু? মিঃ সেন শুধাল।

সঞ্জীব বলে, কি যে ব্যাপার কিছুই তো বুঝতে পারছি না সেন! স্বপ্নার চীৎকার শুনলাম—

মিঃ সেন বলেন, দরজাটা ভেঙ্গে ফেলুন—ধাক্কা দিন!

পুরাতন দরজা, বেশী জোরে ধাক্কা দিতে হল না ছিটকিনি ভেঙ্গে দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে যেতেই সকলে গিয়ে ভিতরে ঢোকে।

ঘর অন্ধকার। অন্ধকার ঘরে ঢুকে সকলে যেন থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই যেন বোবা।

সঞ্জীব ডাকে, স্বপ্না!

কিন্তু কোন সাড়া নেই কারো।

মিঃ সেন তখন বলেন, স্বপ্না দেবী ভয়ে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে যান নি তো? একি, এখানে কে পড়ে? আলোটা—আলোটা জ্বালুন তো সঞ্জীববাবু!

সঞ্জীব বলে, আলো!

হ্যাঁ—ম্যাচ কারো কাছে আছে?

আছে দাঁড়ান—শিশিরাংশুর গলা এবং পরক্ষণেই শিশিরাংশুরই হাতে দেয়াশলাই জ্বলে ওঠে। সেই আলোতেই সামান্যক্ষণের জন্য দেখা গেল স্বপ্না মেঝেতে পড়ে আছে।

শিশিরাংশুই অতঃপর ঘরের টেবিলের উপরে রক্ষিত টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিল। ঘর পুনরায় আলোকিত হয়ে উঠলো। সবাই এগিয়ে যায় স্বপ্নার দিকে।

সমীর ঝুঁকে পড়ে স্বপ্নার মুখের কাছে এবং ডাকে, স্বপ্না, স্বপ্না!

হঠাৎ সেই সময় পশ্চাৎ থেকে যেন সকলকে ঠেলে দিয়ে ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত বিনতা এগিয়ে এসে বলে, দেখি দেখি, সরুন আপনারা, আমাকে দেখতে দিন! বলতে বলতে মনে হল যেন অসীম উৎকণ্ঠা আর শঙ্কায় ওদের সকলকে একপ্রকার ঠেলেই একেবারে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল বিনতা। দু-হাতে অজ্ঞান স্বপ্নার মাথাটা তুলে ধরতেই স্বপ্না ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল।

স্বপ্না!

কে?

কেমন আছ স্বপ্না!

ভাল। চারিদিকে সকলে তখনো তার মুখের দিকেই তাকিয়ে। স্বপ্না উঠে বসে।

কি হয়েছিল স্বপ্না? সঞ্জীব শুধায়।

ওসব কথা এখন থাক, বিনতা বাধা দেয়, চল স্বপ্না, আজ রাত্রে আর এঘরে থেকে কাজ নেই, তুমি আমার ঘরে চল।

স্বপ্না কোন প্রকার দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়াল।

বিনতা স্বপ্নাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

স্বপ্না চলে যাবার পর বিকাশই প্রথমে শুধাল সঞ্জীবকে, ব্যাপারটা তো কিছু বোঝা গেল না সঞ্জীবদা?

ধীরে ধীরে ঐ সময় অলকেশ এসে ঘরে ঢুকল, স্বপ্নার কি হয়েছে সঞ্জীবদা, কি হয়েছে?

জানি না।

কি হয়েছে ইন্সপেক্টর, এবারে অলকেশ পার্শ্বেই দণ্ডায়মান মিঃ সেনকে শুধায়।

কেমন করে বলি বলুন! আপনারাও যেখানে আমিও তো সেখানে!

সর্বেশ্বর এসে ঐ সময় ঘরে প্রবেশ করে, কি ব্যাপার, কি হয়েছে ?

কিন্তু তার প্রশ্নের কেউ কোন জবাব দেয় না।

কি ব্যাপার ইন্সপেক্টর সেন ? সর্বেশ্বর এবারে মিঃ সেনকেই শুধায়।

মিঃ সেন বললেন, সকলেই আমরা স্বপ্না দেবীর একটা ভয়ার্ত চীৎকার শুনে এখানে আসি। এসে দেখি স্বপ্না দেবীর ঘরের দরজা বন্ধ। দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখি স্বপ্না দেবী অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন, ঘর অন্ধকার।

মানে !

মানে, যা জানি তাই বললাম।

You mean to say—দরজা ভেঙ্গে আপনারা স্বপ্নাকে ঘরের মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন ! সর্বেশ্বর পুনরায় শুধায়।

মৃদু কণ্ঠে এবারে শিশিরাংশু বলে, তাই তো উনি বলছেন সর্বেশ্বরবাবু।

অলকেশ ঐ সময় হঠাৎ বলে ওঠে, কিন্তু সত্যি সত্যি কি হয়েছিল সেটা আমাদের জানা দরকার। কি বলেন ইন্সপেক্টর ? চলুন না, তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা যাক।

জবাব দেয় শিশির, ব্যস্ততার কি আছে !

ব্যস্ততা মানে !

তা বৈকি ! আজ রাত্রে না হলেও কাল তো আমরা জানতে পারবই—মৃদু হেসে বলেন মিঃ সেন।

কাল !

না হয় পরশু—কিংবা তরশু।

ঠিকই বলছেন ইন্সপেক্টর সাহেব। সর্বেশ্বর বলে, যাও হে যাও—যে যার ঘরে যাও।

কিন্তু কাকামণি—অলকেশ কি যেন বলবার চেষ্টা করে।

তাকে বাধা দিয়ে পুনরায় হঠাৎ ঐ সময় মিঃ সেন বলে ওঠেন,

সমীরবাবুকে দেখছি না, সমীরবাবু কোথায়? তাঁর ঘরে শু ঘুমাচ্ছেন নাকি!

জবাব দেয় শিশির, না।

তবে কোথায়?

তাঁকে নীচের বাগানে বাইরে একটু আগে দেখেছিলাম, ডে আনব কি মিঃ সেন তাঁকে?

এত রাত্রে—এই ঠাণ্ডায় নীচের বাগানে!

বোধহয় বায়ু সেবন করছেন।

এই শীতের রাত্রে বাগানে বায়ুসেবন!

হয়তো তাঁর বেশী ঠাণ্ডারই দরকার। বেশী ঠাণ্ডায় মাথা ঠিক থাকে কিনা?

শিশিরের কথা শেষ হল না, সমীর এসে ঘরে ঢুকল।

তাকে দেখে প্রথমে সঞ্জীবই বলে ওঠে, এই যে সমীর, কোথা ছিলে?

বাগানে।

বাগানে এই ঠাণ্ডায় এত রাত্রে! সঞ্জীব পাল্টা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, মাথাটা বড্ড ধরেছিল, তাই একটু ঠাণ্ডায় বাইরে বেড়াচ্ছি লাম। কিন্তু, কি ব্যাপার, তোমরা সব এখানে—কি হয়েছে মি সেন?

ঠিক বুঝতে পারছি না সমীর বাবু। স্বপ্না দেবীর চীৎকার শু এখানে এসে দেখি তার ঘরের দরজা বন্ধ—তারপর দরজা ভে ভিতরে ঢুকে অন্ধকার ঘরের মধ্যে নজরে পড়ল, এইখানে তি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন।

সমীর ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বলে, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল! কোথা কোথায় সে?

সঞ্জীব বলে, বিনতা দেবী তাকে একটু আগে তাঁর ঘরে নি গিয়েছেন।

আমি—আমি আসছি!

ব্যস্ত হয়ে সমীর ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

শিশিরের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা জেগে ওঠে।

সঞ্জীব ঐ সময় বলে, চল বিকাশ, অলকেশ, দেখে আসি একবার স্বপ্নাকে।

অলকেশ ও বিকাশ সায় দেয়, হ্যাঁ হ্যাঁ—চল।

ওরা ঘর থেকে বের হয়ে যায়, সর্বেশ্বরও তাদের পিছু পিছু ঘর থেকে অতঃপর বের হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে কেবল তখন দাঁড়িয়ে থাকে দুজন—মিঃ সেন আর শিশির।

শিশির পকেট থেকে একটা সরু পেনসিল টর্চ বের করে টর্চের আলোয় ঘরের মেঝেতে যেন কি লক্ষ্য করতে থাকে।

কি দেখছেন শিশিরবাবু?

শিশির তখন ঘরের দরজার দিকে চেয়ে ছিল। বললে, আপনি জানেন ঠিক মিঃ সেন, স্বপ্না দেবীর ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল প্রথমে?

মিঃ সেন বলেন, হ্যাঁ শিশিরবাবু, আমি নিজে ধাক্কা দিয়েছি চার পাঁচ বার—বন্ধই ছিল।

বন্ধই ছিল?

হ্যাঁ,—দরজা ঠেলে আমাদের ভাঙতে হয়েছে।

কিন্তু ঠেলতে পারেন আপনারা, দরজা তো ভাঙেননি!

মানে?

ঐ দেখুন দরজার ছিটকিনির দিকে চেয়ে দেখুন—আস্তই আছে ওটা এখনো। বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে ছিটকিনিটা ধরে বলে, দেখছেন এটা মোটা সেগুন কাঠের তৈরী, অতএব—

বিস্ময়ের যেন অবধি থাকে না মিঃ সেনের। সত্যই যেন ব্যাপারটা দেখে বোবা হয়ে যান।

আশ্চর্য! তা হলে—

আমার ধারণা মিঃ সেন—

কি! কি?

নিশ্চয়ই ঘরে কেউ ছিল, আপনাদের ধাক্কা-ধাক্কিতে দরজাটা খুলে

দিয়েই আপনারা সকলে ঘরে ঢোকবার আগেই সে অন্ধকারে স

পড়েছে।

সরে পড়েছে!

তাই তো মনে হচ্ছে।

কিন্তু কেমন করে, কোন্ পথে?

If I am not wrong—মনে হচ্ছে ঘরের ভিতর দিয়ে

নিশ্চয়—

ঘরের ভিতর দিয়ে! ঘর থেকে বাইরে যাবার এই দরজা ছাড়া তো অন্য কোন দ্বিতীয় দরজা দেখছি না। মিঃ সেন বলেন।

শিশির কিন্তু মিঃ সেনের ঐ কথার কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে। এবং দেখতে দেখতেই এক সময় মৃদু কণ্ঠে বলে, এই বাড়িটার একটা ইতিহাস মানে পূর্ব পরিচয় আছে জানেন বোধহয় মিঃ সেন?

ইতিহাস!

হ্যাঁ। এটা নীলকরদের কুঠি ছিল!

তা তো জানি।

হয়তো সেখানেই আপনি আপনার ঐ প্রশ্নের জবাব পাবেন।

কোন্ প্রশ্ন?

যে ব্যক্তি একটু আগে দরজা খুলে দিয়েছিল—সে কেমন ক কোন্ পথে পালাল!

কিন্তু—

আরো একটা কথা ভুলবেন না ইন্সপেক্টর।

কি!

যে লোক এই নির্জনে মানুষের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে এমনি এ পড়ো-বাড়ি কিনে আশ্রয় নিতে পারে তার বিচিত্র মনের ব্যাপারটা

স্পষ্ট করে বলুন শিশিরবাবু!

বলছিলাম লোকটাকে মানে আপনাদের ঐ মেজর রাজে চৌধুরীকে বোধহয় সাধারণের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

শিশিরবাবু!

আমার তো মনে হয় মেজর চৌধুরীর মনের মত এই কুঠি বাড়িটারও একটা গোপন মন আছে এবং সেই গোপন মনের মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে!

রহস্য!

হ্যাঁ, যেমন ধরুন গোপন পথ বা সুড়ঙ্গ!

আপনার সত্যিই তাই মনে হয় শিশিরবাবু?

মনে হয় বলেই তো সেদিন খুব ভাল করেই এ বাড়ির উপর ও নীচের তলার প্রত্যেকটি ঘর আমি দেখেছি!

তার পর? কিছু পেয়েছেন!

শিশির কথা বলতে বলতে চারিদিক তাকাচ্ছিল। হঠাৎ ঘরের দেওয়ালের একাংশে ফ্রেস্কো পেনটিংয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, মিঃ সেন!

বলুন!

চমৎকার ফ্রেস্কো পেনটিং, কিন্তু ওটা কি শুধুই পেনটিং বলে আপনার মনে হচ্ছে?

বলতে বলতে শিশির এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের কাছে দাঁড়ায়। মিঃ সেনও তার পাশে গিয়ে দাঁড়ান।

চট্ করে প্রথম দৃষ্টিতে বোঝবার উপায় নেই যে সত্যিই সেটা একটা দেওয়াল আলমারী। দেওয়ালের সঙ্গে এমন নিপূণ ভাবে গাঁথা যে বোঝা সত্যিই কষ্টকর। হঠাৎ দেখলে মনে হবে দেওয়ালেরই একটা অংশ বুঝি। শুধু তাই নয় সেই জায়গাটার দেওয়াল চমৎকার ফ্রেস্কো পেনটিং করা এবং দেখে মনে হয় পেনটিংটা ইদানীং কালেরই।

ভালো করে পরীক্ষা করে দেখবার আগেই প্রথমেই যেটা শিশিরের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে অমন একটা ঘরের দেওয়ালে হঠাৎ ঐ ধরনের ফ্রেস্কো পেনটিংয়ের ব্যাপারটা যেন কেমন একটু দৃষ্টিকটুই লাগছে। তাও ফ্রেস্কো পেনটিংটা মাত্র

একটি দেওয়ালেরই একাংশে।

ব্যাপারটায় স্বাভাবিক ভাবেই সঙ্গে সঙ্গে শিশিরের মনটা অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে; এবং পরে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েই ঐভাবে দেওয়ালের একাংশে ফ্রেস্কো পেনটিংয়ের তাৎপর্যটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সে আবিষ্কার করে ফ্রেস্কো পেনটিংয়ের অন্তরালের রহস্যটা। ফ্রেস্কো পেনটিংয়ের অন্তরালেই লুকিয়ে রয়েছে একটি সংগুপ্ত দেওয়াল আলমারীর অস্তিত্ব।

শিশির মৃদু কণ্ঠে বলে, বুঝতে পারছেন কিছু পেনটিংটা থেকে?

কি?

ভাল করে চেয়ে দেখুন তাহলেই চোখে পরবে। মনে হচ্ছে যেন পেনটিং দিয়ে চোখের আড়াল করে রাখা হয়েছে একটা গুপ্ত দেওয়াল আলমারীকে।

আলমারী!

মনে হচ্ছে তাই। তবে এও মনে হচ্ছে—আগে থাকতেই বোধহয় ছিল, কেবল পেনটিংটা ইদানীংকার। সত্যিই যাই হোক, ভদ্রলোকের শিল্পী মন ছিল বলতেই হবে।

কি বললেন, কার শিল্পী মন ছিল?

শিশির বলে, কার আবার! যিনি পত্র দিয়ে ডেকে এনে নিজেই পটল তুলে বসে আছেন—সত্যি, চমৎকার উড়ন্ত বলাকা—চোখটা দেখেছেন মিঃ সেন—ঠিক যেন জ্যান্ত চোখ—পাথর বসানো না কি? দেখি—কথাটা বলতে বলতে শিশির বলাকার সেই পাথর বসানো চোখে হাত দিয়ে দেখতে যেতেই অকস্মাৎ এক বিস্ময় যেন চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল।

যেখানে পেন্টিং ছিল দেওয়ালের সে অংশটা ঠিক আলমারীরই দুটি কবাটের মতো দুদিকে সরে গেল।

মিঃ সেন বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বলে ওঠেন, এ কি! এ যে সত্যি সত্যি গুপ্ত আলমারী।

শিশির বলে, আলমারীই বটে তবে—ওগুলো সেলফ্ বলে মনে হচ্ছে না।

তবে কি?

দ্বিতীয় দ্বার অর্থাৎ দেওয়ালের মধ্যে গুপ্ত দ্বার পথ—দেখি বলতে বলতে সেই সেল্ফ্‌গুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করতেই সামনে অন্ধকার এক দ্বার মুখ-ব্যাদান করল। শিশির হাতের টর্চের আলো ফেলে তার মধ্যে।

মিঃ সেন বলেন, সত্যিই তো, আশ্চর্য, গুপ্ত দ্বারই তো!

শিশির মৃদু হেসে হাতের টর্চের আলোয় গুপ্তপথটা পরীক্ষা করতে করতে বলে, আশ্চর্যের কি আছে এতে মিঃ সেন, এক-কালে শুনেছিলাম এটা ছিল নীলকরদের কুঠি বাড়ি। কত অত্যাচার কত গুম খুনই হয়তো একদা এই কুঠি বাড়ির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে—সেখানে একরম দু-একটা গুপ্ত দ্বার-পথ থাকা কি আর এমন আশ্চর্যের ব্যাপার!

শিশিরবাবু, সত্যিই কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো জানি না, আশ্চর্য!—বলাকার চোখের মধ্যে ছিল গুপ্তদ্বারের চাবি—কল্পনাও করতে পারতাম না আমি!

শিশির মৃদু হেসে বলে, আমিও পারতাম না। It was simply an accident! কিন্তু ঐ গুপ্তপথের ভিতরটা একবারে পরীক্ষা করে দেখলে হত না! কোথায় গিয়েছে পথটা?

নিশ্চয়!

আগে আগে আপনি টর্চ নিয়ে এগোন—আমি পিছনে আছি।

তখন দুজনে টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেওয়ালের সেই গুপ্তদ্বার-পথে অগ্রসর হয়। ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি নীচে নেমে গিয়েছে, ছোট ছোট খাড়া ধাপ, পাশাপাশি দুজনে হাঁটা যায় না। একের পিছনে অন্য জনকে তাই এগোতে হয়।

আগে আগে এগোতে এগোতেই মিঃ সেন বলেন, বাবাঃ এ সিঁড়ি কোথায় চলেছে, পাতালে নয় তো?

মৃদুকণ্ঠে শিশির পিছন থেকে জবাব দেয়, সম্ভবতঃ নয়—কি চাপা বা গুমোট তো নয়, ঝির ঝির করে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া আস কোথা থেকে—টের পাচ্ছেন ইন্সপেক্টর !

হুঁ ।

হাওয়া চলাচলের নিশ্চয়ই রাস্তা আছে ।

ক্রমশঃ সিঁড়ির ধাপ সমতল ভূমিতে এসে শেষ হয়। মনে হ একটা অপ্রশস্ত গলি পথ। পথটা এগিয়ে গিয়েছে। অন্ধকার সে গলিপথ দিয়েই চলতে চলতে হঠাৎ টর্চের আলোয় কি একটা দৃষ্টি পড়ায় শিশির বলে ওঠে, Just a minute, ওটা—ওটা কি মাটি পড়ে, চক্ চক্ করছে, আলো ফেলুন তো মিঃ সেন ?

মিঃ সেন শুধায়, কি ! কোথায় ?

ওই যে সামনে, আলো ফেলুন ।

আলো ফেলতেই বস্তুটা নজরে পড়ে মিঃ সেনের এবারে, এ তিনি কিছু বলবার আগেই শিশির নীচু হয়ে মাটি থেকে বস্তুটা হা দিয়ে তুলে নেয় ।

মিঃ সেন শুধান, কি !

অভিজ্ঞান ।

অভিজ্ঞান ?

হুঁ, দেখুন না—সোনার আংটি পাথর বসানো । কিন্তু আর এক ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন মিঃ সেন ? বলতে বলতে শিশির সেখান ধূলির উপরে মিঃ সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।

মিঃ সেন শুধান, কি ?

দেখছেন না—ধূলির 'পরে চরণরেখা !

মিঃ সেনেরও তখন নজর পড়ে, সত্যিই অনেকগুলো পায়ের ছা ইতস্ততঃ দেখা যাচ্ছে ধূলোয় ।

মিঃ সেন বলেন, তাই তো—খালি পায়ের ছাপ বলে মনে হ যেন !

শিশির মৃদু হেসে জবাব দেয়, তাই বটে। তার পরই

কতকটা কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে শিশির বলে, বাঃ, আপনি তো দেখছি মাত করে দিলেন!

মানে?

মানে আর কি, গুপ্ত সুড়ঙ্গ, আংটি, পায়ের ছাপ, রীতিমত adventurous ব্যাপার কি বলেন? লোমহর্ষক। কিন্তু আর যাবার উপায় নেই দেখছেন! সামনে বন্ধ দুয়ার।

সত্যিই সামনে দেখা গেল সেই সরু গলির সামনে একটি বন্ধ দুয়ার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তাই তো দেখছি।

মিঃ সেন এগিয়ে গিয়ে সামনের বন্ধ দরজার কপাট হাত দিয়ে ঠেললেন, কিন্তু খুলল না। মিঃ সেন বললেন, না সত্যিই বন্ধ। কি করা যায় এখন শিশিরবাবু বলুন তো?

শিশির মৃদু হেসে বলে, যে পথে এসেছি সেই পথেই প্রত্যাগমন ব্যতীত আর উপায় কি?

কিন্তু—

স্বপ্না দেবীর খোঁজ নেওয়া উচিত নয় কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—চলুন।

॥ বারো ॥

দুজনে শিশিরাংশু ও মিঃ সেন পুনরায় সেই গুপ্তপথ দিয়ে ঘরের দিকে ফিরে চলেন, কিন্তু সর্বনাশ, সিঁড়ি অতিক্রম করে গুপ্তদ্বারের সামনে এসে দেখেন দ্বার বন্ধ!

এ কি শিশিরবাবু, এ যে দরজা বন্ধ দেখছি?

সরুন আমাকে দেখতে দিন, ওদিক থেকে যেমন খোলার চাবি রয়েছে এদিক থেকে নিশ্চয়ই তেমনি কিছু আছে।

সত্যিই শেষ পর্যন্ত দেখা গেল শিশিরের অনুমান মিথ্যে নয়, খুঁজতে খুঁজতে ডান দিককার পাল্লার গায়ে একটা ছোট লোহার

হ্যাণ্ডেলের মত নীচের দিকে দেখতে পাওয়া গেল। সেটা ধরে ঘুরোতেই দরজা খুলে গেল।

দুজনে আবার পূর্বের ঘরে এসে পা দিলেন, এবং ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চাতে সেই গুপ্তপথের দ্বার আপনা হতেই বন্ধ হয়ে গেল।

শিশিরবাবু ?

বলুন।

স্বপ্নার ব্যাপারটা এখন মনে হচ্ছে যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছি।

পারছেন ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ঐ গুপ্তপথ দিয়েই তার ঘরে কেউ আজ রাত্রে এসেছিল।

তাই।

কে বলুন তো ?

আপনিই বলুন।

আমার একজনকে সন্দেহ হচ্ছে শিশিরবাবু।

কাকে ?

ঐ সমীরবাবুকে।

কেন ?

সে আপনি যা-ই বলুন, প্রথম থেকে ওর উপর আমার সন্দেহ। He is the man !

অবশ্য ওর গতিবিধি প্রথম থেকেই একটু suspicious। তবে—

তবে ?

কিছু step নেবার আগে আপনাকে স্থিরনিশ্চিত হতে হবে ইন্সপেক্টর। কিন্তু আর নয়, চলুন—স্বপ্না দেবীর একটা খোঁজ নেবেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—চলুন। দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে যায়।

পরের দিন রাত্রে।

সর্বেশ্বরের ঘরের দরজা ভেজানই ছিল। ঘর অন্ধকার। একাকী অন্ধকারে জানালার সামনে ভূতের মতই দাঁড়িয়ে ছিল সর্বেশ্বর।

চোরের মতই নিঃশব্দে পা টিপে টিপে কৃতান্ত এসে অন্ধকার ঘরে ঢোকে। আবছা তারার আলোয় অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত দণ্ডায়মান সর্বেশ্বরকে দেখতে পায় কৃতান্ত।

একেবারে পিছনে এসে দাঁড়ায়, চাপা কণ্ঠে ডাকে, সর্বেশ্বর, ও সর্বেশ্বর—!

অ্যাঁ! কে? চমকে ফিরে তাকায় সর্বেশ্বর। বলে, ও তুমি কৃতান্ত!

অন্ধকার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অমন তদ্গত চিত্তে কেন হে!

না, ভাবছিলাম।

ভাবছিলে! কি?

কাল রাত্রে স্বপ্নার ব্যাপারটা ভাবছিলাম।

স্বপ্নার ব্যাপারটা!

হ্যাঁ, আচ্ছা কৃতান্ত—

বল।

আমি অবশ্যি দুর্ঘটনার সময় ছিলাম না—মানে বলছিলাম, যে রাত্রে চৌধুরী বাড়িতে আগুন লাগে এবং রাধারাণী—আমার বোন—মানে তোমার স্ত্রী—

অত বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই হে! স্বর্গে গেলেও তোমার ভগ্নীটিকে আজো আমি ভুলিনি। বল কি বলছিলে?

বলছিলাম সে দুর্ঘটনায় আমি যেন শুনেছিলাম, তোমার মেয়ে টুনটুনীও মারা গিয়েছিল পুড়ে?

সহসা অন্ধকারে কৃতান্তর দেহটা ঋজু হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে। বলে, কি ব্যাপার বল তো সর্বেশ্বর, প্যাঁচ কষছ নাকি!

প্যাঁচ!

তাই তো মনে হচ্ছে! নচেৎ এতকাল পরে টুনটুনীর অনুসন্ধানে কবর খুঁড়তে এগিয়ে এলে?

সর্বেশ্বর চাপা হাসি হাসে, এবং হাসতে হাসতেই বলে, নচেৎ বৌদ্ধ যুগের কথা জানা যাবে কি করে বল?

বাঃ বাঃ, কিন্তু বন্ধু, সুবিধে হবে না, সুবিধে হবে না—

সুবিধে হবে না?

না। কারণ তুমি উপস্থিত ছিলে না বটে সেদিন কিন্তু রাজেশ্বর জানত সেদিনকার সেই ছোট্ট টুনটুনী যাকে নিয়ে সে রাত্রে কৃতান্ত রায় চৌধুরীবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সেই আজকের স্বপ্না। আর এবং অকৃত্রিম কৃতান্ত-কন্যা—কিন্তু সে কথা যাক, সত্যি করে বল তো সর্বেশ্বর—মতলবখানা কি তোমার?

মতলব আবার কি? ব্যাপারটা জানতে চাইছিলাম আর কি!

দেখ সর্বেশ্বর, ও সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। বল, বল কি চাও!

ওই কথাটাই জানতে চাইছিলাম।

জেনেছ তো তবে আর কেন!

কৃতান্ত আর কোন উচ্চবাচ্য না করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সর্বেশ্বর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজার অর্গল তুলে দেয়।

পরের দিন সকালবেলা দশটা নাগাদ সর্বেশ্বর একা একা বসে ডাইনিং টেবিলে চা পান করছিল। অপরিচিত মধ্যবয়সী নন্দদুলাল ও সঙ্গে তার একটি সুশ্রী তরুণী খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে ঘরে প্রবেশ করে। তরুণীর সর্বাঙ্গে উৎকট প্রসাধনের চিহ্ন।

নন্দ ঢুকতে ঢুকতে বলে, আরে এসোই না, তুমি যে আবার দাঁড়িয়ে পড়লে লজ্জাবতী লতাটির মত! লজ্জা নিজের বাড়িতে আবার কেন? এই যে আমরা এলাম, বলে নন্দদুলাল সর্বেশ্বরের মুখের দিকে তাঁকায়, সকলকে একটু খবর দিন না যে আমরা এসে গিয়েছি।

সর্বেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, এলেন, কিন্তু কে আপনারা বলুন তো?

কি বললেন? নন্দ বলে।

কে আপনারা, আর এখানে কেইবা আপনাদের ঢুকতে দিল?

ব্যাপারটা যেন নন্দদুলালের বোধগম্যই হয়নি এইভাবে গলার টাইটা অযথা ঠিক করতে করতে সর্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমাদের কথা বলছেন? মিঃ এণ্ড মিসেস কাউড্রি অর্থাৎ শ্রীনন্দদুলাল কাউড্রি, আর এই যে দেখছেন আমার sideয়ে—হেঁ, হেঁ, ইনি, মানে আমার better half মৃদুলা কাউড্রি—

Better half!

সর্বেশ্বর যেন একেবারে হাঁ!

Yes, wife—স্ত্রী। আঃ মৃদুলা—ঠিক হয়ে দাঁড়াও, stand correct!

মৃদুলা সত্যিই ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না। কাঁদো কাঁদো স্বরে সে বলে, খাড়াইবার পারতিছিনে, পায়ে যে নতুন জুতায় ফোস্কা ফেলাইছে।

ইতিমধ্যে কখন যে একসময় নিঃশব্দে কৃতান্ত এসে হলঘরে প্রবেশ করে ওদের কথা শুনছিল তা ঘরের মধ্যে উপস্থিত তিনজনের একজনও টের পায়নি।

মৃদুলার পূর্ববঙ্গীয়, সুরের কথায় কৃতান্ত আর চুপ করে থাকতে পারে না। হঠাৎ পিছন থেকে বলে ওঠে, ও বাবাঃ, এ যে একেবারে খাঁটি সুন্দরবনের চাক-ভাঙা মধু দেখছি!

সঙ্গে সঙ্গে নন্দদুলাল ও মৃদুলার বক্তা কৃতান্তর দিকে নজর পড়ে।

মৃদুলা বলে, কি কইলেন, আমারে কিছু কইলেন?

নন্দদুলাল স্ত্রীর কথায় এবারে সত্যিই ক্ষেপে ওঠে, চাপা তীক্ষ্ণ বিরক্তিভরা কণ্ঠে স্ত্রীকে শাসিয়ে বলে ওঠে, Decent ভাষায় কথা বল মৃদুলা। বলেই কৃতান্তর দিকে তাকিয়ে নন্দদুলাল তার বক্তব্য শেষ করে, শুনছেন মশাই, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে,

আমি এখানে ওর husband present, আমাকে বলুন।

কৃতান্ত নয়, কথা বলে এবার সর্বেশ্বর। বলে, তা মিঃ এণ্ড মিসেস্ কাউড্রি! আপনাদের এখানে শুভাগমনের কারণটা জানতে পারি কি?

কৃতান্তও কণ্ঠ মেলায় সর্বেশ্বরের সঙ্গে। বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ—কেন বলুন তো, কি অভিপ্রায়?

নন্দ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, কি অভিপ্রায়ে এসেছি এখানে, এসেছি যখন জানবেন বৈকি, জানবেন! আচ্ছা, আপনিই কি মেজর রাজেশ্বর কাউড্রির সলিসিটার? কথাটা বলে নন্দদুলাল তাকায় সর্বেশ্বরের মুখের দিকে।

সর্বেশ্বর বলে, আজ্ঞে না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আপনার প্রয়োজনটা কি জানতে পারি?

নন্দদুলাল যেন সর্বেশ্বরের কথাটা শুনে অবাক। বলে, প্রয়োজনটা কি মানে? ও, তা আপনি জানবেনই বা কি করে! তাঁকে ডাকুন, তাঁকেই চিঠিটা দেখাব।

চিঠি? সর্বেশ্বর কথাটা বলে একটা ঢোক গেলে।

হ্যাঁ, চিঠি এবং যে জন্য আমার এখানে আসা।

কৃতান্তই এবারে বলে, ও বাবাঃ আবার চিঠি! নাঃ, সেন সাহেবকে তো ডাকতে হল, তাছাড়া সবাইকে একটা খবরও দিতে হয়! বলতে বলতেই দেখা গেল ইন্সপেক্টর সেন ঘরে এসে ঢুকছেন। তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে, এই যে স্যার—নাম না করতেই এসে গিয়েছেন, আসুন আসুন, দেখুন, আমি চললাম, খবরটা দিয়ে আসি সবাইকে?

কি ব্যাপার কৃতান্তবাবু! মিঃ সেন প্রশ্ন করেন।

আর কি ব্যাপার, দশ, এগার—

দশ এগার কি বলছেন মাথা-মুণ্ডু?

কৃতান্ত এবারে মৃদু হেসে বলে, বুঝতে পারছেন না তো, পারবেনও না। এ বাবা রাশি ফল নয়, একেবারে যোগফল!

নমস্কার রাজেশ্বর, সত্যিই তোমার খুরে খুরে নমস্কার—

সত্য হে কেশব,
তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল—
হলে কণ্ঠাগত প্রাণ
কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে।

মিঃ সেন এবারে সর্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকেই প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার মিঃ চৌধুরী, কারা এঁরা?

সর্বেশ্বর ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে, আপনি তো বোবা নন ইন্সপেক্টর! নিজেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না—কে ওঁরা।

কৃতান্ত বলে, হ্যাঁ, জিজ্ঞাসাই করুন না কোথা হতে আগমন। কিবা হেতু!

কারা আপনারা? মিঃ সেন নন্দদুলালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

মৃদুলা স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে বলল, আঃ, সংয়ের মত খাড়ায় আছো ক্যান। কি জিগায় ভদ্দরলোক জবাব দিতে পার না।

নন্দদুলাল খিঁচিয়ে ওঠে স্ত্রীকে, আঃ মৃদুলা, decent ভাষায় কথা বল। Yes sir! কি জানতে চান বলুন?

আপনারা কারা, কোথা থেকে আসছেন?

আপনি কি মেজর কাউড্রির সলিসিটার?

না। কিন্তু—

তবে তাকেই ডাকুন যা বলবার তাঁকেই বলব। গম্ভীর কণ্ঠে নন্দদুলাল বলে।

Oh! I see! তাঁকেই বলবেন?

সর্বেশ্বর ঐ সময় বলে ওঠে, ইন্সপেক্টর ওঁরা মিঃ এণ্ড মিসেস কাউড্রি।

কি? কি বললেন!

মিঃ এণ্ড মিসেস কাউড্রি।

সর্বেশ্বরের কথা শেষ হল না, সঞ্জীব অসীম আর অলকেশ এসে

ঘরে ঢুকল, এবং সঞ্জীব শুধায়, আবার কারা নাকি শুনলাম চিঠি পেয়ে এসেছেন ইন্সপেক্টর সাহেব ?

মিঃ সেন কোন জবাব দেবার আগেই সমীর নন্দলাল ও মৃদুলার দিকে তাকিয়ে বলে, এঁরাই বুঝি মিঃ সেন !

হুঁ।

তা এলেন কোথা থেকে !

অলকেশ বলে, কে এঁরা ?

মিঃ সান্যাল সলিসিটারও এসে হলঘরে ঢুকলেন, সর্বেশ্বরবাবু, রতন বলছিল কারা নাকি আবার চিঠি পেয়ে এসেছেন !

কৃতান্ত বলে, খবর পেয়েছেন তা হলে—ঐ যে মিঃ সান্যাল ওঁরা !

কিন্তু মিঃ সেনকেই প্রশ্ন করেন মিঃ সান্যাল, কি ব্যাপার, মিঃ সেন ! এঁরা কারা ?

আপনাকেই এরা খুঁজছেন। এরা মিঃ এণ্ড মিসেস কাউড্রি ! মিঃ সেন বললেন।

নন্দদুলাল মিঃ সান্যালের দিকে এগিয়ে এল, Good morning sir ! আপনিই কি স্বর্গত মিঃ কাউড্রির সলিসিটার ?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি জানতেন নাকি যে তিনি মারা গেছেন ?

হ্যাঁ, স্টেশনে নেমে স্টেশন মাস্টারের কাছেই শুনলাম তিনি killed হয়েছেন। সত্যিই, কি যে pathetic news, শুনে একেবারে stone হয়ে গিয়েছি।

সেখানেই শুনলেন ? তা বেশ, কিন্তু আপনার পরিচয় ?

আমার নাম নন্দদুলাল কাউড্রি—পিতার নাম Late রাজেশ্বর কাউড্রি।

নন্দদুলালের শেষ কথায় যেন সকলেই হঠাৎ চমকে ওঠে। সঞ্জীব, অলকেশ, সমীর এমন কি সর্বেশ্বর ও কৃতান্তও চমকে ওঠে। কারো মুখে যেন কোন কথা নেই।

ইন্সপেক্টর মিঃ সেনই কথা বললেন, কি বললেন, রাজেশ্বর চৌধুরীর ছেলে আপনি ?

কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

মিঃ সেন এবারে সলিসিটার সান্যালের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কি শুনছি সান্যাল সাহেব ? তবে যে আমরা জানতাম তিনি বিবাহই করেননি জীবনে ?

মিঃ সান্যাল যেন একটু বিব্রত। কি যেন বলতে চান কিন্তু তার আগেই নন্দদুলাল আবার বলে ওঠে, কে বললে করেননি ? করেছিলেন।

করেছিলেন না কি ? মিঃ সেন প্রশ্ন করেন।

নিশ্চয়ই, তবে গোপনে।

গোপনে! কথাটা বলে বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন ইন্সপেক্টর সেন, নন্দদুলালের মুখের দিকে ।

হ্যাঁ, যুদ্ধের চাকরিতে যখন তিনি বর্মায় posted ছিলেন তখন আমার বর্মিণী জননীকে বিবাহ করেছিলেন।

টিপ্পনী কাটে সর্বেশ্বর পাশ থেকে, হ্যাঁ, হয়তো special ordinance-এ একুইজিশন করে নিয়েছিলেন ওঁর পিতৃদেব !

গম্ভীর কণ্ঠে নন্দদুলাল বলে, কি, কি বললেন ?

সর্বেশ্বর বলে, কিছু না। বলছিলাম কেবল, চমৎকার নাটক জমল এতদিনে।

কৃতান্ত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, তা জমল। সত্যিই! বলে আবৃত্তির সুরে বলে ওঠে আবার ঃ

বিচিত্র নাটক। কাব্য কথা হেন
ইতিপূর্বে আর কেহ করেনি
রচনা। পাটেশ্বরী ভারতেশ্বরী
জননী আমার, পিতা ঐ তমোহর
দেব দিবাকর—

ইন্সপেক্টর সেন বিরক্তভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন, আঃ কৃতান্তবাবু—থামুন!

কৃতান্ত বলে Sorry ! I am extremely sorry,

ইন্সপেক্টর সাহেব।

হঠাৎ সঞ্জীব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে ঐ সময়, This is absu

অসম্ভব! মিথ্যে কথা—তিনি, কাকামণি বিয়েই করেননি?

সমীর বলে Imposter! জাল জুয়াচুরি!

মৃদুলা আর স্থির থাকতে পারে না, যেন ভেংচেই বলে

কি কইলেন,আমরা জুয়াচোর আর আপনারা সাধু—কোন্ ডাক

কয় আমরা জুয়াচোর!

নন্দ বাধা দেয়, আঃ মৃদুলা, decent ভাষায় কথা বল!

ওরা বলতে চায় বলতে দাও না।

ক্যান, কইব ক্যান!

সমীর আর সঞ্জীব এক সঙ্গে বলে ওঠে, জুয়াচোরকে জুয়া

বলব না, নিশ্চয়ই বলব!

মিঃ সেন ওদের থামিয়ে দিয়ে বলেন, সঞ্জীববাবু, সমীর

আপনারা এ ঘর থেকে সকলে একটু বাইরে যাবেন কি! এঁ

সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

সমীর বলে, কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছেন সেন সাহেব! বু

পারছেন না ব্যাপারটা—মেরে দূর করে তাড়িয়ে দিন, চিঠি পে

এসেছে না হাতী?

মৃদুলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, ও, তাড়িয়ে দেবে

ক্যান তোমরা হগলে আসবার পার আমরা পারি না?

নন্দদুলাল স্ত্রীকে বাধা দেয়, আঃ মৃদুলা, decent ভাষায় ক

বল!

মৃদুলা বিরক্তভরা কণ্ঠে বলে, কি ড্যাসেন্ট্—ড্যাসেন্ট্ কর

আছো! থাম দেখি তুমি, আমাগো অরা চোর জুয়াচ্চোর ক

ক্যান—আর আমাগো খ্যাদানরই বা ওরা কে?

মিঃ সেন আবার সকলের দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বলে

Please—সঞ্জীববাবু, সমীরবাবু, সর্বেশ্বরবাবু—অনুগ্রহ করে আপ

সকলে এ ঘর থেকে যাবেন কি?

চল হে—

সকলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল অতঃপর। ঘরের মধ্যে রইল কেবল, ইন্সপেক্টর সেন, নন্দদুলাল ও তার স্ত্রী মৃদুলা এবং সলিসিটার সান্ন্যাল। মিঃ সেন এবারে সান্ন্যালের দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ সান্ন্যাল একটু পাশের ঘরে আসবেন!

চলুন।

মিঃ সান্ন্যালকে নিয়ে ইন্সপেক্টর পাশের ঘরে চলে যেতেই মৃদুলা নন্দদুলালের দিকে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা তোমার ব্যাপারটা কি কইবার পারো! আমারে মৃদুলা মৃদুলা করতাছো ক্যান—তখন থে—

নন্দদুলাল খিঁচিয়ে ওঠে, তবে কি আন্নাকালী বলে ডাকব নাকি!

ক্যান? ডাকনের দোষটা কি! যার যা নাম—বাবায় মায় যখন আমার আন্নাকালীই নাম রাখছে।

না। তোমার নাম মৃদুলা। আজকালকার দিনে ঐ নামই চলে—তাছাড়া, এখানে আসবার আগে তোমাকে না বার বার বলে দিয়েছি decent ভাষায় কথা বলবে।

অঃ, কি আমার ইয়ে রে! ড্যাসেন্ট্—পারুম না। কইবার পারুম না, তোমার ঐ ড্যাসেন্ট্ ভাষায় কথা কইবার—বোঝছো, পারুম না!

তবে বোবা হও। নন্দলাল রাগত কণ্ঠে জবাব দেয়।

কি কইলা?

বোবা! বোবা হও। বোবা—

ক্যান? কোন্ দুঃখে বোবা হমু? দায় পড়ছে আমার—শত্রু বোবা হোক, কালা হোক, খোঁড়া হোক!

মৃদুলা—খুন করেঙ্গা?

খুন করেঙ্গা! অঃ, খুন অমনি করলেই হল, না? কি আমার সাত পাকের সোয়ামী রে! খুন করেঙ্গা—আমিও খুন করতে জানতা হ্যায়!

মৃদুলা—সাবধান—be careful—খুন করেঙ্গা ফাঁসী যায়েঙ্গা।

মৃদুলাও সরবে ঘোষণা করে, জান, আমিও যাইতে পারি, আমিও ফাঁসী যায়গা।

দুজনার মধ্যে প্রায় হাতাহাতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত একটা হয়েও যেত কিনা কে জানে!

কিন্তু হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে প্রথমে শিশির ও তার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ইন্সপেক্টর সেন ও সলিসিটার সান্যাল এসে ঘরে প্রবেশ করেন।

আরে আরে—কি হল, কি হল, ? মিঃ সেন শুধান।

সপ্রতিভ কণ্ঠে নন্দদুলাল জবাব দেয়, ও কিছু না, worry করবেন না।

এমন সময় শিশির শুধায়, তা এঁরাই বুঝি ইন্সপেক্টর ?

মৃদুলা বলে, ইনি আবার কই থেন আলেন!

নন্দদুলাল বাধা দেয়, মৃদুলা, decent ভাষায় কথা বল।

মিঃ সেন, শিশির শুধায় ইন্সপেক্টরকে, এরাই বুঝি স্বর্গত মেজর চৌধুরীর পুত্র ও পুত্রবধূ ? আজ এখানে এসে পৌঁচেছেন!

হ্যাঁ, তাই তো বলছেন ওরা।

বলছেন তো। খুব ভাল কথা। তবে এদেরও নিশ্চয়ই আপনি এ বাড়িতে বাকী সকলের মত বন্দী করে রাখছেন আপাততঃ!

মৃদুলা স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে, বন্দী কইরা রাখব! ওগো হেয়ায় কয় কি ? কইছিলা না শ্বশুরবাড়ি!

নন্দ কট্‌মট্‌ করে তাকায় স্ত্রীর দিকে।

মৃদুলা, decent ভাষায় কথা বল! কি বললেন মশাই—বন্দী করে রাখবেন আমাদের ?

শিশির বলে উদাস কণ্ঠে, উপায় কি ?

মানে ?

মানে আর কি! Simple rule of three!

ওগো, মিনষে ক্যাট্‌ ম্যাট্‌ কইরা কি কইতা আছে গো!

নন্দদুলাল স্ত্রীর দিকে ফিরেও তাকায় না। পুনরায় শিশিরের

দিকে তাকিয়ে বলে, আমাদের বন্দী করবেন মানেটা কি ?

যেহেতু আপনারাও নিহত মেজর চৌধুরীর টাকার দাবী নিয়ে এসেছেন সেহেতু আপনারাও যে সন্দেহের তালিকায় পড়ে যাচ্ছেন—কি করা যাবে বলুন ?

পড়ে যাচ্ছি ?

হ্যাঁ।

মানে ?

এ ক্ষেত্রে মানেটা তো অত্যন্ত প্রাঞ্জল মিঃ কাউড্রি। অর্থাৎ অর্থের লোভে আপনারাও তাকে খুন করতে পারেন। কি বলেন, তাই না ইন্সপেক্টর ?

নিশ্চয়। ইন্সপেক্টর সায় দিলেন।

অতএব ওঁরাও স্বামী-স্ত্রী আপাততঃ এ বাড়িতে বর্তমানে অন্যান্য যাঁরা সব আছেন তাঁদেরই মত বন্দী হয়ে থাকছেন, কেমন তো মিঃ সেন ? শিশির কথাটার যেন আবার পুনরাবৃত্তি করল।

মিঃ সেন সঙ্গে সঙ্গেই শিশিরের কথায় সায় দিয়ে বলেন, হ্যাঁ। ওঁরাও বন্দী হয়েই থাকবেন।

নন্দদুলাল সত্যিই যেন মরিয়া হয়ে ওঠে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে ওঠে, মশাইরা কি গঞ্জিকা-টঞ্জিকা সেবন করে থাকেন নাকি ? মারা তো গেছেন বাবা শুনলাম তরশু রাত্রে আর সে সময় আমরা জাহাজে।

শিশির গম্ভীর কণ্ঠে বলে, জাহাজে কি জলে, আকাশে কি ডাঙায়, গাড়ীতে কি দোলনায় সেটাও তো এখন প্রমাণ-সাপেক্ষ !

মৃদুলা স্বামীর পাশ ঘেঁষে এসে একেবারে দাঁড়ায়। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, ওগো—এরা সব কয় কি ?

কভি নেহি ! আভি চলে যায়েংগা ! চলে আও মৃদুলা— নন্দদুলাল স্ত্রীর হাতটা চেপে ধরে শক্ত মুষ্ঠিতে।

শিশির বিস্ময় প্রকাশ করে, সে কি মিঃ কাউড্রি, টাকা না নিয়েই চলে যাবেন ?

ও হাম্‌ আদালতমে দেখ লেংগে।

ইন্সপেক্টর বলেন, কিন্তু তা তো আর হয় না এখন মিঃ কাউড্রি,

আলবৎ হোয়েগা। মৃদুলা—

কি কইতা আছো ?

চলা আও—follow me। নন্দদুলাল মৃদুলার হাতটা শক্ত মুষ্টিতে ধরে টানতে টানতেই দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

দাঁড়ান মিস্টার কাউড্রি, দাঁড়ান—চলেলেন কোথায় ? বলতে বলতে এগিয়ে আসেন ইন্সপেক্টর সেন, দাঁড়ান—

কভি নেহি—never ! বলতে বলতে প্রায় দরজার কাছাকাছি পৌঁচেছে নন্দদুলাল ও মৃদুলা, ইন্‌স্‌পেক্টর সেন গম্ভীর কণ্ঠে ডাকেন, মহাবীর সিং !

মহাবীর সিং বোধকরি দরজার ওপাশেই প্রহরায় দাঁড়িয়ে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে দরজাপথে মুখ বাড়িয়ে বলে, হোজুর !

ইন্‌স্‌পেক্টর সেন নন্দদুলাল ও মৃদুলাকে দেখিয়ে নির্দেশ দেন, এ দোনোকো উপর ভি নজর রাখনা—ইন লোগুঁকো ভি ইয়ে কোঠিসে বাহার যানে কো হুকুম নেহি হায় !

জী। মহাবীর সিং সেলাম ঠুকল।

অন্যান্য সবাই এতক্ষণ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করছিল। ওদের মধ্যে থেকে কৃতান্ত এবারে বলে ওঠে,—হুঁ হুঁ বাবা, ঘুঘু দেখছ ফাঁদ দেখনি, বোঝ এখন চাঁদ—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

কৃতান্ত হাসতে থাকে আর তার মুখের দিকে আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে যেন চেয়ে থাকে নন্দদুলাল।

॥ তেরো ॥

ঐ দিনই রাত্রে।

রাত যদিও গোটা দশেক হবে কিন্তু রাত নটার মধ্যেই সে-রাত্রে যে যার আহারাদি চুকিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। কারণ শীত

পড়েছিল সেদিন প্রচণ্ড হাড় কাঁপানো।

নন্দদুলাল ও মৃদুলার ফিরে যাওয়া হয়নি। তাদের দোতলায় জায়গা না থাকায় নীচের তলার একটা ঘর দেওয়া হয়েছিল থাকবার জন্য।

বাইরে কোথায় যেন থেকে থেকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। রাত্রির স্তব্ধতা যেন সেই ডাকে পীড়িত হচ্ছে। কোথায় একটা কুকুর যেন বিশ্রী সুরে কেঁদে উঠল উঁ উঁ করে।

মৃদুলার চোখে ঘুম ছিল না। দুজনে দুটো পৃথক পৃথক শয্যায় শুয়েছিল। শোনতা আছো। বলি ঘুমাইলা নাকি? ভীত কণ্ঠে চুপি চুপি ডাকে মৃদুলা নন্দদুলালকে।

নন্দদুলাল সাড়া দেয়, না। ভাবছি—

আর ভাবনের দরকার নাই। ঐ শোন—কিসে যেন ডাকে!

কুকুরটা আবার ঐ সময় কেঁদে ওঠে।

ও কিছু না—ক্রিকেট্।

কি! কি কইলা? কিরকেট্—

হ্যাঁ, ক্রিকেট্—ঝিঁঝিঁ আর frog—ব্যাঙ ডাকছে।

না না—কিসে যেন কাঁইদা উঠলো।

সত্যি কুকুরটা আবার কেঁদে ওঠে যেন। মদুলা বলে, ঐ শোন!

শুনেছি। Dog—সারমেয়—

নন্দদুলালের কথাটা শেষ হল না হঠাৎ খোলা জানালাটার দিকে নজর পড়তেই মৃদুলার দুটো চোখের তারা যেন স্থির হয়ে যায়। বাইরে ক্ষীণ চাঁদের আলো ছিল, সেই আলোই জানালা-পথে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যেন একটা অদ্ভুত আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছিল। সেই আলো-ছায়াতেই দেখতে পায় মদুলা, সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে আবৃত দীর্ঘকায় একটা মূর্তি খোলা-জানালা পথে নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকল।

নন্দদুলাল জানালার দিকে পিছন ফিরে শুয়েছিল তাই সে মূর্তিটা দেখতে পায়নি। কিন্তু জানালার দিকে মুখ করে শুয়েছিল

মৃদুলা। প্রথমটায় যেন কেমন বোবা হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই মৃদুলা শয্যা থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে নন্দদুলাল জড়িয়ে ধরে ভীত-জড়িত কণ্ঠে বলে, ও-রে-বাবা—ওকে ! ওঁ ...

নন্দদুলালও ততক্ষণে ধড়মড় করে উঠে বসায় তারও ... পড়েছিল সম্মুখের সেই মূর্তির ওপর। সেও তখন মৃদুলাকে জ... ধরে কাঁপতে শুরু করছে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে।

বাবা, নন্দদুলাল—মূর্তি ভাঙা ভাঙা গলায় কথা বলে ওঠে।

নন্দদুলাল তোতলাতে শুরু করেছে তখন, তু—তুমি কে বাবা

কাঁই কি ! মুকে চিনিতে পারিলে নাই। মু তাংকর পিতা অ...

পিতা ?

হাঁ—তাংকর পিতা বৎস !

নন্দদুলালের তখন ভয়ে প্রাণ বেরুবার যোগাড়।

সে কাঁপতে কাঁপতে কেবল বলতে থাকে, না, না, না—

এ কঁড় কহুচি। বৎস আমি তোমার সেই বর্মিনী জননীর সা... স্বামী তাংকর পিতা। এত দিন পরে তাংকর দেখিবাকু মতে ... আনন্দ হউচি যে কঁড় কহিব। মতে নৃত্য করিবাকু ইচ্ছা হউছি ... ইয়ারে আস বৎস, আমার বক্ষে আস।

কালো বস্ত্রাবৃত মূর্তি ধীরে ধীরে ওদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ... মৃদুলা আগেই জ্ঞান হারিয়েছিল। নন্দদুলালও গোঁ গোঁ শব্দ ক... খাটের উপর পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিও জানালা-পথে অদৃশ্য হ...

রাত সাড়ে দশটার মেল ট্রেনটা শব্দের ঝড় তুলে ঐ সময় পা... করে গেল।

প্রায় মিনিট দশেক বাদে ধীরে ধীরে প্রথমে নন্দর জ্ঞান ফি... আসে। এবং ক্রমশঃ ব্যাপারটা তার উপলব্ধিতে আসে। স... অন্ধকার ঘরের মধ্যে এদিক-ওদিক তাকায়। জ্ঞান হারিয়েছি... নন্দদুলাল নিশ্চিত। কিন্তু কেন? হঠাৎ জ্ঞান হারাল কে... সত্যিই কি কিছু সে দেখেছিল ? না সবটাই তার একটা মনের ভু... ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেনি তো ?

স্বপ্ন? স্বপ্ন দেখেছিল কি সে? ঐ সময়ই পাশে শয্যার উপরে মৃদুলার দিকে তার নজর পড়ে। না, স্বপ্ন সে তা হলে দেখেনি, চোখেরও ভুল নয়।

মৃদুলা, মৃদুলা!

মৃদুলার মুখের উপরে ঝুঁকে ডাকতে থাকে। কিন্তু মৃদুলার কোন সাড়া পায় না। উঠে আলোটা জ্বালাল। ঘরের কোণে কুঁজোয় জল ছিল, গ্লাসে করে জল এনে মৃদুলার চোখে মুখে জল ছিটোতে ছিটোতে ডাকে, মৃদুলা, মৃদুলা!

ধীরে ধীরে মৃদুলা চোখ মেলল।

মৃদুলা!

মৃদুলা উঠে বসে, ফ্যাল ফ্যাল করে নন্দদুলালের মুখের দিকে তাকায়। বেশ কিছুক্ষণ লাগে মৃদুলার সুস্থ হতে।

॥ চৌদ্দ ॥

কুঠি বাড়িতে আবার আর একটি রাত পোহাল।

কিন্তু মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীর রহস্যপূর্ণ হত্যার উপরে কোন আলোকসম্পাত হল না।

ইন্সপেক্টর মিঃ সেনের ইচ্ছাক্রমে যেমন সবাই কুঠি বাড়ির মধ্যে নজরবন্দী ছিল তেমনি সবাই রইল নজরবন্দী।

হত্যা-রহস্যের কোন মীমাংসা তো হয়ইনি বরং পুত্র ও পুত্রবধূ পরিচয়ে নন্দদুলাল চৌধুরী ও তার স্ত্রী মৃদুলা চৌধুরীর আবির্ভাবে রহস্য যেন আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

সবাই জানত নিহত মেজর রাজেশ্বর চৌধুরী অকৃতদার।

অথচ নন্দদুলাল চৌধুরী বলছে যুদ্ধের চাকরির সময় রাজেশ্বর যখন বর্মায় ছিলেন তখন নাকি এক বর্মিনীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

কথাটা আর যেই বিশ্বাস করুক—সমীর, সঞ্জীব, বিকাশ,

৬—

অলকেশ ও স্বপ্না বিশ্বাস তো করেইনি, রাজেশ্বরের ভাই সবেশ্বর ও ভগ্নীপতি কৃতান্তও বিশ্বাস করেনি। তারা সকলে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, কথাটা শুধু মিথ্যাই নয়, অবিশ্বাস্য। গতরাত্রে সেই আমাদের আলোচনাতেই এক সময় সঞ্জীব বলেছিল, দাঁড়াও না, শ্রীমান নন্দদুলাল কাকামণির ছেলে কি পিলে সেটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

অলকেশ ও বিকাশ শুধায়, কেমন করে বোঝাবে সঞ্জীবদা ?

সঞ্জীব হাসতে হাসতে বলেছিল, দেখবিখন।

মানে সঞ্জীব ব্যাপারটা ভাঙেনি।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে চা পান করতে করতে সঞ্জীব বললে, বুঝিয়ে দিয়েছি কাল রাত্রে বাছাধনকে !

সবাই জিজ্ঞাসা করে, কি, কি হয়েছে সঞ্জীবদা !

সঞ্জীব তখন হাসতে হাসতে বলে, কাল রাত্রে শ্রীমানের ঘরে আবির্ভূত হয়েছিলাম।

অলকেশ শুধায়, আবির্ভূত হয়েছিলে ?

হ্যাঁ, কাল রাত্রে নন্দদুলালের বাপ সেজে তার ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

অলকেশ বলে, বল কি সঞ্জীবদা, তার পর ?

তার পর আর কি ! সামনে বাছাধন পিতৃদেবকে দেখে ভয়ে দাঁতকপাটি লাগার যোগাড় !

অলকেশ বলে, ধরতে পারেনি তো নন্দদুলাল যে তুমিই সঞ্জীবদা !

ক্ষেপেছিস, ঘর ছিল অন্ধকার, চিনবে কেমন করে ?

সমীর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, কাজটা করা যাই বল তুমি উচিত হয়নি সঞ্জীবদা।

তুই থাম তো সমীর। বেটা জোচ্চোর—

সমীর তাড়াতাড়ি সঞ্জীবকে সাবধান করে দেয়, হিস্,—আস্তে—ওরা আসছে !

সত্যিই দেখা গেল হলঘরের দরজা-পথে নন্দদুলাল ও তার স্ত্রী মৃদুলা হলঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

অলকেশ ও স্বপ্না বিশ্বাস তো করেইনি, রাজেশ্বরের ভাই সর্বেশ্বর এবং ভগ্নীপতি কৃতান্তও বিশ্বাস করেনি। তারা সকলে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, কথাটা শুধু মিথ্যাই নয়, অবিশ্বাস্য। গতরাত্রে সেই প্রসঙ্গে আলোচনাতেই এক সময় সঞ্জীব বলেছিল, দাঁড়াও না, শ্রীমান নন্দদুলাল কাকামণির ছেলে কি পিলে সেটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

অলকেশ ও বিকাশ শুধায়, কেমন করে বোঝাবে সঞ্জীবদা?

সঞ্জীব হাসতে হাসতে বলেছিল, দেখবিখন।

মানে সঞ্জীব ব্যাপারটা ভাঙেনি।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে চা পান করতে করতে সঞ্জীব বললে, বুঝিয়ে দিয়েছি কাল রাত্রে বাছাধনকে!

সবাই জিজ্ঞাসা করে, কি, কি হয়েছে সঞ্জীবদা!

সঞ্জীব তখন হাসতে হাসতে বলে, কাল রাত্রে শ্রীমানের ঘরে আবির্ভূত হয়েছিলাম।

অলকেশ শুধায়, আবির্ভূত হয়েছিলে?

হ্যাঁ, কাল রাত্রে নন্দদুলালের বাপ সেজে তার ঘরে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

অলকেশ বলে, বল কি সঞ্জীবদা, তার পর?

তার পর আর কি! সামনে বাছাধন পিতৃদেবকে দেখে ভয়ে দাঁতকপাটি লাগার যোগাড়!

অলকেশ বলে, ধরতে পারেনি তো নন্দদুলাল যে তুমিই সঞ্জীবদা!

ক্ষেপেছিস, ঘর ছিল অন্ধকার, চিনবে কেমন করে?

সমীর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, কাজটা করা যাই বল তুমি উচিত হয়নি সঞ্জীবদা।

তুই থাম তো সমীর। বেটা জোচ্চোর—

সমীর তাড়াতাড়ি সঞ্জীবকে সাবধান করে দেয়, হিস্‌,—আস্তে—ওরা আসছে!

সত্যিই দেখা গেল হলঘরের দরজা-পথে নন্দদুলাল ও তার স্ত্রী মৃদুলা হলঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

সবাই গম্ভীর হয়ে যায় মুহূর্তে। যে যার চায়ের কাপে মন দেয়।

নন্দদুলাল আর মৃদুলা হল ঘরে এসে প্রবেশ করল। নন্দদুলাল যেমন আড় চোখে একবার ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলের দিকেই তাকিয়ে বসতে যাবে একটা চেয়ার টেনে, সহসা সঞ্জীব যেন সোৎসাহে নন্দদুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, এই যে মিঃ কাউডি, সুপ্রভাত। তার পর শুনলাম কাল রাত্রে নাকি ভয় পেয়েছিলেন!

মুখটা ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় নন্দদুলাল সঞ্জীবের মুখের দিকে। বলে, ভয়!

হ্যাঁ।

কে বললে?

শুনছিলাম তাই—

শুনছিলেন! কার কাছে শুনছিলেন? বলতে বলতে মৃদুলার দিকে নজর পড়তেই দেখে নন্দদুলাল—মৃদুলা তখনও এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। স্ত্রীকে বলে, দাঁড়িয়ে কেন মৃদুলা, বসো।

কনে বসুম?

আঃ মৃদুলা, decent ভাষায় কথা বল। কিছুতেই কি তুমি decent ভাষায় কথা বলতে পার না? আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো!

মৃদুলা এদিক ওদিক তাকায়, একটা চেয়ারও খালি নেই—একমাত্র একটি ছোট টুল ঘরের কোণে ছাড়া। তাই বলি, বসে কমনে?

তাড়াতাড়ি বিকাশ উঠে বলে, এই যে আসুন না—এই চেয়ারটায় বসুন! চেয়ারটা ছেড়ে বিকাশ সরে দাঁড়ায়।

মৃদুলা বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, আর আপনে?

বিকাশ ঘরের কোণে টুলটা দেখিয়ে বলে, ঐ যে ঐ টুলটায় বসছি। বসুন আপনি। টুলটা আমি নিয়ে আসি।

বিকাশ টুলটা আনবার জন্য চলে গেল।

সঞ্জীবের পাশেই বসেছিল মৃদুলা। মৃদু কণ্ঠে সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করে, কি যেন আপনার নামটা? মিসেস্—

নন্দদুলাল দুখানা চেয়ারের পরের চেয়ারটাতেই বসেছিল। মৃদুলা যে সঞ্জীবের পাশের চেয়ারটায় বসে আদৌ তার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মুখে কিছু বলতেও পারছিল না। কেবল কটমট করে চেয়ে ছিল মৃদুলার মুখের দিকে।

মৃদুলার কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সঞ্জীবের প্রশ্নে সে মৃদু হেসে আর একটু যেমন তার পাশ ঘেঁষে বসতে যাবে, হঠাৎ নন্দদুলাল সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল, সঞ্জীববাবু!

অ্যাঁ, আমায় কিছু বলছেন?

Yes! আমি ওর husband present এখানে, যা জিজ্ঞাসা করবার আমাকে করুন—আপনার question-এর উত্তর হচ্ছে উনি মিসেস্ কাউড়ি। বলেই মৃদুলার দিকে তাকিয়ে নন্দ কথাটা শেষ করে, মৃদুলা, তোমার অবগুণ্ঠনটা তুলে দাও, স্খলিত হয়ে পড়ছে স্কন্ধে।

কি কইলা?

ওঃ ঈশ্বর! Decent ভাষায় কথা বল মৃদুলা, decent ভাষায় কথা বল!

রতন ঐ সময় ঘরে ঢুকে চা টোস্ট মাখন প্রভৃতি মৃদুলা ও নন্দদুলালের সামনে প্লেটে করে রাখে। নন্দদুলাল টোস্টে মাখন মাখাতে শুরু করে। মৃদুলা শুধু চায়ের কাপটাই এগিয়ে নেয়।

হঠাৎ ঐ সময় সমীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে, তা হলে মিঃ কাউড়ি, আপনি হচ্ছেন মেজর চৌধুরীর ছেলে?

নন্দদুলাল চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে, হ্যাঁ—তাঁর সব কিছুর একমাত্র legal heir! আঃ মৃদুলা, সুস্থির হয়ে বসো—অত ছটফট করছ কেন?

সত্যিই মৃদুলা তখন চায়ের কাপটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে চেয়ার থেকে উঠে চেয়ারে কি যেন দেখল, তার পর আবার বসল। কিন্তু দ্বিতীয় বারও বসেই আবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ছট্‌ফট্‌ করতা আছি কি সাধে! ছারপোকায় কামড়াইয়া আমারে শেষ করল—উঃ!

ছারপোকা! মানে Bug!

বাঘ হইব ক্যান, ছারপোকা! টিপ্পনী কাটে সঞ্জীব, বোধহয় খটমল।

নন্দদুলাল সঞ্জীবের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে কি যেন বলতে উদ্যত হয়, কিন্তু বলা আর হয় না। কারণ, রতন এসে ঘরে ঢুকে নন্দর দিকে তাকিয়ে বলে, নন্দবাবু, আপনাকে ইন্সপেক্টর সাহেব এখুনি একবার ডাকছেন তাঁর ঘরে।

আমাকে!

হ্যাঁ।

নন্দ উঠে দাঁড়ায়। হুঁ, চল মৃদুলা!

রতন সঙ্গে সঙ্গে বলে, উহুঁ—আপনাকে একা যেতে বলেছেন! উনি সঙ্গে যাবেন না।

ওঃ, আচ্ছা বেশ! মৃদুলা, বেশী কথা বলো না—আমি পাশে না থাকলেই তোমার বিশ্রী talking habitটা আবার সুড় সুড় করে উঠে।

নন্দদুলালের কথায় সমীর হেসে ওঠে খুক্‌ খুক্‌ করে। যাবার জন্য নন্দদুলাল পা বাড়িয়েছিল কিন্তু সমীরের হাসির শব্দটা কানে যেতেই সে ঘুরে দাঁড়ায় এবং রুক্ষ দৃষ্টিতে সমীরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, হাসলেন কেন আপনি? Why laugh! আমাদের husband-wifeএর কথা হচ্ছে, তার মধ্যে আপনি কেন হাসবেন?

Sorry মিঃ কাউডি—

রতন তাগাদা দেয়, চলেন বাবু!

হ্যাঁ চল, শোন মৃদুলা, ডিমটা খেও না, ডিম তোমার আবার

ইয়ে—মানে সহ্য হয় না। চল হে।

রতনের সঙ্গে নন্দদুলাল হলঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়।

ধীরে ধীরে ঐ সময় পরিধানে পায়জামা ও কিমনো, মুখে পাইপ সর্বেশ্বর চৌধুরী এসে ঘরে ঢুকল। সকলের মুখের দিকে একবার তাকাল, এই যে তোমরা সবাই এখানে দেখছি, তা আমার নব-আবিষ্কৃত ভাইপোটি কোথায়—তাকে দেখছি না—

সমীর তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সেন সাহেব তাঁকে ডেকেছেন তাই রতন তাঁকে ডেকে নিয়ে গেল এইমাত্র।

সর্বেশ্বর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলে, হঠাৎ তারে আবার ইন্সপেক্টরের কেন প্রয়োজন হল? এখনো কি সেন সাহেব ভাবছেন নাকি যে সত্যিই নন্দদুলাল কাউড্রি দাদারই ছেলে?

সর্বেশ্বরের কথায় সবাই যেন কেমন বিব্রত বোধ করে মৃদুলার সামনে। পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। সর্বেশ্বর আবারো যেন কি বলতে যাচ্ছিল, বিকাশ তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বলে, কাকামণি, এখানে মিসেস্ কাউড্রি আছেন।

সত্যিই সর্বেশ্বরের ঘরের মধ্যে উপবিষ্টা মৃদুলার প্রতি নজর পড়েনি। বিকাশের কথায় সর্বেশ্বর মৃদুলার দিকে তাকায়।

মৃদুলা তাকিয়ে থাকে। সর্বেশ্বরের মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে এবং সে বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হল না, তার আগেই মৃদুলা এগিয়ে এসে সর্বেশ্বরের পায়ের ধূলো নেবার জন্য নীচু হতেই সর্বেশ্বর তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, একি, একি!

মৃদুলা সর্বেশ্বরের পায়ের ধূলো নিয়ে হাসি হাসি মুখে বলে, আপনারে কাল পেন্নাম করা হয় নাই তাই পেন্নামটা সাইরা রাখলাম। দেহেন কাকুমণি, আপনারে একটা কথা জিগাইবার বাসনা জাগছে—

মৃদুলার কথা শেষ হল না, সর্বেশ্বর যেন একেবারে ক্ষেপে

ওঃ, কে বলেছে আমি তোমার কাকুমণি? আমি তোমার কেউ নই।

কেউ নন! তবে উনি কইলেন আপনি আমার খুড়াশ্বশুর!

তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো কণ্ঠে সর্বেশ্বর বলে, কোন জন্মে ছিলাম না—আজও নই।

কি কইলেন?

যা বললাম তা তুমিও যেমন জান তেমনি তোমার স্বামীটিও ভাল করেই জানেন, অবশ্য যদি সত্যি সত্যিই তিনি তোমার স্বামী হন।

মৃদুলা আর নিজেকে রোধ করতে পারে না। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, তার মানে—কি কইবার চান আপনি! উনি আমার সোয়ামী নন?

সে তোমরাই ভাল জান।

অঃ, আমি জানি, আর আপনে বুঝি জানেন না। দেহেন আমি কচি খুকীটি নই। কিসে কি হয়, ইয়ে আমিও যে না বুঝি তা নয়। আর মুখের গ্রাস কারো কাইড়া লইলে পরাণডার মধ্যি যে কি করে তাও আমি বুঝি।

সর্বেশ্বর ভেংচে ওঠে, তাও বোঝ!

আইজ্ঞা—হ!

কথাটা বলে মৃদুলা আর দাঁড়াল না। রোষকষায়িত চক্ষে সর্বেশ্বরের দিকে একবার তাকিয়ে হন হন করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সবাই স্তব্ধ নির্বাক। রতন ঐ সময় এসে সর্বেশ্বরের প্রাতরাশ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই চীৎকার করে ওঠে সর্বেশ্বর, এতক্ষণ কি করছিলি হতভাগা—কখন থেকে এসে বসে আছি ব্রেকফাস্ট দেবার সময় হয় না, না?

রতন কাঁচুমাচু হয়ে বলে, এক-এক জন আপনারা এক এক সময় আসবেন—সবাই গরম গরম চান তো আমি কি করব?

ওঠে, কে বলেছে আমি তোমার কাকুমণি ? আমি তোমার কেউ নই।

কেউ নন ! তবে উনি কইলেন আপনি আমার খুড়াশ্বশুর !

তীক্ষ্ণ ঝাঁঝালো কণ্ঠে সর্বেশ্বর বলে, কোন জন্মে ছিলাম না— আজও নই।

কি কইলেন ?

যা বললাম তা তুমিও যেমন জান তেমনি তোমার স্বামীটিও ভাল করেই জানেন, অবশ্য যদি সত্যি সত্যিই তিনি তোমার স্বামী হন।

মৃদুলা আর নিজেকে রোধ করতে পারে না। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, তার মানে—কি কইবার চান আপনি ! উনি আমার সোয়ামী নন ?

সে তোমরাই ভাল জান।

অঃ, আমি জানি, আর আপনে বুঝি জানেন না। দেহেন আমি কচি খুকীটি নই। কিসে কি হয়, ইয়ে আমিও যে না বুঝি তা নয়। আর মুখের গ্রাস কারো কাইড়া লইলে পরাণডার মধ্যি যে কি করে তাও আমি বুঝি।

সর্বেশ্বর ভেংচে ওঠে, তাও বোঝ !

আইজ্ঞা—হ !

কথাটা বলে মৃদুলা আর দাঁড়াল না। রোষকষায়িত চক্ষে সর্বেশ্বরের দিকে একবার তাকিয়ে হন হন করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সবাই স্তব্ধ নির্বাক। রতন ঐ সময় এসে সর্বেশ্বরের প্রাতরাশ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই চীৎকার করে ওঠে সর্বেশ্বর, এতক্ষণ কি করছিলি হতভাগা—কখন থেকে এসে বসে আছি ব্রেকফাস্ট দেবার সময় হয় না, না ?

রতন কাঁচুমাচু হয়ে বলে, এক-এক জন আপনারা এক এক সময় আসবেন—সবাই গরম গরম চান তো আমি কি করব ?

Shut up! আবার মুখের উপরে কথা। গর্জন করে ওঠে সর্বেশ্বর। রতন নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

না না—এর একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার—এভাবে আমরা কেন বন্দী হয়ে থাকব! সর্বেশ্বর বলে ওঠে।

অলকেশ বলে, ঠিক কথা, আমরাও সেই কথাই বলাবলি করছিলাম কাকামণি।

॥ পনেরো ॥

শিশির জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কটুগন্ধী চার্মিনারে অগ্নিসংযোগ করে নিঃশব্দে ধূমপান করছিল। আর মিঃ সেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলেন। অন্য দিকে সলিসিটার সান্যাল একটা চেয়ারে বসেছিলেন। নন্দদুলাল এসে ঘরে ঢুকল।

কে? শিশির ফিরে তাকাল।

আমাকে ডেকেছেন!

হ্যাঁ, দেখি আপনি মেজর চৌধুরীর কাছ থেকে যে চিঠিটা পেয়েছিলেন সে চিঠিটা মিঃ চৌধুরী—বলেন ইন্সপেক্টর।

চৌধুরী নয় মিঃ কাউড্রি।

শিশির ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, ও আর কি দেখবেন ইন্সপেক্টর। সেই একই ধরনের আকাশ নীল রংয়ের দামী লেটার পেপারে বাংলায় টাইপ করা চিঠি। যেমন অন্যান্য সবাই পেয়েছেন উনিও হয়তো পেয়েছেন—সেই রকমই একটা চিঠি, তাই তো মিঃ কাউড্রি!

নন্দ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, না।

না! তবে?

টাইপ করা কোন চিঠি নয়, বাবার হাতে লেখা চিঠি।

হাতে লেখা চিঠি!

হ্যাঁ, মাকে যে রাত্রে বাবা ছেড়ে চলে আসেন পেগু থেকে, সেই রাত্রে মাকে যে চিঠিটা লিখে রেখে এসেছিলেন সেই চিঠিটা।

সেই চিঠিটা হঠাৎ এতদিন পরে পেয়েই তো মা-বাবার ব্যাপারটা সব জানলাম আর সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম।

I see ! তবে যে আপনি গতকাল বলেছিলেন মিঃ সেন বলেন, মেজর চৌধুরী আপনাকে আসবার জন্য যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠিটা পেয়েই আপনি সস্ত্রীক এসেছেন মিঃ কাউড্রি ? শিশির বলে।

ঠিকই তো বলেছি—সেটা তো বাবারই চিঠি আর সেই চিঠিটা পেয়েই তো এসেছি আমরা।

হুঁ। আচ্ছা মিঃ কাউড্রি, ইন্সপেক্টর বলেন, ঐ চিঠিটা ছাড়া আপনার মাকে বিবাহ করেছিলেন তার কোনরকম কিছু প্রমাণ আপনার হাতে আছে ?

শিশির তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, এই দেখুন সেন সাহেব, আপনি গোড়াতেই ভুল করছেন। আগাগোড়াই যে গোপন ব্যাপার—তেমন প্রমাণাদি কিছু থাকলে তো আর ব্যাপারটা গোপন রইল না। কি বলেন মিঃ কাউড্রি !

আচ্ছা মিঃ সান্ন্যাল, সলিসিটার সান্ন্যালের দিকে চেয়ে এবারে শিশির বলে, আপনি তো মেজর চৌধুরীর সলিসিটার ছিলেন, মিঃ কাউড্রির মায়ের গোপন ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কিছু জানা আছে ?

সান্ন্যাল গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেন একবার নন্দদুলালের দিকে তাকিয়ে, না।

নন্দদুলাল যেন খিঁচিয়ে ওঠে, না মানে ! না মানেটা কি ?

চটছেন কেন মিঃ কাউড্রি ! সেন সাহেব বলেন, না মানে না। 'না'য়ের আবার অন্য কোন মানে আছে নাকি ?

শিশির হাসতে হাসতে বলে, তা আছে বৈকি ইন্সপেক্টর ! না মানে স্থান বিশেষে অনেক সময় 'হ্যাঁ'ও হয় বৈকি ! তা দেখুন না, সেই চিঠিটাই একবার দেখুন না সেন সাহেব।

ঠিক বলেছেন, দেখি মিঃ কাউড্রি আপনার সেই চিঠিটা—সেন সাহেব হাত বাড়ালেন নন্দদুলালের দিকে।

নন্দদুলাল গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আপনাকে কেন—মিঃ সান্যালকে আমি দেবো!

তাই দিন, মিঃ সান্যাল!

সান্যাল ইন্সপেক্টারের ইঙ্গিতে এগিয়ে এলেন নন্দদুলালের সামনে, দেখি কি চিঠি?

চিঠিটা পকেট থেকে বের করে নন্দদুলাল দিল সান্যালের হাতে।

সযত্নে একটা খামের মধ্যে ভাঁজ করা ছিল চিঠিটা। খামের ভিতর থেকে চিঠিটা বের করলেন সান্যাল।

অনেক দিনের পুরানো কাগজ, লালচে হয়ে গিয়েছে। ইংরাজীতে লেখা চিঠি। সংক্ষিপ্ত চিঠি। চিঠিটা দেখতে দেখতে আপন মনেই যেন বলেন সান্যাল, হুঁ। তাই তো, চিঠিতে লেখা আছে দেখছি!

কি? কি লেখা আছে?—সেন সাহেব শুধান ব্যগ্র কণ্ঠে।

লেখা আছে—

পড়ুন না। সেন সাহেব তাগিদ দেন সান্যালকে।

সান্যাল পড়তে লাগলেন চিঠিটা: মা থিন্, চোরের মত পালিয়ে যাচ্ছি, সে জন্য ক্ষমা করো। উপায় ছিল না, নচেৎ মিলিটারী আইনে কোর্ট মার্শাল হবে। তবে কোনদিন যদি প্রয়োজন বোধকর আমার কলকাতার ব্যাঙ্কের ঠিকানায় তোমার ছেলেকে নিয়ে আমার কাছে যেও, অবশ্য যুদ্ধ থেমে যাবার পর। সেদিন আমার স্ত্রী ও সন্তানকে সাদরেই গ্রহণ করব—রাজেশ্বর। ব্যাঙ্কের ঠিকানাও দেওয়া আছে দেখছি তলায়।

শিশির মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করে, তা মশাই থুড়ি মিঃ কাউডি আপনি যে নেই তার প্রমাণ কি? আর এ চিঠি যে মিঃ সান্যালের client রাজেশ্বর চৌধুরীরই লেখা তারই বা প্রমাণ কি!

নন্দ যেন ক্ষেপে যায়, বলে, প্রমাণ কি! দিন, দিন চিঠি আমার, দিন। কিসের কি প্রমাণ সেটা আদালতেই প্রমাণ হবে। বলতে বলতে একপ্রকার যেন ছিনিয়েই নেয় নন্দদুলাল চিঠি

সান্যালের হাত থেকে, এবং রাগত ভাবে ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ অতঃপর স্তব্ধতার পর মিঃ সেন বলেন, তা হলে!

কি তা হলে? শিশির শুধায়।

ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে?

অতীব জটিল।

মানে?

গভীর গাড্ডা। কথাটা বলে শিশির তার চার্মিনারে একটা লম্বা টান দেয়।

॥ ষোল ॥

কৃতান্ত তার ঘরের মধ্যে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছিল। রাত তখন দশটা হবে।

বিনতা এসে ঘরে ঢুকল। মৃদুকণ্ঠে ডাকল, কৃতান্ত!

এই যে এসো, এসো দেবী, এসো। এখানে আসা অবধি তো তুমি মুখ ফিরিয়েই আছ। অথচ বিনতা দেবী, এমন একদিন ছিল কোন এক অতীতে যেদিন এই কৃতান্তকেই তুমি—

অতীতের কথা থাক। তুমি আমাকে ডেকেছিলে কেন বল?

আচ্ছা বিনতা, একটা কথার জবাব দেবে?

কি?

তুমি হঠাৎ সেদিন নিরুদ্দিষ্টা হয়েছিলে কেন?

কারণ, তোমাকে কতকগুলো মিথ্যা আবার নতুন করে বানিয়ে বলবার সুযোগ দেব না বলে।

বিনতা!

হ্যাঁ, কৃতান্ত, মৃণালিনী বা তার আদরের রাধারাণীর স্বামী—পাছে হত্যার দায়ে পড়ে—

কি! কি বললে?

চমকে উঠছ যেন মনে হচ্ছে কৃতান্ত?

কি ! কি তুমি জান বিনতা ?

অনেক কথাই জানি। যেমন—

যেমন ?

বিনতা শান্ত ধীর কণ্ঠে বলে, বলব ? শুনতে চাও ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—বল, বল তুমি।

যেমন—সবাই যা জানে তা তো নয় ?

কি ? কি সবাই জানে, আর কি নয় ?

যেমন আগুনে পুড়ে তোমার স্ত্রী রাধারাণীর সেই দুর্ঘটনার রাত্রে মৃত্যু হয়নি—

বিনতার কথা শেষ হয় না, হঠাৎ যেন কৃতান্ত বাঘের মতই বিনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু-হাতে তার গলা টিপে ধরে বলে ওঠে, মিথ্যা—মিথ্যা !

বিনতা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আঃ, ছাড়, ছাড়।

উত্তেজনার মুখে ঘটনার আকস্মিকতায় কৃতান্ত যেন সত্যিই অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে পড়ে। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম বিনতা দেবী, I am sorry !···যাক গে সে কথা। এবারে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন করি তোমাকে।

বল।

তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ?

না। ভয় দেখাব কেন !

তবে ?

অতীতটা সত্যি সত্যি আজও তোমার মনে আছে কিনা সেইটাই জানতে চেয়েছিলাম !

কৃতান্তর মন থেকে সন্দেহ যেন যায় না। সে বলে, শুধু কি তাই, আর কিছুই নয় বিনতা ?

হ্যাঁ, তবে—

তবে ?

আরো একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

কি?

এখন নয়, কাল রাত্রে আমার ঘরে আসবে তখন বলব। কথাটা বলে বিনতা আর দাঁড়ায় না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ক্রমশঃ বিনতার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়।

কৃতান্ত কিছুক্ষণ অন্ধকারে ভূতের মতই যেন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

কি বলে গেল বিনতা মৃণালিনী সম্পর্কে? কি এবং কতটুকু জানে সে তার সম্পর্কে? তাছাড়া মৃণালিনীর ডাক-নাম যে রাধারাণী ছিল তাই বা জানতে পারল কি করে বিনতা? তবে—তবে কি! কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবে কৃতান্ত। না, তাই বা কি করে সম্ভব!

বেহালাটা আবার সামনের টেবিলের উপর থেকে অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গেল কৃতান্ত কিন্তু তোলা হল না, একটু আগে যে দরজাপথে বিনতা বের হয়ে গিয়েছিল সেই দরজাপথেই দেখা গেল এক ছায়ামূর্তি।

কে?

চমকে উঠলে যেন মনে হচ্ছে কৃতান্ত?

সর্বেশ্বর?

হ্যাঁ, বলতে বলতে সর্বেশ্বর ঘরের দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলে ভেজিয়ে দেয়।

দরজা বন্ধ করছ কেন সর্বেশ্বর! কি, কি চাও তুমি?

কি চাই আমি?

হ্যাঁ, কি! কি চাও তুমি?

কৃতান্ত, বিনতা একটু আগে তোমার ঘরে এসেছিল না!

চমকে ওঠে কৃতান্ত, বলে, কে—কে বললে?

তা চমকাবারই বা ওতে কি আছে! পুরানো বান্ধবীকে কি কেউ ভুলতে পারে, না তা সম্ভব? বিশেষ করে যৌবনের বান্ধবী—

আরো একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

কি?

এখন নয়, কাল রাত্রে আমার ঘরে আসবে তখন বলব। কথাটা বলে বিনতা আর দাঁড়ায় না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ক্রমশঃ বিনতার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়।

কৃতান্ত কিছুক্ষণ অন্ধকারে ভূতের মতই যেন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

কি বলে গেল বিনতা মৃণালিনী সম্পর্কে? কি এবং কতটুকু জানে সে তার সম্পর্কে? তাছাড়া মৃণালিনীর ডাক-নাম যে রাধারাণী ছিল তাই বা জানতে পারল কি করে বিনতা? তবে—তবে কি! কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভাবে কৃতান্ত। না, তাই বা কি করে সম্ভব!

বেহালাটা আবার সামনের টেবিলের উপর থেকে অন্ধকারেই হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গেল কৃতান্ত কিন্তু তোলা হল না, একটু আগে যে দরজাপথে বিনতা বের হয়ে গিয়েছিল সেই দরজাপথেই দেখা গেল এক ছায়ামূর্তি।

কে?

চমকে উঠলে যেন মনে হচ্ছে কৃতান্ত?

সর্বেশ্বর?

হ্যাঁ, বলতে বলতে সর্বেশ্বর ঘরের দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলে ভেজিয়ে দেয়।

দরজা বন্ধ করছ কেন সর্বেশ্বর! কি, কি চাও তুমি?

কি চাই আমি?

হ্যাঁ, কি! কি চাও তুমি?

কৃতান্ত, বিনতা একটু আগে তোমার ঘরে এসেছিল না!

চমকে ওঠে কৃতান্ত, বলে, কে—কে বললে?

তা চমকাবারই বা ওতে কি আছে! পুরানো বান্ধবীকে কি কেউ ভুলতে পারে, না তা সম্ভব? বিশেষ করে যৌবনের বান্ধবী—

কঠিন কণ্ঠে কৃতান্ত ডাকে, সর্বেশ্বর!

সর্বেশ্বর হাসতে হাসতে বলে, বয়স হলেও আজো যার দে- থেকে মনে হয় যৌবন বুঝি পার হয়ে যায়নি। Really কতক- যে নারী চল্লিশের পরও দেহে যৌবন ধরে রাখতে পারে, সে নিশ্চয় পুরুষের লোভনীয়।

সর্বেশ্বর!

বল!

তুমি কি তা হলে অতীতকে ঘাঁটিয়ে তুলতে চাও?

না হে না—ভয় নেই। সে বাসনাও যেমন আমার নেই তেমনি এ মুখ আমার খুলবে না কৃতান্ত, যদি তুমি—

সর্বেশ্বর চুপ করে যায়।

থামলে কেন, বল, কি বলতে চাও?

বলছিলাম, দাদা যে এখানে এসে ঘাঁটি বেঁধেছিল তুমি ত হলে কথাটা জানতে!

না।

কেন অস্বীকার করছ বন্ধু, শুধু সেই কথাই যে জানতে তাই না, এও জানতে বিনতা এখানেই আছে। কিন্তু কেমন করে জেনেছিলে কথাটা প্রথমে? মেজর সাহেব নিশ্চয়ই চিঠি দিয়ে কথাটা তোমাকে জানায়নি, আর বিনতাও জানায়নি—তবে জানলে কি করে? আর—

বল, থামলে কেন সর্বেশ্বর, বলে ফেলো আরো কি বক্তব্য আছে তোমার?

দেখ কৃতান্ত, একটু আগেই তো বললাম—অতীত যা মাটির নীচে আজ চাপা পড়ে গিয়েছে তাকে আবার বর্তমানে খুঁড়ে তুলে তোমারও যেমন লাভ নেই আমারও তেমনি বাসনা নেই, কিন্তু—

কিন্তু!

এখনো বুঝতে পারছ না! কি আমি বলতে চাই?

কৃতান্ত গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়, একেবারেই যে পারছি না ত নয়, কিন্তু সর্বেশ্বর!

বল !

একটা কথা বলছিলাম।

কি ?

প্রথম যৌবনে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ। আশা করি কৃতান্ত রায়কেও তুমি ভুলে যাওনি ?

আর তুমিও আশা করি সর্বেশ্বর চৌধুরীকে ভোলনি! আমি মাটির নীচে তলিয়ে যাব আর তুমি শ্রীমান কৃতান্ত ডাঙায় দাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে উচ্চ রোলে হাসবে, যদি ভেবে থাকো বন্ধু তবে বলব—

কৃতান্ত হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠে, বাঃ বাঃ, এই তো সর্বেশ্বর চৌধুরীর মত কথা—কিন্তু কথাটা কৃতান্ত শেষ করে না, বাইরে একটা জুতোর শব্দ তার কানে এসেছিল এবং সেই শব্দটা কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের সুর একেবারে বদলে ফেলে তরল আবৃত্তির কণ্ঠে বলতে শুরু করে :

না জানি কি গুরু অপরাধে
বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি—
দুর্যোধন সহায় হইলে—

মিঃ সেন ও শিশির এসে ঘরে ঢুকল এবং ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই শিশির বলে, ভীমের উক্তি না মশাই ওটা ? ওঃ, এই যে সর্বেশ্বরবাবুও রয়েছেন, তা আপনাদেরই আমরা খুঁজছিলাম—কিন্তু ঘর অন্ধকার কেন ? অন্ধকারে কেমন যেন আবার আমার ভয় ভয় করে মিঃ সেন। আলোটা জ্বালান না কৃতান্তবাবু দয়া করে।

কৃতান্ত দেয়াশলাই দিয়ে আলোটা জ্বালায়। ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হল।

That's good, আলো না হলে জমে নাকি ?

কিন্তু আমাদের খুঁজছিলেন কেন বলুন তো ইন্সপেক্টর ? সর্বেশ্বর শুধায়।

একটা জরুরী কথা বলবার জন্য ! ইন্সপেক্টর জবাব দেন।

জরুরী কথা ! কি এমন জরুরী কথা ইন্সপেক্টর যে আজ রাত্রেই না বললে চলছিল না ? সর্বেশ্বর চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

মিঃ সান্যাল, আগামী কাল রাত্রে ডিনারের পর মৃত রাজেন্দ্র চৌধুরীর উইল পড়ে শোনাবেন, আপনাদের সকলকে উপস্থিত থাকতে হবে নীচের হলঘরে ঐ সময়টা।

সর্বেশ্বর বলে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষমা করবেন ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনাদের ঐ উইল-টুইলের ব্যাপারে আমি বিন্দুমাত্রও interested নই, অতএব সেখানে আমি উপস্থিতও থাকব না। যারা intersted তাদেরই পড়ে শোনান গে। কথাটা বলে সর্বেশ্বর আর মুহূর্ত মাত্রও দাঁড়াল না, হন হন করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

মিঃ সেন ডাকেন, ও মশাই—শুনুন শুনুন! কিন্তু সর্বেশ্বর ফিরেও এল না, সাড়াও দিল না।

কৃতান্ত বলে, যেতে দিন যেতে দিন, চিন্তা করছেন কেন ইন্সপেক্টর, দেখবেন ও ঠিকই যাবে। ঠিক সময়ই উপস্থিত থাকবে।

শিশির শুধায়, আর আপনি ?

আমি !

হ্যাঁ আপনি !

বাঃ, তা যেতে হবে বৈকি ! যে সম্পত্তি নিয়ে এত কাণ্ড তার ভাগ বাঁটোয়ারাটা কি ভাবে হল জানব না ?

ইন্সপেক্টর অতঃপর শিশিরের দিকে তাকিয়ে বলে, শিশিরবাবু আমি তা হলে বাকী সকলকে সংবাদটা দিয়ে আসি ?

হ্যাঁ, যান—চলুন আমিও যাচ্ছি।

কিন্তু শিশিরকে পশ্চাৎ থেকে ডাকল কৃতান্ত, ও শিশিরবাবু শুনুন, শুনুন !

আপনি যান ইন্সপেক্টর, আমি আসছি।

শিশির ঘরে ফিরে এল, সেন চলে গেল।

কি বলছিলেন বলুন !

একটা কথার জবাব দেবেন মশাই ! সত্যি করে বলুন তো

আপনি কে ?

কেন, আমি শিশির

ওটাও মনে হচ্ছে

ইন্সপেক্টরেরই লোক না

ক্ষেপেছেন !

ক্ষেপিনি, তবে অ

বাঁচাবার জন্য ওদের দ

ভুল করেছি ?

হ্যাঁ।

Is it a threat

না।

তবে ?

Just a timely

ধন্যবাদ।

কথাটা বলে শিশি

পরদিন সকালে সর্বেশ্ব

শিশিরের সঙ্গে মুখোমু

সর্বেশ্বরবাবু যে !

হ্যাঁ, তা বেড়াব

মনোরম। নিঃসন্দে

উন্মুক্ত নীল আকাশ

দেখুন শিশিরবা

ইচ্ছাও নেই, তবে অ

হচ্ছে।

কি কথা বলুন

আপনি কে ?

কেন, আমি শিশিরাংশু চৌধুরী !

ওটাও মনে হচ্ছে এখন আপনার আসল নাম নয়। বলি ইন্সপেক্টরেরই লোক নাকি ?

ক্ষেপেছেন !

ক্ষেপিনি, তবে অন্য কেউ হয়ে যদি নিজেকে সন্দেহ থেকে বাঁচাবার জন্য ওদের দলে ভিড়ে থাকেন তো বলব ভুল করেছেন।

ভুল করেছি ?

হ্যাঁ।

Is it a threat কৃতান্তবাবু ?

না।

তবে ?

Just a timely warning.

ধন্যবাদ।

কথাটা বলে শিশির আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ সতেরো ॥

পরদিন সকালে সর্বেশ্বর বাগানের মধ্যে একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ শিশিরের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল।

সর্বেশ্বরবাবু যে ! সুপ্রভাত। বেড়াচ্ছিলেন বুঝি ?

হ্যাঁ, তা বেড়াবার মতই জায়গা বটে ! জায়গাটি সত্যিই বড় মনোরম। নিঃসন্দেহে মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীর শিল্পী মন ছিল। উন্মুক্ত নীল আকাশ, চারিদিকে ধূসর পাহাড়।

দেখুন শিশিরবাবু, আপনি আসলে কে তা জানি না, জানবার ইচ্ছাও নেই, তবে আপনাকে একটা কথা বলা আমার প্রয়োজন মনে হচ্ছে।

কি কথা বলুন তো ?

শুনেছেন তো মানুষটা আমি ভবঘুরে। এক সময়ে আমাকে কিছুদিন ব্রেজিলের জঙ্গলে ঘুরতে হয়েছিল।

বলেন কি, ব্রেজিলের জঙ্গলে!

হ্যাঁ।

খুব ঘন জঙ্গল নিশ্চয়ই সেখানে—না স্যার?

হ্যাঁ। সেখানেই আমি একটা বিচিত্র রঙীন ফুল দেখেছিলাম, আকারে একটা বাটির মত হবে।

বলেন কি! ভারী বিচিত্র তো!

তাই! কিন্তু ফুলটির স্বভাবটি ছিল আরো বিচিত্র!

কি রকম, কি রকম?

মানে—By nature that particular flower is a carnivorous one.

শিশিরের যেন বিস্ময়ের অবধি থাকে না কথাটা শুনে। বলে, বলেন কি! carnivorous মানে—

হ্যাঁ, ফুল হলেও মাংসাশী!

ভারী মজার ব্যাপার তো! ফুল মাংসাশী!

সর্বেশ্বর বলতে থাকে, মজার ব্যাপারই বটে। ফুলটির মাঝখানে সর্বক্ষণ একটি মধুভাণ্ড মধুতে টলমল করে এবং সেই মধুর লোভে পোকা-মাকড়, এমন কি ছোট ছোট পাখী যেমন এসে সেই মধুভাণ্ডের উপর বসে, মধুতে তাদের পা যায় আট্‌কে।

তা মধু যখন আটকে যাবেই তো!

কিন্তু আট্‌কে যাবার পরে কি হয় জানেন?

কি?

সেই ফুলের পাপড়িগুলো ধীরে ধীরে চারপাশ থেকে যেন আপনা হতেই তখন সেই প্রাণীটিকে জাপ্‌টে ধরে ঢেকে দেয়।

বলেন কি!

হ্যাঁ, তারপর একসময় আবার সেই পাপড়িগুলো যখন খোলে, সেই প্রাণীটির চিহ্নমাত্র থাকে না তখন আর।

কথাটা শেষ করে শিশিরের মুখের দিকে তাকাল সর্বেশ্বর।

শিশির ধীরে ধীরে তার পকেট থেকে চার্মিনারের প্যাকেটটা বের করে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটটায় একটা লম্বা সুখটান দিয়ে কটুগন্ধী ধোঁয়ার গোটা কয়েক রিঙ ছেড়ে বললে, আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা যে আছে, সে কথাটা স্বীকার করতেই হবে মিঃ চৌধুরী। কিন্তু একটা কথা কি জানেন মিঃ চৌধুরী?

বলুন।

মানুষ সর্বদাই তার নিজের মাপকাঠিতেই আর দশজন মানুষকে বিচার করে, কিন্তু সে বিচারটা যে প্রায়শঃই ঠিক হয় না এটাই সে বুঝতে চায় না। নচেৎ—

নচেৎ? থামলেন কেন শিশিরাংশু বাবু, বলুন।

নচেৎ পৃথিবীর মানুষের অনেক পণ্ডশ্রম বেঁচে যেত।

You think so?

জ্বলন্ত সিগারেটের অগ্রভাগের ছাইটা আঙ্গুলের সাহায্যে ঝাড়তে ঝাড়তে শিশির বলে, তাই। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

শিশির ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল। আর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে গাছের আড়ালে ক্রম-অপসৃয়মাণ শিশিরের দিকে তাকিয়ে সর্বেশ্বর যেন রুদ্ধবিষ সর্পের মত ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকে।

॥ আঠারো ॥

হন হন করে শিশিরাংশু ভিতরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল বাগানের মধ্যে পায়ে চলার পথটা ধরে। হঠাৎ ইন্সপেক্টর সেনের ডাকে চমকে ওঠে।

শিশিরবাবু!

ও: আপনি, কি খবর, বলে দিয়েছেন কথাটা ওঁদের?

হাঁ, এই মাত্র ব্রেকফাস্ট টেবিলে সকলেই ছিল, বলে এলাম। কেবল সর্বেশ্বরবাবুকে বলা হয়নি।

সর্বেশ্বরবাবু বাগানেই আছেন, যান না!

কিন্তু একটা কথা বলছিলাম শিশিরবাবু!

কি!

আপনাকে নিয়ে এদের সকলের মনেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

সে তো হবেই! আপনি কিছু—

না, এখনো বলিনি বটে, তবে আর চাপা দিয়ে রাখা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

না রাখা গেলে প্রকাশ করতেই হবে।

কিন্তু—

সত্যকে বেশী দিন চাপা দিয়ে রাখবেন কি করে, ইন্সপেক্টর! যাক্ গে, ও নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। ভাল কথা, বিনয় দেবীকেও বলেছেন তো কথাটা?

বলেছি।

That's good! সবাই এখনো বোধহয় হলঘরেই আছে।

তাই তো দেখে এলাম।

সত্যি তখনো অলকেশ, সঞ্জীব, সমীর, বিকাশ ও স্বপ্না সবাই নীচের হলঘরে ডাইনিং টেবিলটার চারপাশে বসে ছিল এবং নিম্ন কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলছিল।

অলকেশ একসময় বলে, বলতে পার সঞ্জীবদা, হঠাৎ এ সময়ে এভাবে আমাদের সকলকে হলঘরে জমায়েত হবার জন্য কেন নির্দেশ জারী করে গেলেন, ইন্সপেক্টর? উইল তো পড়া হবে শুনেছিলাম কাল, তবে আজ এখন আবার কি?

সঞ্জীব নয়, সমীর জবাব দেয়, কি একটা জরুরী নাকি আলোচনা আছে, বলছিলেন—

সঞ্জীব শুধায়, কি আলোচনা সেটা জানো নাকি সমীর?

সমীর মৃদুকণ্ঠে বলে, না।

বিকাশ কেমন যেন বিষণ্ণভাবে বলে, কি জানি কেন, আমার

যেন কেমন ভাল লাগছে না আদৌ ব্যাপারটা সঞ্জীবদা, কেমন যেন ভয় ভয় করছে!

কেন, ভয়ের আবার কি আছে? সঞ্জীব বলে। যেন আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে বিকাশকে, কিন্তু আশ্বাসের সুরটা কণ্ঠ থেকে বের হয় না।

বিকাশ বলে, কি জানি বলতে পারি না, তবে ভয় করছে।

অলকেশ বলে ওঠে, Nonsense, ভয়টা আবার কি?

স্বপ্না ঐ সময় বলে, সে তুমি যাই বল অলকেশ, কেন যেন আমারও ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। তাছাড়া, একটা কথা কেউ তোমরা ভেবেছ কিনা জানি না!

কি? অলকেশ শুধায়।

ঐ শিশিরবাবু আসলে লোকটা কে বল তো সঞ্জীবদা?

কে আবার! উইলের একজন ভাগীদার।

উহুঁ।

মানে? সঞ্জীব তাকায় স্বপ্নার মুখের দিকে।

উইলের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই।

সমীর বলে, নিশ্চয়ই আছে।

পাশ থেকে অলকেশ ঐ সময় বলে ওঠে, আমারও তাই মনে হয় স্বপ্না। এখন মনে হচ্ছে, শুধু ঐ শিশিরবাবু বা নন্দবাবুই নয়, হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে আমাদের সঙ্গে অনেকেই উইলের ভাগীদার আছে। শেষ পর্যন্ত হয়তো কারো অংশেই লাখ টাকার দু টাকা করেও ভাগ জুটবে না।

একটা হতাশার সুর যেন অলকেশের কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সকলেই অলকেশের মুখের দিকে তাকায়।

এ কি রকম হল জান সঞ্জীবদা?

কি?

শেষ পর্যন্ত যেন একটা পরিহাসে গিয়ে দাঁড়াল।

পরিহাস? স্বপ্না কথাটা বলে অলকেশের মুখের দিকে সপ্রশ্ন

দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

পরিহাস ছাড়া একে আর কি বলব স্বপ্না! কিন্তু এ ধরনের পরিহাস কেন তিনি আমাদের সঙ্গে করলেন, সেই ভাবছি।

বিকাশ বাধা দিয়ে ঐ সময় বলে ওঠে, অলকেশের দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, যত সব আজে-বাজে কথা। আসল কথাটা বাদ দিয়ে—

আসল কথা কি আবার? প্রশ্ন করে স্বপ্না।

বিকাশ বলে, মিঃ সেন নাকি জানতে পেরেছেন কে আমাদের মধ্যে সে রাত্রে কাকাকে খুন করেছি!

সঞ্জীব ভীত কণ্ঠে বলে ওঠে, কে? কে বললে?

সমীর বলে, ঠিকই বলেছ বিকাশ, কথাটা আমিও শুনেছি—

সমীরের কথা শেষ হল না। নন্দদুলাল আর মৃদুলা ঘরে এসে ঢুকল।

ঢুকতে ঢুকতে নন্দ বলে, আমরা এলাম।

সকলেই একবার ওদের দিকে মুখ তুলে তাকাল বটে, কেউ কোন কথা বলল না। নন্দদুলাল সে জন্য কোন ভ্রূক্ষেপও করল না, সোজা গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। মৃদুলা একবার এদিক-ওদিক তাকাল, তার পর অলকেশের পাশেই যে চেয়ারটা খালি ছিল সেটার সামনে গিয়ে অলকেশের দিকে তাকিয়ে বলে, অলকেশবাবু, আপনার পাশে আমি বসি!

অলকেশ চেয়ারটা একটু সরিয়ে বলে, নিশ্চয়। বসুন না!

নন্দ যে মৃদুলার দিকে আগুন-ঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সেটা একবার দেখেও যেন না দেখবার ভান করে মৃদুলা এবং নিজের চেয়ারটা টেনে নিয়ে অলকেশের পাশে যেন আরো একটু ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে বলে, একমাত্র আপনেই যা আমাগোর সাথে কথা কন অলকেশ ঠাকুরপো। আর কেউ তো আমাগোর দিকে ফিইরাও তাকায় না, যেন এহানে আইয়া কি অপরাধই না আমরা একটা করছি।

নন্দদুলাল আর সহ্য করতে পারে না। চাপা আক্রোশ ভরা কণ্ঠে মৃদুলার দিকে তাকিয়ে বলে, মৃদুলা, decent language-এ কথা বল! আর উঠে এসে এদিকে আমার পাশে বসো, এদিকেও একটা চেয়ার খালি আছে। Husband-এর পাশেই always বসা wife-এর কর্তব্য। চলে এস। ভুলো না শাস্ত্রের কথা—রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি।

মৃদুলা বলে, রাইখ্যা দাও তোমাগোর শাস্তর—যামু না আমি।

নন্দ পূর্ববৎ চাপা গর্জন করে ওঠে, মৃদুলা, চলে এস!

না, আমি অলকেশবাবুর পাশেই বসুম। বলতে বলতে মৃদুলা নড়ে-চড়ে আরো জুত করে বসে চেয়ারটায়।

মৃদুলা!

বললাম তো যামু না।

অলকেশ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে যেন নিজেকে, সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, যান, যান মৃদুলা দেবী। আপনি আপনার স্বামীর পাশেই গিয়ে বসুন।

তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে ওঠে, না, ক্যান যামু হেয়ায়, আপনার পাশে বসলে হইছে কি?

নন্দ ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, মৃদুলা, স্বামীর আজ্ঞা উঠে এসো।

সঞ্জীবও ব্যস্ত হয়ে ওঠে, নন্দবাবু—নন্দবাবু!

নন্দদুলাল এক লহমার জন্য সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে সংশোধন করে দেয় যেন তার ভুলটা, মিঃ কাউড্রি!

সঞ্জীব বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ—ভুল হয়ে গিয়েছে, তা মিঃ কাউড্রি, আপনিই না হয় গিয়ে আপনার wife-এর পাশে বসুন।

নন্দ কঠিন দৃষ্টিতে সঞ্জীবের দিকে তাকিয়ে বলে, Never! She must come! মৃদুলা, উঠে এস এখানে। তোমার কি একটুও ব্রীড়া নেই? Outside পুরুষের গা ঘেঁষে বসে আছ, ঘরের wife না তুমি!

মৃদুলা ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, ক্যান ? তুমিই তো কইছো এতদিন চ্যতনের যুগ এটা, তোমাগোর আজকের সোসাইটিতে আজ যে মাইয়াছেলে যত পরপুরুষের লগে লগে হাসতে পারে, চলতে পারে, গাইতে পারে, তারই তত ইজ্জৎ। তয় এখন আবার উল্টা পাল্টা কও ক্যান ?

সমীর মৃদু কণ্ঠে পাশ থেকে টিপ্পনী কেটে ওঠে, নিজের স্ত্রী কিনা, তাই পরানডা পুইড়া ওঠছে।

সঞ্জীব প্রভৃতির ওষ্ঠে একটা চাপা হাসির বিদ্যুৎ দেখা দেয়।

নন্দদুলাল চীৎকার করে ওঠে, উঃ মৃদুলা, আমার ইচ্ছা হচ্ছে সুইসাইড হই।

না, না—পোড়াকপাইলা তুই মার্ডার হ আর আমি সুসাইড হই। উইঠা আয়—আয় !

সঞ্জীব চাপা কণ্ঠে বলে, এই রে, এতদিনে আসল ভাষা বুঝি বেরুল !

নন্দ তখনো চেঁচাচ্ছে, আয়, উইঠা আয়।

মৃদুলারও বোধহয় ভয় ধরে ছিল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, আচ্ছা ! ফের তুমি আমারে নাচবার কইও—গাইবার কইও—গাউন, জোতা পরবার কইও !

মৃদুলা, অনেক দিন বলেছি, আজও আবার repeat করছি, husband-এরও একটা ধৈর্যের সীমা আছে।

অঃ, আর আমার বুঝি নাই ! বেশ তয় আমি যামু না। কর—কি করবার পার কর ?

নন্দ চীৎকার করে ওঠে, খুন করেঙ্গা, ফাঁসি যায়েঙ্গা, হ্যাঁ। —বলতে বলতে এগিয়ে যায় নন্দদুলাল তার স্ত্রীর দিকে।

সঞ্জীব শশব্যস্তে বাধা দিয়ে ওঠে, আরে আরে মশাই থামুন, থামুন, ও মিঃ কাউড্রি !

নন্দদুলাল সঞ্জীবকে ঠেলে দিয়ে বলে, কভি নেহি—রাগলে আমি বাপের কুপুত্তুর, তা কি ও জানে না !

জানুম না ক্যান, খুব জানি! যত বীরত্ব তোমার পরিবারের উপরে তা আর আমি জানি না?

ঝগড়াটা কত দূর গড়াত কে জানে, সহসা ঐ সময় ইন্সপেক্টর এসে ঘরে ঢুকে বলেন, কি হল, কি হল—কি ব্যাপার মিঃ কাউড্রি?

সমীর বলে, দাম্পত্য কলহে চৈব।

সঞ্জীব বলে, আর একটু হলেই মৃদুলা দেবীকে উনি খুন করে ফেলেছিলেন।

ছিঃ ছিঃ! বলে ওঠেন ইন্সপেক্টর মিঃ সেন, বসুন, বসুন, মিঃ কাউড্রি। বসুন মিসেস্ কাউড্রি। ঝগড়া করার এটা সময় না—সময় অনেক পাবেন, সারা জীবন ধরে পাবেন। আপনারা সবাই এসেছেন দেখছি! যাক, শুনুন। কিন্তু বিনতা দেবী, সর্বেশ্বরবাবু, কৃতান্তবাবু এঁদের দেখছি না—

মিঃ সেনের কথা শেষ হল না।

খোলা দরজা পথে মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে করতে কৃতান্তকে ঘরে ঢুকতে দেখা গেল—

It is the cause, it is the cause my
soul—
Let me not name it to you, you chaste
stare
It is the cause.

তার পরই থেমে হঠাৎ সকলের দিকে তাকিয়ে কৃতান্ত বলে, এই যে—so you are all here!

মিঃ সেন সাদর আহ্বান জানান কৃতান্তকে, আসুন, আসুন কৃতান্তবাবু। বিনতা দেবী, সর্বেশ্বরবাবু তাঁরা কই এলেন না?

শিশির এসে ঘরে ঢুকল এবং ঢুকতে ঢুকতেই বলে, ঐ যে তাঁরা আসছেন আমার পিছনে পিছনে।

সত্যিই বিনতা দেবী ও সর্বেশ্বর শিশিরের পিছনে পিছনেই এসে ঢুকল।

কৃতান্ত বলে, কিন্তু ব্যাপার কি ইন্সপেক্টর সাহেব, কি... এত আয়োজন? আজ কি তবে—

হে কেশব—
দ্বৈপায়নতীরে গদাযুদ্ধে
ভীমহস্তে উরুভঙ্গ
হবে সুযোধন কিংবা –

ইন্সপেক্টর কৃতান্তর কথার কোন জবাব না দিয়ে বিনতা ও সর্বেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বলেন, বসুন বিনতা দেবী, সর্বেশ্বরবাবু বসুন।

বিনতা নিঃশব্দে একপাশে একটা চেয়ারে বসল।

সর্বেশ্বরও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, Thanks! কিন্তু কি জন্য এ সময় ডেকেছেন সবাইকে এবারে তাই বলুন তো।

মিঃ সেন বলেন, বলব বলেই তো ডেকে এনেছি, কিন্তু রতন কই! রতন! তাকে দেখছি না।

রতন দরজার পাশেই সামান্য একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দিকে নির্দেশ করে কৃতান্ত বলে, ঐ যে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে দেখে জ্বলে যায় পিত্ত,
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার বড় পুরাতন ভৃত্য।

মিঃ সেন রতনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওখানে নয় রতন, ভিতরে এস।

রতন গুটি গুটি পায়ে ভিতরে এসে ঢুকল।

যাক। সবাই এখানে আপনারা উপস্থিত। এবারে বলি কেন আপনাদের সকলকে এখানে এভাবে সমবেত হতে বলেছি। কারণ আপনারা যারা আজ এখানে উপস্থিত তাদেরই মধ্যে যে একজন সে রাত্রে মেজর চৌধুরীকে রাত নটা থেকে স নটার মধ্যে হত্যা করেছিলেন সে সম্পর্কে আজ আমরা স্থিরনিশ্চিন্ত।

ইন্সপেক্টরের কথায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সবাই যেন হঠাৎ স্তব্ধ

হয়ে যায় কারো মুখে কোন কথা নেই।

নন্দদুলাল হঠাৎ বলে ওঠে, এ আপনি কি বলছেন, ইন্সপেক্টর সাহেব, আমি তো সে রাত্রে এখানে ছিলামই না।

নন্দদুলালের কথায় ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন না, দিল শিশির।

শিশির বলে, কিন্তু ইন্সপেক্টর জানেন যে আপনি সে রাত্রে এইখানেই ছিলেন মিঃ কাউড্রি।

নন্দদুলাল তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানায় সঙ্গে সঙ্গে, নিশ্চয়ই না, মোটেই না, একেবারেই না।

এবারে ইন্সপেক্টর নন্দদুলালকে প্রশ্ন করেন, আপনি ছিলেন না?

না।

তবে কোথায় ছিলেন সে রাত্রে?

কলকাতায়। তাই না মৃদুলা? বল না my dear! নন্দলাল মিনতি করুণ চক্ষে মৃদুলার দিকে তাকাল।

মৃদুলা বলে ওঠে, ক্যান—এখন মৃদুলা ক্যান? মৃদুলা কিছু জানে না।

মৃদুলা, স্বামীর সঙ্গে treachery হয় না। ওদের বল darling, সে রাত্রে আমরা কোথায় ছিলাম। প্রিয়তমে বল!

মৃদুলা সমান তেজের সঙ্গে জবাব দেয়, কমু না। কমু না—কমু না। যা করবার পার কর। আমি চললাম।

বলে মৃদুলা আর দাঁড়ায় না, সত্যি সত্যি ঘর ছেড়ে চলে যায় এবং নন্দলালও দ্রুত পায়ে অনুসরণ করে স্ত্রীকে, প্রিয়তমে, আরে শোন শোন, মৃদুলা, I fall on your feet.

দুজনেই ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

ইন্সপেক্টর বাধা দেওয়ার জন্যে অগ্রসর হন, মিঃ কাউড্রি—শুনুন, শুনুন।

শিশির ইন্সপেক্টরকে পিছন থেকে ডাকে, যেতে দিন ওদের ইন্সপেক্টর। You better carry on!

ইন্সপেক্টর সেন ফিরে এলেন শিশিরের কথায়।

আপনি যে জন্য এদের এখানে ডেকে এনেছেন, সেই কথা এদের বলুন।

আপনিই বলুন না শিশিরবাবু।

আমি!

হ্যাঁ, আপনিই বলুন।

কিন্তু—

বলুন।

বেশ, তবে শুনুন। একটু আগেই শুনলেন ইন্সপেক্টরের মুখে যে ওঁর ধারণা আজ আপনারা এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের মধ্যেই একজন সে রাত্রে মেজর চৌধুরীকে হত্যা করেছেন। আর Postmortem রিপোর্টে এও জানা গিয়েছে সে রাত্রে মেজর চৌধুরী নিহত হয়েছিলেন রাত পৌনে নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে পিস্তলের গুলীতে।

অলকেশই কথা বলে, পৌনে নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে?

শিশির জবাব দেয়, হ্যাঁ, এবারে বলুন আপনারা প্রত্যেকে, অলকেশবাবু, সমীরবাবু, বিকাশবাবু, কৃতান্তবাবু, রতন, বিনদা দেবী, স্বপ্না দেবী, সর্বেশ্বরবাবু, সেই সময়টা মানে সে রাত্রে পৌনে নটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত ঐ সময়টা আপনারা কে কোথায় ছিলেন!

সর্বেশ্বরই প্রথম কথা বলে, আমি তো সে সময়টা ট্রেনে ছিলাম।

শিশির শান্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, আপনি সে সময় ট্রেনে ছিলেন না মিঃ চৌধুরী।

ছিলাম না?

না। And that is your alibi! বলুন আপনি কোথায় ছিলেন সে সময়?

প্রত্যুত্তরে সর্বেশ্বর ক্ষণকাল তীব্র দৃষ্টিতে শিশিরের মুখের দিকে অতঃপর তাকিয়ে থাকে, তার পর বলে, But before that,

জিজ্ঞাসা করতে পারি কি who are you to ask me that question ? আর কোন্ অধিকারেই বা সে প্রশ্ন আমাকে আপনি করছেন ?

শিশির বলে, ভুলে যাচ্ছেন আপনি মিঃ চৌধুরী, প্রশ্নটা আমার নয় ইনস্‌পেক্টরের।

বেশ তো, তবে উনিই করুন প্রশ্ন, বোবা তো নন উনি। Let him put this question.

শিশির জবাবে যেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে ইনস্‌পেক্টর বলেন, সর্বেশ্বরবাবু, উনি এখানে investigation-এর জন্য সরকার-প্রেরিত হয়ে এসেছেন।

সর্বেশ্বর ব্যঙ্গভাবে বলে, তাই নাকি !

হ্যাঁ। এবং আশা করি, ওঁর নামটা শুনলে আপনাদের কারোই ওঁকে চিনতে কষ্ট হবে না।

সর্বেশ্বর পূর্ববৎ ব্যঙ্গভরা কণ্ঠেই বলে বটে, তাহলে নামটা শোনাই যাক !

শিশিরাংশু চৌধুরী ওঁর নাম নয়।

কথা বললে এবারে কৃতান্ত, তবে ? কি নাম ওঁর ইন্সপেক্টর ?

সকলেই ব্যগ্র উৎসুক হয়ে ইনস্‌পেক্টরের মুখের দিকে তখন তাকিয়ে আছে, ধীর শান্ত কণ্ঠে ইনস্‌পেক্টর বললেন, ওঁর নাম বিরূপাক্ষ সেন।

কৃতান্ত যেন চম্‌কে ওঠে নামটা শুনে। বলে, কি—কি নাম বললেন ?

বিরূপাক্ষ সেন সত্যসন্ধানী।

স্বপ্না যেন আত্মগতভাবেই বলে ওঠে, ডিটেকটিভ্ বিরূপাক্ষ সেন !

অলকেশও বলে, বিরূপাক্ষ ?

হ্যাঁ, বিরূপাক্ষ সেন।

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সবাই যেন বোবা হয়ে গিয়েছে।

শিশিরাংশু চৌধুরী নয়, বিরূপাক্ষ সেন, বার বার সকলেরই দৃ
যেন ঘুরে ফিরে গিয়ে বিরূপাক্ষর মুখের উপরে পড়তে লাগল।

ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে অতঃপর সর্বপ্রথম কথা বললে বিরূপাক্ষই, এ কটা দিন আমার আসল পরিচয়টা গোপন করে রাখবার জন্য আপনাদের সকলের কাছেই আমি ক্ষমা চাইছি।

॥ উনিশ ॥

কিছুক্ষণ পরে সমীর বললে, তাহলে বিরূক্ষপাক্ষবাবু, আপনার—আপনার ধারণা আজ আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি সেই আমাদের মধ্যেই কেউ একজন সে রাত্রে জেঠামণিকে হত্যা করেছি।

শান্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল বিরূপাক্ষ, আমি দুঃখিত সমীরবাবু, তাই—আপনি বিকাশবাবু, অলকেশবাবু, সঞ্জীববাবু, কৃতান্তবাবু, সর্বেশ্বরবাবু, ভৃত্য রতন, বিনতা দেবী, স্বপ্না দেবী, নন্দবাবু ও সর্বশেষে তাঁর স্ত্রী মৃদুলা দেবী, আপনাদের এই এগার জনের মধ্যেই কেউ একজন সে রাত্রে ঠিক পৌনে নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে মেজর চৌধুরীকে হত্যা করেছিলেন।

অলকেশ বলে ওঠে, Absurd, fantastic.

কৃতান্ত বলে, আপনি কি সেই গল্পের খনা দেবীর মত খগোল বিদ্যা জানেন নাকি স্যার বিরূপাক্ষবাবু, যে আকাশে কটি তারা বলে দেওয়ার মত আমাদের মধ্যে কে খুনী তাও জেনে ফেলেছেন!

বিরূপাক্ষ জবাবে বলে, না। আর জানা থাকলেও এক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজনই হত না। কতগুলো সূত্র হাতের কাছে পেলে এবং বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকলে যে কেউ আপনারা আমারই মত মেজর চৌধুরীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে পারতেন আজ কৃতান্তবাবু।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে এবারে সঞ্জীব বলে, কিন্তু কেন, আমরা তাঁকে হত্যা করতে যাব কেন, why?

পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠে বিরূপাক্ষ জবাব দেয়, সেটা অবশ্য এখনো জানতে পারিনি আমরা সঞ্জীববাবু। কেবল জানতে পেরেছি আপনাদের মধ্যে একজন সে রাত্রে তাঁকে গুলী করে হত্যা করেছেন।

কিন্তু কেন হত্যা করেছি সেটা জানতে পারেননি আপনারা? বিকাশ শুধায়।

জবাব দেয় আবার ইন্‌স্‌পেক্টর, সেটা জানতে পারলে তো কার পক্ষে তাঁকে হত্যা করা সম্ভব সেটাও একটা অনুমান করতে পারতাম।

অলকেশ বলে, তা কবে পর্যন্ত সেটা আপনারা অনুমান করতে পারবেন বা জানতে পারবেন দয়া করে সেই কথাটা বলবেন কি? কারণ we are really tired, এই ভাবে নজরবন্দী থাকতে থাকতে সত্যিই আমরা হাঁপিয়ে উঠেছি প্রত্যেকে।

সঙ্গে সঙ্গে সমীর সায় দেয়, ঠিক, ঠিক বলেছ অলকেশ। Really this is simply torture! সরকার আপনাদের হাতে ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই এভাবে কেবলমাত্র আপনাদের আজগুবী সন্দেহে অনুমানের উপরে নির্ভর করে আপনারা আমাদের আটকে রাখতে পারেন না এখানে ইন্‌স্‌পেক্টর।

অলকেশ আবার বলে, Yes, you have got no right, পারেন না। আইন মানে অত্যাচার নয়।

বিরূপাক্ষ শান্ত ধীর কণ্ঠে বলে, মিথ্যে আপনারা উত্তেজিত হচ্ছেন সমীরবাবু, অলকেশবাবু।

বিকাশ বলে, কেন, মিথ্যে কেন! আপনাদের অনুমান মত সত্যিই যদি আমাদের মধ্যেই একজন কেউ হত্যাকারী হয় তবে সেই বিশেষ একজনের অপরাধে সকলকে কেন আপনারা এভাবে আটকে রেখেছেন? কোন্ যুক্তিতে পীড়ন করছেন?

যুক্তির কথা বলছেন বিকাশবাবু? বিরূপাক্ষ তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিকাশের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, কোন্ যুক্তিতে !

যেহেতু আপনারা সকলেই এখানে টাকার লোভে কো এসে মেজর চৌধুরীকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন, শয্যাশায়ী হ থাকলেও মৃত্যু তাঁর শিয়রে এসে একেবারে দাঁড়ায়নি অথচ —

অথচ ? অলকেশ বাধা দিল বিরূপাক্ষকে।

অথচ মেজর চৌধুরীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তো আপনারা কে কিছু পাচ্ছিলেন না, অতএব—

অতএব আমাদেরই মধ্যে একজন তাঁর টাকা পাওয়ার জন্য তাঁকে হত্যা করেছি। চমৎকার ! সঞ্জীব ব্যঙ্গভাবে বলে ওঠে।

তাই যদি না হবে তো বলতে পারেন সঞ্জীববাবু, অলকেশবাবু আপনারা প্রত্যেকে কেন, কেন ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছে অকপটে স সত্য কথা বলেননি ? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্নটা করে বিরূপাক্ষ।

মানে, কি—কি বলতে চান আপনি বিরূপাক্ষবাবু? সঞ্জীব একটা যেন ঢোক গিলে কথাটা উচ্চারণ করে।

এই কথাটাই আমি বলতে চাই, আপনারা কেউই আপনাদের জবানবন্দীতে সত্য কথাটা বলেননি। প্রত্যেকেই, yes—আপনারা প্রত্যেকে কিছু না কিছু গোপন করেছেন।

সর্বেশ্বর এবারে কথা বলল, গোপন করা হয়েছে ? তা আমিও বোধহয় গোপন করছি কিছু আপনার ধারণা মিঃ সেন !

হ্যাঁ, হ্যাঁ—গোপন করেছেন বৈকি আপনিও মিঃ চৌধুরী and not only you, every one of you ! প্রত্যেকে আপনারা গোপন করেছেন কিছু না কিছু।

সর্বেশ্বর চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, এতই যদি জেনে ফেলেছেন বিরূপাক্ষবাবু, তবে এটাও নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন কি কি গোপন করেছি, অন্তত: আমি।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলে, হত্যার রাত্রে যে আপনি এই কুঠি বাড়িতেই বা এরই আশেপাশে কোথাও ছিলেন সেই কথাটা কি আপনি গোপন করেননি মিঃ চৌধুরী, Say yes or no !

What! সে রাত্রে আমি এখানে ছিলাম?

হ্যাঁ, আপনি ছিলেন, I know you were present here! দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেয় বিরূপাক্ষ।

Nonsense! চলে এসো হে তোমরা, যত সব humbug!—বলতে বলতে সত্যিই সর্বেশ্বর ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল বিরূপাক্ষ, দাঁড়ান সর্বেশ্বরবাবু—আমার কথাটার জবাব কিন্তু এখনও পাইনি।

সর্বেশ্বর ঘুরে দাঁড়ান, কি কথার জবাব?

যে রাত্রে মেজর চৌধুরী নিহত হন পিস্তলের গুলীতে, তার আগের রাত্রেই আপনি এখানে এসেছিলেন অথচ প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে সকলের সামনে নিজেকে আপনি প্রকাশ করলেন কেন? কেন সকলের সামনে আগে আসেননি?

যেহেতু সত্যিই আসিনি, সেই হেতুই প্রকাশ করার ব্যাপারটা প্রয়োজন হয়নি।

কিন্তু আমি বলছি আপনি এসেছিলেন।

সর্বেশ্বর সমান কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়, আর আমি বলছি আমি আসিনি।

আসেননি!

না।

I see! well! এটা কি বলুন তো? বলতে বলতে নিজের পকেট থেকে একটা রেলের টিকিট বের করে হাতের পাতাটা সর্বেশ্বরের সামনে মেলে ধরল বিরূপাক্ষ।

সর্বেশ্বর বস্তুটার দিকে তাকিয়ে বলে, মনে হচ্ছে একটা রেলের টিকিট।

হ্যাঁ, পাটনা থেকে কলকাতা এবং সে টিকিট পাটনা থেকে কলকাতা পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু এটা কোথায় পাওয়া গিয়েছে জানেন?

কেমন করে জানব। আমি তো আর আপনার মত সবজান্তা নই। আর খগোল বিদ্যায়ও পারদর্শী নই।

এটা পাওয়া গিয়েছে আপনার ঘরে।

সর্বেশ্বর যেন আকাশ থেকে পড়ে, আমার ঘরে!

হ্যাঁ, আর টিকিটটা ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, এতে পানচিং ডেট্ রয়েছে, যে রাত্রে এখানে দুর্ঘটনাটা ঘটে ঠিক তার আগের দিনের ডেট্। এবারে আশা করি আপনার বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, যে রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল তার আগের দিনই সকালে আপনি পাটনা থেকে 328 Down Dinapur Howrah fast passengerএ উঠে ঐ রাত্রেই এখানে এসে নেমেছিলেন জার্নি ব্রেক করে, নইলে এ টিকিট আপনার কাছে পাওয়া যেত না; এটা হাওড়া স্টেশনের গেট কালেক্টারের কাছেই থাকত।

সর্বেশ্বর বলে ওঠে, Bravo! তা মিঃ গোয়েন্দা, may I ask you—টিকিটটা যে আমারই সে সম্পর্কে আপনি স্থিরনিশ্চিত হলেন কি করে?

Simple rule of three! একেবারে সহজ অংকে।

শোনাই যাক সে অংকটা কি?

যেহেতু একমাত্র আপনি ছাড়া ঐ সময় বাকী সবাই এসেছেন এখানে কলকাতা হয়ে বা কলকাতা থেকে। একমাত্র আপনিই পাটনা থেকে এসেছেন এটা বুঝতে তো কারো কষ্ট হবার কথা নয় মিঃ চৌধুরী।

কৃতান্ত এবারে উচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে, বাঃ বাঃ চমৎকার! চমৎকার গোয়েন্দা সাহেব!

এবার ইন্সপেক্টর সেন কথা বললেন, সর্বেশ্বরবাবু, এ সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে এখন?

সর্বেশ্বর মৃদু কণ্ঠে বলে, আজগুবী পাগলামির জবাব তো নেই কিছু!

কৃতান্ত হেসে বলে, বলবে আর কি সর্বেশ্বর, ধরা পড়ে গিয়েছ। You think so কৃতান্ত!

আর কণ্ঠস্বর খাদে নামালে কি হবে বন্ধু, একেবারে Catch Catch Caught Caught! হাঃ হাঃ হাঃ। হেসে ওঠে কৃতান্ত।

সর্বেশ্বর চাপা কণ্ঠে গর্জন করে ওঠে, কৃতান্ত!

কৃতান্ত হাসতে হাসতে আবৃত্তি করে ওঠে,

হে কেশব! চতুর জানি তুমি
চতুরালী। কিন্তু হরি এবে আর
না দেখি উপায়। নিজ পাশে
নিজে তুমি পড়িয়াছ বাঁধা।

সঞ্জীব হঠাৎ ঐ সময় বলে ফেলে, ছোটকাকা, আপনি তাহলে আগের দিন এখানে এসেছিলেন!

সর্বেশ্বর ধমকে ওঠে, থাম ডেঁপো ছোকরা। —বলে আবার পা বাড়ায় সর্বেশ্বর ঘর ছেড়ে যাবার জন্য।

কিন্তু এবারেও বিরূপাক্ষ বাধা দিল, উহুঁ মিঃ চৌধুরী, যাবেন না। I have not yet finished! দাঁড়ান, দাঁড়ান—সবাইকে একে একে জিজ্ঞাসা করতে দিন। Now সঞ্জীববাবু, আপনিও তো সব সত্যি কথা আপনার জবানবন্দীতে বলেননি, গোপন করেছেন আপনিও তো।

আমি গোপন করেছি!

হ্যাঁ, করেছেন বৈকি! বলতে পারেন আপনি, সেদিন যা ইন্সপেক্টরের কাছে বলেছিলেন, তার বেশী কিছুই আর আপনার বলবার ছিল না? শুধু সঞ্জীববাবু, আপনি কেন, বিকাশবাবু—আপনিও কি গোপন করেননি?

বিকাশ যেন আকাশ থেকে পড়ল, আমি!

Yes বিকাশবাবু, আপনি। সমীরবাবু, স্বপ্না দেবী, বিনতা দেবী, অলকেশবাবু, কৃতান্তবাবু, ভৃত্য ঐ রতন প্রত্যেকে—আপনারাও প্রত্যেকে—yes every one of you keeping

something still in your pocket! এখনো গোপন করছেন।

অন্যের কথা জানি না বিরূপাক্ষবাবু, কিন্তু আমি সব বলেছি একটি কথাও গোপন করিনি। সমীর মৃদু কণ্ঠে বলে।

অলকেশও ঐ সঙ্গে বলে, আমিও।

করেছেন আপনারাও।

সমীর শুধায়, করেছি!

Yes, শুনুন সমীরবাবু, আপনি যে আপনার জবানবন্দীতে পরের দিন ইন্সপেক্টরকে বলেছিলেন সে রাত্রে অর্থাৎ দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি মেজর চৌধুরীর ঘর থেকে সাড়ে আটটার সময় বের হয়ে সোজা আপনার নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই পৌনে দশটা পর্যন্ত ছিলেন সে কথাটা কি মিথ্যা নয়?

মিথ্যা!

হ্যাঁ, মিথ্যা।

সমীর যেন কেমন বিহ্বল কণ্ঠে বলে ওঠে, কে! কে বললে?

আমি বলছি। সে রাত্রে সম্ভবত নটা বাজার সামান্য কিছু আগে বা পরে আবার আপনি আপনার কাকা মেজর চৌধুরীর ঘরে গিয়েছিলেন।

সমীর আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে, না, না।

Yes, গিয়েছিলেন। বিনতা দেবী, আপনি তো দেখেছিলেন, বলুন, উনি কি যাননি সে রাত্রে আবার মেজরের ঘরে বলুন?

আ-আমি—আমি—দেখিনি। বিনতা আমতা আমতা করে বলে।

আপনি দেখেছেন। শুধু আপনি নন বিনতা দেবী—স্বপ্না দেবীও দেখেছিলেন ওঁকে ঘরে ঢুকতে সে রাত্রে। স্বপ্না দেবী, বলুন, is it not true?

স্বপ্না থতমত খেয়ে বলে ওঠে, না না—দেখিনি, আমি দেখিনি!

বিরূপাক্ষ বলে, বিনতা দেবী, স্বপ্না দেবী আর অস্বীকার করবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। আমরা জানি আপনারা দুজনাই

দেখেছিলেন সে রাত্রে সমীরবাবুকে ঐ সময় মেজর চৌধুরীর ঘরে ঢুকতে।

কৃতান্ত ধীরে ধীরে বলে, কিন্তু প্যাসেজে তো আলো ছিল না, তবে ওঁরা দেখলেন কি করে?

সর্বেশ্বর ফোড়ন কাটে, হুঁ! কি যে বল কৃতান্ত, ওদের হচ্ছে X-Ray eye!

কৃতান্ত হাসে, তা বটে। সহস্রচক্ষুধারী ওরা যে বাসব—

বিরূপাক্ষ শান্ত কণ্ঠে থামিয়ে দেয় ওদের, কৃতান্তবাবু, সর্বেশ্বরবাবু আপনারা অনুগ্রহ করে চুপ করবেন কি?

কৃতান্ত তাড়াতাড়ি দুঃখ জানায়, I am so sorry Inspector!

Now, সমীরবাবু বলুন, বিরূপাক্ষ সমীরের দিকে তাকিয়ে এবারে প্রশ্ন করে, কেন গিয়েছিলেন আবার মেজর চৌধুরীর ঘরে ঐ সময় সে রাত্রে আপনি?

সমীর কেমন যেন মিনমিনে গলায় এবারে বলে, না। আমি যাইনি।

Yes, you did! Now speak out—বলুন। কেন—কেন গিয়েছিলেন?

আমি কাকার ঘরে যাইনি। তবে আমি—হ্যাঁ, ঐ খান দিয়েই অন্য ঘরে গিয়েছিলাম ঐ সময় সে রাত্রে।

কোন্ ঘরে? কার ঘরে? বলুন। চুপ করে আছেন কেন?

সঞ্জীব বলে, বল না সমীর, কোথায় তবে কার ঘরে তুমি গিয়েছিলে?

কাকার ঘরে আমি যাইনি, সঞ্জীবদা—বিশ্বাস কর।

সঞ্জীব বলে, কিন্তু কোথায় তবে গিয়েছিলে সেটাই বা বলতে পারছ না কেন?

সমীর, বল না। স্বপ্নাও অনুরোধ জানায়।

বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর তুমি স্বপ্না, কাকার ঘরে আমি যাইনি। আমি যাইনি সে রাত্রে—

সমীর!

Please! Please বন্ধ, এ ভাবে তোমরা আমাকে পীড়ন করো না। বিশ্বাস কর আমি—আমি কাকাকে হত্যা করিনি, হত্যা করিনি—বলতে বলতে একেবারে যেন ভেঙে পড়ল সমীর।

আর দাঁড়াতে পারে না, দুহাতের মধ্যে মুখ ঢেকে বসে পড়ে।

কিছুক্ষণের জন্য একটা স্তব্ধতা যেন থম থম করে ঘরের মধ্যে। নির্বাক সকলে।

বিরূপাক্ষই আবার কথা বলে। ডাকে, সঞ্জীববাবু?

বলুন।

এবারে আপনি বলুন। আপনি তো মেজর চৌধুরীর একটা ঘরের পরের দক্ষিণের ঘরটাতেই সে রাত্রে ঐ সময়টা ছিলেন। আপনিও কি সত্যি বলতে চান যে সে রাত্রে কারো মৃত্যু-আর্তনাদ শোনেননি রাত ঠিক নটা থেকে পৌনে দশটার মধ্যে?

সঞ্জীব মৃদু কণ্ঠে বলে, না, শুনিনি।

Are you sure?

হ্যাঁ।

অথচ আপনি নিজেই আপনার জবানবন্দীতে স্বীকার করেছেন ইন্সপেক্টরের কাছে যে সে রাত্রে দশটা পর্যন্ত আপনি জেগে আপনার ঘরে কি একটা বই পড়ছিলেন। Is it true?

হ্যাঁ।

তবু—তবু আপনি কারো মৃত্যু-আর্তনাদ শোনেননি বলছেন!

সঞ্জীব বলে, না, শুনিনি।

বেশ। আচ্ছা, সে রাত্রে রাত পৌনে নটা থেকে সওয়া-নটার মধ্যে কারো পদ-শব্দ passage-এ শুনেছিলেন?

না।

কেউ সে রাত্রে ঐ সময় আপনার ঘরে এসেছিল?

সঞ্জীব যেন এবারে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, না—না—না।

কেউ আসেনি ঠিক মনে আছে আপনার? মনে করে দেখুন

ঠিক আপনার পাশের ঘরেই অলকেশবাবু ছিলেন।

মনে আছে বলেই বলছি তো কেউ আসেনি!

কথা বললে এবারে ইন্সপেক্টরই, চমৎকার alibi! যাক। এবারে অলকেশবাবু, আপনি বলুন, সে রাত্রে সাড়ে আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কি সত্যিই আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন, বলুন—

অলকেশ ইন্সপেক্টরের প্রশ্নে হঠাৎ যেন কেমন একটু থতমত খেয়েই বলে, অ্যাঁ—হ্যাঁ।

অলকেশবাবু, সত্য গোপন করে কোন লাভ হবে না। বলুন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি, বলছি।

সঞ্জীব সঙ্গে সঙ্গে অলকেশের দিকে তাকিয়ে ডাকে, অলকেশ!

না, না—সঞ্জীবদা, I must confess। স্বীকার করতে দাও, আমাকে স্বীকার করতে দাও। সে রাত্রির পর থেকে একটা রাতও আজ পর্যন্ত আমি ঘুমোতে পারিনি—আমি বলব, বলব!

কৃতান্ত মৃদুকণ্ঠে বলে, বিবেকের তাড়না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পিসেমশাই, তাই। শুনুন ইন্সপেক্টর, সে রাত্রে আমি ঘুমোইনি। সে সময় পৌনে নটা পর্যন্ত আমি আমার ঘরেই চেয়ারের উপর জেগে বসেছিলাম, তার পর—

বলুন, তার পর? ইন্সপেক্টর প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অলকেশের মুখের দিকে।

বলছি, বলছি। তার পর কেমন যেন একা একা ঘরের মধ্যে ভয় করতে লাগল অন্ধকারে। উঠে আলোটা জ্বালালাম। সেই সময়, হ্যাঁ মনে আছে, সেই সময় একটা যেন আর্ত চীৎকার আমি শুনেছিলাম —তবে ক্ষীণ সেটা, খুব স্পষ্ট নয় আর—আর—

বলুন, বলুন—থামলেন কেন?

অলকেশ বলতে লাগল, এ বাড়ির কুকুরটা সে সময় এমন বিশ্রী-ভাবে কেঁদে উঠেছিল যে, আমি ভয় পেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সঞ্জীবদার ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি চলে যাই।

কিন্তু বাধা দেন ইন্সপেক্টর, আপনি তো সঞ্জীববাবুর ঘরে ঠিক

সে-সময় যাননি, অলকেশবাবু। সেখানে গিয়েছিলেন আরো পনেরো-কুড়ি মিনিট বাদে। ঐ পনেরো-কুড়ি মিনিট সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

না না, সঙ্গে সঙ্গেই আমি সঞ্জীবদার ঘরে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা করুন ওঁকে—তাই না, সঞ্জীবদা?

হঁ্যা। মৃদু কণ্ঠে সঞ্জীব কোন মতে কথাটা যেন উচ্চারণ করে।

॥ কুড়ি ॥

ইন্সপেক্টরকে বিরূপাক্ষ যেন কি ইঙ্গিত করল।

ইন্সপেক্টর সমীরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, সমীরবাবু, আপনি এখন যেতে পারেন।

সমীর ধীরে ধীরে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সমীর বের হয়ে যেতে বিরূপাক্ষ স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে ডাকল, স্বপ্না দেবী! আমি জানি সমীরবাবু সত্যি কথা বলেননি। তাই আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করছি, কারণ একমাত্র আপনিই জানেন বা বলতে পারেন কেন সমীরবাবু সে রাত্রে আবার রাত নটা নাগাদ বা তার কিছু আগে মেজর চৌধুরীর ঘরে গিয়েছিলেন।

স্বপ্না বলে, জানি না ও সত্যিই গিয়েছিল কিনা সে-ঘরে, তবে গিয়েও যদি থাকে আমি কি করে জানব বলুন?

বিরূপাক্ষ ধীর শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, আপনি জানেন কিন্তু বলবেন না। ঠিক আছে।

কথাটা বলে বিরূপাক্ষ বিনতার দিকে তাকাল, বিনতা দেবী!

বলুন! বিনতা মৃদু কণ্ঠে সাড়া দেয়।

আপনি আপনার জবানবন্দীতে ইন্সপেক্টরের কাছে বলেছেন দুর্ঘটনার রাত্রে সোয়া নটা নাগাদ যখন আপনি মেজর চৌধুরীর ঘরে যান, তাকে আপনি সে সময় জীবিত দেখেছিলেন। তাই নয় কি?

হ্যাঁ।

সে-সময় তাকে কফি দিতে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

সে রাত্রে কফিটা তিনি খেয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।

মিথ্যা! চমকে তাকায় বিনতা যেন।

হ্যাঁ বিনতা দেবী, মিথ্যা, কারণ কফি সে-রাত্রে তিনি আদৌ খাননি!

বিনতা যেন চমকে ওঠে, কে—কে বললে ?

আমি বলছি, শান্ত কণ্ঠে বলে বিরূপাক্ষ, কারণ পরের দিনও সকাল বেলা তাঁর বিছানার ধারে ত্রিপয়ের উপরে ইন্সপেক্টর পূর্ণ কফির কাপটা দেখতে পেয়েছিলেন, তাই না ইন্সপেক্টর ?

হ্যাঁ! বললেন ইন্সপেক্টর।

আর একটা কথা বিনতা দেবী, আপনি আপনার জবানবন্দীতে বলেছেন হার্টের অসুখ থাকায় এবং ডাক্তারের নির্দেশে মেজর চৌধুরী নাকি ইদানীং চলাফেরা করতেন না।

তাই!

কিন্তু আমি জানি, তিনি করতেন এবং রোজ একবার করে ঘরের বাইরে যেতেন রাত্রে মানে গভীর রাত্রে লাঠিতে ভর দিয়ে দিয়ে। কোথায় তিনি যেতেন নিশ্চয়ই আপনি জানেন।

আ—আমি জানি না।

জানেন না ?

না—না!

হুঁ! আচ্ছা বিনতা দেবী, আপনার ডান হাতের অনামিকায় মনে হচ্ছে একটা আংটি ছিল—দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আঙুলে।

আংটি! বিনতা যেন হঠাৎ একটু চমকেই ওঠে, হাতটাও ঢাকবার চেষ্টা করে।

কিন্তু বিরূপাক্ষ বলে, হ্যাঁ, আংটি—কোথায় আংটিটা আপনার, হাতে তো দেখছি না? খুলে রেখেছেন নাকি?

হ্যাঁ, আমার এই আঙুলে একটা আংটি ছিল বটে, তবে সেটা হারিয়ে গিয়েছে।

হারিয়ে গিয়েছে?

হ্যাঁ, মানে কখন পড়ে গিয়েছে আঙুল থেকে ঠিক টের পাইনি।

তা কোথায় পড়তে পারে বলে আপনার মনে হয় বিনতা দেবী?

তা—তা কেমন করে বলব!

হুঁ! দেখুন তো এই আংটিটাই আপনার কিনা? বলতে বলতে পকেট থেকে আংটিটা বের করে বলে, এটাই না?

হ্যাঁ।

তাহলে এটা আপনারই আংটি, বিনতা দেবী?

হ্যাঁ।

তা, আংটিটা কোথায় পেলেন গোয়েন্দা সাহেব? প্রশ্ন করে একপাশ থেকে কৃতান্ত।

কুড়িয়ে পেয়েছি কৃতান্তবাবু, বিরূপাক্ষ বলে, ঠিক যেখানে প্রতি রাত্রে ডাক্তারের কঠিন নিষেধ সত্ত্বেও মেজর চৌধুরী একবার করে যেতেন সেখানে।

সর্বেশ্বর ও কৃতান্ত একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, কোথায়?

বিরূপাক্ষ মৃদু হেসে বলে, শুধু বিনতা দেবী কেন, স্বপ্না দেবীও হয়তো জানেন, ওদেরই কাউকে বা আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না কথাটা, কৃতান্তবাবু!

কৃতান্ত ডাকে, স্বপ্না!

থাক, পরে জিজ্ঞাসা করে নেবেন'খন। Now বিকাশবাবু—বিকাশের দিকে তাকাল বিরূপাক্ষ।

বলুন।

দুর্ঘটনার রাত্রে সাড়ে-নটা থেকে দশটা পর্যন্ত সময়টায় আপনি তো কি একটা বই পড়ছিলেন, তাই বলেননি কি আপনি?

হ্যাঁ, মৃদু কণ্ঠে বিকাশ জবাব দেয়।

ঐ সময়টা সর্বক্ষণ আপনি আপনার ঘরেই ছিলেন তাহলে?

হ্যাঁ।

একবারও আপনি কি ঐ সময়টার মধ্যে ঘর থেকে বের হননি সে রাত্রে?

একবার বের হয়েছিলাম।

তাহলে একবার বের হয়েছিলেন। তা কখন? আর কেন?

ঠিক মনে নেই exact সময়টা—তবে একবার বোধহয় পৌনে নয়টা নাগাদ বাথরুমে গিয়েছিলাম।

মেজর চৌধুরীর ঘরের সামনের প্যাসেজ দিয়েই তো বাথরুমে যেতে হয় তাই না বিকাশবাবু?

হ্যাঁ। বিকাশ মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়।

সে সময় প্যাসেজে কাউকে দেখেছেন বা কারো পদশব্দ শুনেছেন?

যাবার সময় নয়, তবে মনে পড়ছে ফিরবার সময় একজনকে দেখেছিলাম প্যাসেজে।

কাকে? বলুন কাকে দেখেছিলেন?

বিনতা দেবীকে।

কিন্তু প্যাসেজে তো আলো থাকে না—বুঝলেন কি করে যে, যাকে দেখেছেন তিনি বিনতা দেবীই।

সেই রকমই যেন মনে হয়েছিল।

বিরূপাক্ষ মৃদু হেসে বলে, মনে হয়েছিল—তা তিনি তো স্বপ্না দেবীও হতে পারেন। যাক, সে কথা। আচ্ছা বিকাশবাবু, সে রাত্রে আপনি ঘরে থাকাকালীন সময়ে কেউ আপনার ঘরে গিয়েছিল?

হ্যাঁ, সমীরদা গিয়েছিল।

সমীরবাবু আপনার ঘরে গিয়েছিলেন? কখন এবং কতক্ষণ ছিলেন?

বিকাশ একটু থেমে বলে, ঠিক মনে নেই, তবে বোধহয় রাত

স-নটা কি নটা কুড়ি হবে। বেশীক্ষণ ছিলেন না, মিনিট দু-চার বোধহয়।

কিন্তু উনি কেন গিয়েছিলেন তা তো কই বললেন না বিকাশবাবু!

স্বপ্নার খোঁজে!

বিকাশের শেষের কথায় ইন্সপেক্টরের ভ্রূ দুটো কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। মনে হয় কথাটা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করেন, স্বপ্না দেবীর খোঁজে আপনার ঘরে?

বিরূপাক্ষ তার অর্ধদগ্ধ চার্মিনারের ছাইটুকু ঝাড়তে ঝাড়তে ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন আপনি ইন্সপেক্টর, বিকাশবাবু আর স্বপ্না দেবী পাশাপাশি ঘরেই থাকেন। তাই না বিকাশবাবু?

বিকাশ মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

হঠাৎ ঐ সময় বিরূপাক্ষ আবার স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে ডাকল, স্বপ্না দেবী!

স্বপ্না যেন কি ভাবছিল, বিরূপাক্ষের ডাকে একটু যেন চমকেই মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল, কিছু বলছিলেন?

বিরূপাক্ষ বলে, বিকাশবাবুর কথায় বোঝা যাচ্ছে, তাহলে ঐ সময়টা আপনি আপনার ঘরে ছিলেন না। তাই কি?

স্বপ্না অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

কোথায় গিয়েছিলেন? কখনই বা আপনি আপনার ঘর থেকে বের হয়েছিলেন?

স্বপ্না বলে, কখন ঘর থেকে বের হয়েছিলাম ঠিক মনে নেই, তবে গিয়েছিলাম আমি একবার বিনতা দেবীর ঘরে।

বিনতা দেবীর ঘরে?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন ঐ সময় বিনতা দেবীর ঘরে গিয়েছিলেন বলতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না স্বপ্না দেবী!

না, আপত্তির কি আছে! ডাইনিং টেবিলেই সে রাত্রে তিনি

আমাকে ডিনারের পর একবার তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন, তাই গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন করলেন এবারে ইন্সপেক্টর, তা কি কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে ?

সাধারণ ঘরোয়া গল্প।

সর্বেশ্বর এক পাশে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে পাইপ টানছিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করে, তা কি এমন তোমার সঙ্গে বিনতা দেবীর ঘরোয়া কথা হয়েছিল স্বপ্না ?

স্বপ্না চকিতে তাকাল সর্বেশ্বরের দিকে এবং একটু যেন রূঢ় কণ্ঠেই বললে, সে কথাটা আপনি নাই বা শুনলেন ছোট মামা।

কিন্তু আমাদের শোনা প্রয়োজন—বলতে হবে তোমাকে, বল ! কি বলেন ইন্সপেক্টর সাহেব ?

মনে হচ্ছে যেন হুকুম ! একটু কঠিন সুরেই কথাটা বললে স্বপ্না।

স্বপ্নার গলার স্বরে এবং তার বলবার ভঙ্গিতে সর্বেশ্বর যেন একটু রেগেই যায়। বলে, Yes, তাই যদি মনে কর তো তাই !

তাহলে শুনুন ছোটমামা, আপনার ঐ হুকুম আমি পালন করতে নারাজ।

What ! সর্বেশ্বর ফেটে পড়ে যেন।

স্বপ্না শান্ত এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ।

You impertinent—

কিন্তু রাগত সর্বেশ্বরকে কথাটা শেষ করতে দেয় না ইন্সপেক্টর, তাড়াতাড়ি ওদের বাধা দিয়ে বলে, আঃ সর্বেশ্বরবাবু, আপনারা থামুন। স্বপ্না দেবী, please !

সর্বেশ্বর তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়, না, না—you must not tolerate it—মিঃ সেন। She must say ! ওকে বলতেই হবে !

বিরূপাক্ষ বলে, আহা, থামুন—থামুন—be quite please, আমি বলছি আপনি যা জানতে চান সর্বেশ্বরবাবু, ওঁদের মধ্যে কোন কথাই হয়নি।

সর্বেশ্বর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় বিরূপাক্ষের দিকে, মানে ?

বিরূপাক্ষ শান্ত কণ্ঠে বলেন, মানে স্বপ্না দেবীর বিনতা দেবী, অল্প সঙ্গে সে রাত্রে ঐ সময় দেখাই হয়নি, তা কি কথা আর হবে অল্প মধ্যে !

হলঘরের ঘড়িতে ঐ সময় ঢং ঢং করে বারটা বাজল।

বিরূপাক্ষ বললে, কিন্তু রাতটা বাজল। আর নয়—আপনাদের আর আটকাবো না। আপনারা যে যার ঘরে যেতে পারেন—তবে সকলের কাছেই আমার অনুরোধ, এখনো আপনারা যে যা গোপন করে রেখেছেন স্বীকার করুন। তাতে করে মিথ্যা জটিলতার হাত থেকে আপনারাই মুক্তি পাবেন—প্রতি মুহূর্তে এমনি করে সন্দেহের বিষে প্রত্যেককে জর্জরিত হতে হবে না।

কথাটা বলে শান্ত পদে বিরূপাক্ষ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ একুশ ॥

বিরূপাক্ষ ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ইন্সপেক্টরও ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ওরা সকলে কেউ বসে কেউ স্তব্ধ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কারো মুখেই কোন কথা নেই।

অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা কেবল হলঘরটার মধ্যে যেন থম থম করছে থাকে। কেউ যেন কারো মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। সকলেরই একটা কথাই মনে হচ্ছিল, তাদের মধ্যেই একজন কেউ সে রাত্রে রাজেশ্বরকে হত্যা করেছে।

কিন্তু কে ? কে হত্যা করেছে ?

অতঃপর সর্বপ্রথম বিনতা ও তার পর স্বপ্না হলঘর থেকে বের হয়ে গেল।

স্বপ্না হলঘর থেকে বের হয়ে সোজা গেল সমীরের ঘরে।

সমীরের ঘরের দরজাটা ভেজান ছিল। হাত দিয়ে সামান্য ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। সমীর চুপচাপ ঘরের খোলা জানালা-টার সামনে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে ছিল। স্বপ্না যে এসে ঘরে ঢুকেছে, তাও বুঝি সে টের পায় না। সমীরের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে স্বপ্না, তার পর এক সময় পায়ে পায়ে ওর একেবারে পিছনটিতে এসে দাঁড়াল।

সমীর!

কে? চমকে ফিরে তাকাল সমীর, ওঃ, তুমি! তার পরেই হঠাৎ কণ্ঠস্বর বদলে সমীর বলে, তোমার, তোমারও তাহলে ধারণা স্বপ্না, সে-রাত্রে আমি—আমিই জেঠামণিকে হত্যা করেছি!

না। শান্ত ধীর কণ্ঠে জবাব দেয় স্বপ্না।

কিন্তু কেন, কেন তোমার বিশ্বাস হয় না?

বিশ্বাসের কথাই নয় শুধু সমীর, আমি জানি—

কি! কি জান?

তুমি দাদাকে হত্যা করনি। কিন্তু—

কি! কি বলতে চাও বল, বল স্বপ্না?

না, কিছু না।

হঠাৎ স্বপ্নার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে সমীর বলে, না না, তোমাকে বলতেই হবে।

বল, বল—কি বলছিলে তুমি?

ইন্সপেক্টরকে তুমি মিথ্যা কথাটা বললে কেন?

কি! কি মিথ্যা বলেছি?

তুমি সে-রাত্রে নটা নাগাদ তোমার ঘরে ছিলে না।

স্বপ্না!

আমি জানি সমীর, তুমি ঘর থেকে বের হয়েছিলে। বল সমীর, কেন বের হয়েছিলে ঘর থেকে, কোথায় গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, বের হয়েছিলাম।

কোথায় গিয়েছিলে?

দোতলার ছাতে।

তবে কথাটা স্বীকার করলে না কেন ?

সব আমি তোমাকে বলব স্বপ্না, আগে তুমি বল, কেন ? রাত্রে তুমি বিনতা দেবীর ঘরে গিয়েছিলে ?

সমীর !

বল, কেন গিয়েছিলে ?

তিনি আমাকে ডেকেছিলেন।

কেন ?

জানি না।

সত্যি ? সত্যি বলছ ?

সত্যি।

বেশ। তবে শোন, ছাতের দিকে বিনতা দেবীর ঘরের একটা জানালা আছে, সেই জানালার ওধার থেকে লুকিয়ে তোমাদের কথা শুনব বলে।

লুকিয়ে তুমি আমাদের কথা শুনতে গিয়েছিলে সমীর !

বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে প্রশ্নটা করে তাকাল স্বপ্না সমীরের মুখের দিকে। কথাটা যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না এমনি একটা ভাব।

সমীর প্রত্যুত্তরে যে কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না।

স্বপ্না যে অমনি একটি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করবে এ যেন তার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

মানে, স্বপ্না—

তুমি—তুমি আমাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলে কি আমি বলতাম না ! হয়তো জিজ্ঞাসা করার আগেই তোমাকে আমি বলতাম সমীর।

না না—স্বপ্না, আমি—আমি ঠিক—

সমীর !

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় স্বপ্না সমীরের মুখের দিকে।

সমীর, তুমি আমার কাছে মিথ্যা বলছ !

মিথ্যা ?

হ্যাঁ, ছাতে যদি [illegible]-সময় তুমি গিয়েও থাকো তো সে জন্য তুমি যাওনি।

স্বপ্না !

বল, বল সমীর, ঘর থেকে বের হয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করে সমীর। তার পরে বলে, তুমি আমাকে অনুরোধ করো না স্বপ্না। Please, ও প্রশ্নের জবাব তোমায় আমি দিতে পারব না। পারব না—বলে সমীর আর দাঁড়াল না, ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বের হয়ে গেল।

পাষাণ-মূর্তির মত ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল স্বপ্না একাকী। কতক্ষণ যে ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের মধ্যে স্বপ্না তার নিজেরই খেয়াল নেই। হঠাৎ বিনতার কণ্ঠস্বরে স্বপ্না চমকে ফিরে তাকায়।

সমীর !

কে, ও আপনি !

সমীর কোথায় স্বপ্না ? বিনতা প্রশ্ন করে।

জানি না।

বিনতা ক্ষণকাল স্বপ্নার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ স্বপ্নার ডাকে সে দরজা বরাবর গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

শুনুন !

কিছু বলছিলে ?

হ্যাঁ। সেদিন রাত্রে কেন আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন ?

একটা কথা বলব ভেবেছিলাম।

কি কথা !

আর তার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু—

বিনতা কিন্তু কথাটা বলে আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সেই দিনই রাত্রে।

রাত তখন বোধকরি সাড়ে নটা হবে। সঞ্জীব বাইরের বাগানে একটা বেঞ্চের উপরে অন্ধকারে চুপচাপ বসে ছিল। মাথার উপরে রাত্রের কালো আকাশ। নীচে আশপাশে ঝুপসি ঝুপসি অন্ধকার। কোথায় যেন একটা ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিঁ ঝিঁ করে থেকে থেকে ডেকে উঠছে। কুঠিবাড়ির ঘরে ঘরে তখনো আলো নেভেনি। হঠাৎ পাশেই ঝরা পাতার উপরে খস্ খস্ মৃদু একটা শব্দে চমকে ওঠে সঞ্জীব, কে?

আমি—আমি মৃদুলা। ভয় পাইলেন নাকি?

না, ভয় পাইনি। তা, এত রাত্রে এ সময় আপনি এই অন্ধকার বাগানে?

মৃদুলা মৃদু হেসে পাশেই বেঞ্চটার উপর বসতে বসতে বলে, বিছানায় শুইছিলাম, কিন্তু ঘুম আইল না। তাই বাগানে চইলা আইলাম। তা, আপনেও তো অন্ধকারে এখানে একা বইসা আছেন।

আমারও ঘুম আসছিল না।

অতঃপর দুজনাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর একসময় আত্মগত-ভাবেই যেন কতকটা মৃদুলা বলে, উঃ, কি নির্জন!

সঞ্জীব কোন কথা বলে না। যেমন চুপচাপ বসে ছিল, তেমনি বসে থাকে। মধ্যে মধ্যে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। ঝিঁঝিঁর ডাক থেমে গেলেই যেন একটা অদ্ভুত স্তব্ধতা অন্ধকারে থম থম করতে থাকে।

হঠাৎ আবার মৃদুলা একসময় ডাকে, সঞ্জীববাবু!

বলুন!

আপনে তো আমার দেওর হইলেন, তাই না? আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমারে একটা কথা কমু, রাগ করবা না তো?

সঞ্জীব তাড়াতাড়ি বলে, না না, বলুন না।

তোমারে দেইখ্যা পর্যন্ত কি মনে হইতেছে জানো?

কি?

কি জানি কেন মনে লয় কোথায় যেন তোমারে আমি দেখছি। তুমি যেন আমার কত কালের চেনা।

আমাকে দেখেছেন!

হ, দেখছি! আচ্ছা, কোথায় দেখছি কও তো?

আপনি তো ছিলেন বর্মায়, আমাকে দেখবেন কি করে! আমি তো কখনো বর্মায় যাইনি!

যাও নাই, তবু তোমারে দেখছি। মনে লয় তুমি যেন আমার কত আপনার—

মৃদুলার কথা শেষ হল না, আচমকা পশ্চাৎ দিক থেকে অন্ধকারে নন্দদুলালের ক্রোধোন্মত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হাঁা, একেবারে পরানের পরান!

শুধু ক্রোধোন্মত্ত কণ্ঠস্বরই নয়, সেই সঙ্গে বাঘের মত থাবা দিয়ে মৃদুলার গলাটা টিপে ধরে নন্দদুলাল।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে মৃদুলা, কে! ছাড় ছাড়।

নন্দদুলাল রাগে তখন ফুঁসছে। বলে, পাপীয়সী! আমার কি ইচ্ছা হইতেছে জানস? তোর গলায় পা দিয়া তরে খুন কইরা একেবারে শহীদ হই। কিন্তু না, তরে তো খুন করুম না!

গলাটা ছেড়ে দিয়েছিল ইতিমধ্যে নন্দদুলাল। একেবারে নন্দদুলালের পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে যেন একেবারে প্রেমগদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলে মৃদুলা, প্রাণনাথ!

নন্দ গর্জন করে ওঠে, সব ঝুটা—তফাত যাও। তফাত যাও— কুল-কলঙ্কিনী। প্রাণনাথ! রাত দুপুরে আসছো পরপুরুষের লগে প্রেম করতে—ধরা পইড়া এখন প্রাণনাথ!

মৃদুলা তবু বলে, প্রাণনাথ, ছিঃ ছিঃ অমন কইরো না! লোকে শোনলে হাসবো। যাও, মাথা গরম কইরো না। বাইরে বড় ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা লাগবো, তোমার আবার সর্দির ধাত।

রাগে দুঃখে নন্দদুলাল গর্জে ওঠে, উঃ পাপীয়সী, তোর এই কাজ!

যাও, ল্যাপ ঢাকা দিয়া শুইয়া পড় গো। যাও লক্ষ্মীটি।

শোবো। আগে তরে মার্ডার করি, তারপর। শোন্ মৃদুলা, তুই আমার কে?

মৃদুলা সঙ্গে সঙ্গে বলে, ক্যান, তোমার পরিবার!

কি কইলি পরিবার? ক পাপীয়সী, পরিবারের ধর্ম কি?

ক্যান, সোয়ামীর সেবা করা, সুখে-দুঃখে পথে শ্মশানে আর লগে লগে থাকা।

এই কি তোর লগে লগে থাকা, পোড়াকপাইলা? উঃ, কি কুক্ষণে যে এখানে আইছিলাম! চল, ঘরে চল।

মৃদুলা বেঁকে দাঁড়ায়, না, আমি ঘরে যামু না। তুমি যাও।

মৃদুলা! কঠিন কণ্ঠে ডাকে নন্দদুলাল।

না।

যাবে না?

না। আগে তুমি কও, কালই এখান থিকা চইলা যাইবা।

নন্দ গর্জন করে ওঠে, কি বললে, চলে যাব!

হ্যাঁ। চল, সম্পত্তিতে আমাগো কাম নাই। সম্পত্তি না পাইতেই মোষের লাথান হইছো, পাইলে তুমি আমারে নির্ঘাত খুন করবা।

কভি নেই। সম্পত্তি না নিয়ে এখান থেকে এক পাও আমি যাব না। কেন যাব, আমার বাবার সম্পত্তি।

কি কইলা, তোমার বাবার সম্পত্তি!

হ্যাঁ।

তাহলে তুমি যাইবা না?

না।

যাইবা না?

না, না, না—নন্দদুলাল তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানায়।

মৃদুলা ক্ষণকাল চুপ করে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, তা যাইবা ক্যান। বুঝতে আছি মরণে ধরছে তোমারে, যাইবা কেমনে!

কথাটা বলে মৃদুলা আর দাঁড়াল না। অন্দরের দিকে পা বাড়াল, নন্দদুলালও তাকে অনুসরণ করে।

॥ বাইশ ॥

বিনতার চোখে ঘুম ছিল না সে রাত্রে।

অতীতের অনেক কথাই আজ তার মনে পড়ছিল। অতীত জীবনের পৃষ্ঠাগুলো যেন তার চোখের সামনে দিয়ে একটার পর একটা অন্ধকারে ভেসে যাচ্ছিল। অনেক দুঃখ আর অনেক কলঙ্কের পর ভেবেছিল এখানে রাজেশ্বরের আশ্রয়ে জীবনের বাকী কটা দিন বুঝি একরকম কেটে যাবে। কিন্তু ভাগ্য-বিধাতার ইচ্ছা বুঝি তা নয়।

হঠাৎ বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু টুক্ টুক্ শব্দে চমকে শয্যা থেকে উঠে বসে বিনতা, কে?

কৃতান্তর গলা শোনা যায়, আমি—আমি। দরজাটা খোল, বিনতা।

বিনতা উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। কৃতান্ত এসে ঘরে প্রবেশ করল, তারপর দরজাটা বন্ধ করতেই বিনতা বলে, ওকি, দরজা বন্ধ করছ কেন?

মৃদু হেসে কৃতান্ত বলে, কেন, ভয় করছে নাকি?

না।

কৃতান্ত আবার বলে, যাক্ তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল বিনতা, দরজাটা খোলা থাকলে যদি কেউ সে কথা শুনে ফেলে, তা ছাড়া এত রাত্রে তোমার ঘরে আমাকে দেখ্‌লে সেটা কেউ ভালো চোখে দেখ্‌বে কি?

বিনতা ব্যঙ্গভরে বলে ওঠে, ও! লোক-নিন্দার ভয় নাকি!

কৃতান্ত মৃদু হেসে বলে, থাকাটা কি উচিত নয়!

সে বালাই তোমার তাহলে আজো আছে, কৃতান্ত!

বল কি! লোক-নিন্দার ভয় নেই? নিশ্চয়ই আছে। চিরদিন থাকবেও।

বিনতা মৃদু হেসে বলে, খুশী হলাম কথাটা শুনে। বল, কি বলতে চাও?

বলব বলেই তো এলাম। ব্যস্ততা কি!

বল, কেন এসেছ?

বিনতা!

বল!

আচ্ছা বিনতা, অতীতকে কি আমরা ভুলে যেতে পারি না? এস না কেন নতুন করে আবার আমরা—

কি! ঘর বাঁধব!

না না, ঠিক তা নয়। বলছিলাম—

বিনতা কৃতান্তকে বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলে, একটা কথা আজ এই মুহূর্তে আমার কি মনে হচ্ছে জান, কৃতান্ত?

কি?

আমার যদি একটা বন্দুক থাকত, তোমাকে এই মুহূর্তে আমি গুলী করে মারতাম।

গুলী করে মারতে!

বিনতা পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ। শুধু তোমাকে নয়, সঙ্গে সঙ্গে তোমার ঐ সর্বেশ্বর চৌধুরীকেও। কিন্তু শোন কৃতান্ত, আবার ভাগ্যচক্রে যখন তোমাদের ছুজনার সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে, তোমাদের কাউকেই আমি এবারে আর নিষ্কৃতি দেবো না। তোমাদের ঐ মুখোশ আমি খুলে দেবো।

কৃতান্ত মৃদু হেসে টেনে টেনে বলে, বেশ, তাই দিও। কিন্তু সে সময় কি আর পাবে বিনতা দেবী? রাজেশ্বরের হত্যাপরাধে যে তার আগেই তোমাকে ফাঁসি কাঠে গিয়ে ঝুলতে হবে।

বিনতা চাপা কণ্ঠে যেন চীৎকার করে ওঠে, কৃতান্ত!

কৃতান্ত পূর্ববৎ হেসে বলে, হ্যাঁ। কেউ জানুক বা নাই জানুক, মনে রেখো, অন্তত একজন জানে কে হতভাগ্য রাজেশ্বরকে সে রাত্রে হত্যা করেছিল।

বিনতা মুহূর্তকাল চুপ করে থাকে। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বলে, ভয় দেখাচ্ছ আমাকে, কৃতান্ত?

কৃতান্ত অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে বলে, ভয়! না, ভয় আমি তোমাকে দেখাইনি, বিনতা দেবী! যা সত্য, তাই বললাম আর সেই সত্য প্রয়োজন হলে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে জেন কৃতান্ত রায় এতটুকুও কিন্তু বোধ করবে না! তার চাইতে আমি বলি কি—

সঙ্গে সঙ্গে বিনতা বলে ওঠে, তোমার সঙ্গে হাতে হাত মেলাতে, তাই কি?

কৃতান্ত বলে, বুদ্ধিমতী তুমি। ঠিক বুঝতে পেরেছ।

তা পেরেছি বৈকি! তোমাকে আর সর্বেশ্বরকে যদি না বুঝতে পারব তো বুঝতে পারব কাকে? কিন্তু আশা করি, তোমার যা বলবার ছিল বলা শেষ হয়েছে কৃতান্ত!

তা হয়েছে।

তাহলে এবারে অনুগ্রহ করে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

হুঁ! তাহলে তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী নও?

নিশ্চয়ই না।

এই তাহলে তোমার শেষ কথা?

হ্যাঁ, শেষ কথা!

বেশ। তবে তাই হবে। হ্যাঁ, তাহলে প্রস্তুত থেকো।

কথাটা বলে কৃতান্ত ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

বিনতা স্তব্ধ হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, ঘরের দরজাটা খোলাই থাকে, বন্ধ করার কথা মনেও হয় না।

অন্ধকারে ছায়ার মত সর্বেশ্বর এসে ঘরে ঢোকে।

চমকে ওঠে বিনতা, কে?

আমি সর্বেশ্বর!

এস। আড়ি পেতে শুনছিলে বুঝি আমাদের কথা? কি, চুপচাপ কেন? বন্ধু তোমার যা বলবার বলে গেলেন, এবারে তোমার যা বলবার বলে যাও।

শোন বিনতা, আমি আড়ি পাততে আসিনি। আর শুনিওনি

তোমাদের কথা, কে এসেছিল, তাও জানি না।

বিনতা বলে, কে এসেছিল, তাও জান না! চমৎকার, সর্বেশ্বর—চমৎকার!

দেখ বিনতা, সেদিন যে কথাগুলো তোমাকে আমি বলেছি, ও নিতান্ত রাগের মাথায়ই বলেছি। Let us forgive and forget!

বিনতা মৃদুকণ্ঠে বলে, অর্থাৎ ভুলে যাব!

হ্যাঁ, let us forgive and forget!

বেশ! তারপর?

সর্বেশ্বর ধীরে ধীরে বলে, শোন, আমি জানি, কে সে রায়দাদাকে হত্যা করেছে।

বল কি! তুমিও জান? এ দিকে কৃতান্তও বলে গেল, সেও জানে!

সর্বেশ্বর বলে, হয়তো সে জানে, তবে এ কথা সে জানে না, সেই হত্যাকারী তোমার কে!

ভূত দেখার মতই যেন বিনতা চমকে ওঠে, সর্বেশ্বর!

সর্বেশ্বর মৃদু হেসে বলে, ভয় নেই, মুখ আমার খুলবে না যদি তুমি—তুমি আমাকে সাহায্য কর। আর যদি না কর তো জেনো সব কথা আমি প্রকাশ করে দেবো।

বিনতা যেন সহসা মিনতিতে ভেঙ্গে পড়ে, না না, এ তুমি করতে না—এ তুমি করতে পার না সর্বেশ্বর, এ তুমি—

সর্বেশ্বর বলে ওঠে, আচ্ছা আচ্ছা, করব না, করব না। শুধু তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী হও, ব্যস!

কি চাও তুমি?

বিশেষ কিছু না। শুধু তুমি আমাকে বল বাইশ বছর আগে

তোমাদের কথা, কে এসেছিল, তাও জানি না।

বিনতা বলে, কে এসেছিল, তাও জান না! চমৎকার, সর্বেশ্বর—চমৎকার!

দেখ বিনতা, সেদিন যে কথাগুলো তোমাকে আমি বলেছি, তা নিতান্ত রাগের মাথায়ই বলেছি। Let us forgive and forget.

বিনতা মৃদুকণ্ঠে বলে, অর্থাৎ ভুলে যাব!

হ্যাঁ, let us forgive and forget!

বেশ! তারপর?

সর্বেশ্বর ধীরে ধীরে বলে, শোন, আমি জানি, কে সে রাত্রে দাদাকে হত্যা করেছে।

বল কি! তুমিও জান? এ দিকে কৃতান্তও বলে গেল, সেও জানে!

সর্বেশ্বর বলে, হয়তো সে জানে, তবে এ কথা সে জানে না, সেই হত্যাকারী তোমার কে!

ভূত দেখার মতই যেন বিনতা চমকে ওঠে, সর্বেশ্বর!

সর্বেশ্বর মৃদু হেসে বলে, ভয় নেই, মুখ আমার খুলবে না যদি তুমি—তুমি আমাকে সাহায্য কর। আর যদি না কর তো জেনো সব কথা আমি প্রকাশ করে দেবো।

বিনতা যেন সহসা মিনতিতে ভেঙ্গে পড়ে, না না, এ তুমি করো না—এ তুমি করতে পার না সর্বেশ্বর, এ তুমি—

সর্বেশ্বর বলে ওঠে, আচ্ছা আচ্ছা, করব না, করব না। শুধু তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী হও, ব্যস!

কি চাও তুমি?

বিশেষ কিছু না। শুধু তুমি আমাকে বল বাইশ বছর আগে তোমার গর্ভে যে সন্তান এসেছিল, সে আজও জীবিত আছে, না মৃত? আর জীবিত থাকে তো সে ছেলে, না মেয়ে এবং থাকলে সে আজ কোথায়, কি পরিচয় তার?

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বিনতা বলে, ছেলে না মেয়ে সে কথা

জেনে আজ আর তোমার কোন লাভ হবে না, কারণ—

কারণ! বল—বল বিনতা—কারণ—

কারণ জন্মাবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

সর্বেশ্বর চাপা গর্জন করে ওঠে, মিথ্যা কথা, আমি বিশ্বাস করি না।

বিনতা ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে, কিন্তু বিশ্বাস না করলেও যা সত্য, তা সত্যই থাকবে চিরকাল।

তাহলে তুমি বলবে না?

বিনতা বলে, যা বলবার তা বলেছি।

বিনতা, আগুন নিয়ে খেলছ মনে রেখো।

পুড়ে মরার ভয় অন্তত বিনতার নেই সর্বেশ্বর।

সর্বেশ্বর বলে, I see! বেশ।

সর্বেশ্বর ঘর ছেড়ে চলে গেল।

॥ তেইশ ॥

সর্বেশ্বর চলে গিয়েছে দু মিনিটও হয়নি, বিনতার ঘরের দরজায় মৃদু 'নক' শোনা গেল।

বিনতার ভ্রূ দুটো অন্ধকারেই কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই সর্বেশ্বর আবার ফিরে এসেছে কিম্বা কৃতান্ত। মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। সাড়া না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বিনতা।

আবার 'নক' শোনা গেল দরজায়।

ভিতরে আসতে পারি, বিনতা দেবী?

কে?

আমি বিরূপাক্ষ।

আসুন।

বিরূপাক্ষ এসে ঘরে প্রবেশ করলে।

বিনতা দেবী, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

বলুন!

আপনি তো শুনেছেন নিশ্চয়ই ময়না তদন্তের রিপোর্টে প্রকাশ যে, মেজর চৌধুরী সে রাত্রে নটা থেকে দশটার মধ্যে নিহত হয়েছিলেন।

বিনতা শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়, শুনেছি।

অথচ আপনি সে রাত্রে নটা নাগাদ মেজর চৌধুরীর ঘরে ঢুকেছিলেন একবার—আপনি আপনার জবানবন্দীতে বলেছিলেন।

হ্যাঁ, বলেছি।

আচ্ছা, ঘরে ঢুকে সে রাত্রে কাউকে দেখেছিলেন ঘরের মধ্যে?

বিনতা শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, না, কা—কাউকে আমি দেখিনি।

Are you sure?

হ্যাঁ।

বিনতা দেবী, আমি বিরূপাক্ষ সেন, আমার কাছে সত্য গোপন করে কোন ফল হবে না। I am sure, আপনি সে রাত্রে কাউকে মেজরের ঘরে দেখেছিলেন। বলুন—বলুন কাকে দেখেছিলেন সে রাত্রে মেজর চৌধুরীর ঘরে ঐ সময়?

না, না—বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন বিরূপাক্ষবাবু, আমি কাউকে দেখিনি।

বিরূপাক্ষ কঠিন কণ্ঠে বলে, দেখেছেন। কিন্তু যাকে দেখেছিলেন সে রাত্রে মেজর চৌধুরীর ঘরে, সে এখনো জানে না যে তাকে আপনি দেখেছিলেন; কিন্তু যাক সে কথা, ঘরের আলোটা যদি জ্বালান বিনতা দেবী তো একটা জিনিস দেখাতাম।

বিনতা ঘরের আলোটা জ্বালাল। ঘর আলোকিত হতেই পকেট থেকে একটা রুমাল সযত্নে বের করে বিরূপাক্ষ বললে, দেখুন তো এই রক্ত মাখা রুমালটা চিনতে পারেন কিনা? আর এটা কোথায় কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছে জানেন? মেজর চৌধুরীর শয়নঘর-সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে বেসিনের ধারে।

বিনতা বলতে বলতে একটু যেন থতমত খেয়েই বলে মৃদুকণ্ঠে, বাথরুমের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছেন!

হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন না। আরো দেখুন, রুমালের কোণে নীল সুতো দিয়ে ইংরাজীতে নামের আদ্যাক্ষর লেখা আছে 'S'. এবারে বলুন বিনতা দেবী, নামের আদ্যাক্ষর যদি 'S' হয় তো কে সে? যাকে আপনি সে রাত্রে ঘরের মধ্যে দেখেছিলেন, সমীর, সঞ্জীব, স্বপ্না, না সর্বেশ্বর? কারণ, এ রুমাল তারই যাকে আপনি সে রাত্রে মেজরের ঘরে দেখেছিলেন। বলুন, চুপ করে আর থাকবেন না—please! বলুন কে সে?

আমি—আমি চিনতে পারিনি ঠিক!

চিনতে পারেননি?

না, মানে অন্ধকারে—

বিরূপাক্ষ শান্ত গলায় বলে, অন্ধকারে চিনতে পারেননি! কিন্তু বিনতা দেবী, রাত্রে মেজর চৌধুরীর ঘর কি অন্ধকার থাকত?

বিনতা যেন চমকে ওঠে, অ্যাঁ!

জিজ্ঞাসা করছি, ঘর কি তাঁর অন্ধকার থাকত, না একপাশে আলোটা কমানো থাকত?

তাই, তবে সে রাত্রে ঘরের আলোটা খুব কমান ছিল।

রাত স-নটার সময় যখন গিয়েছিলেন কমান ছিল, কিন্তু রাত স-দশটার সময় যখন আবার গিয়েছিলেন তখনো কি ঘরের আলোটা কমান ছিল? আমি বলছি ছিল না। তাই না?

বিনতা মৃদু কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ। তবে সাড়ে আটটার পর সবাই মেজরের ঘর থেকে বের হয়ে আসা থেকে স-নটা মানে ঐ সময়টা পর্যন্ত আলোটা বোধহয় কমানই ছিল।

তাহলে ঐ পৌনে একঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই আপনি ছাড়াও সে রাত্রে আরো কেউ ঐ ঘরে ঢুকেছিল, যে আলোর শিখাটা বাড়িয়ে দিয়ে এসেছিল—এই কথাই তো আপনি বলতে চান বিনতা দেবী!

বিনতা মৃদুকণ্ঠে বলে, তা হবে।

আচ্ছা বিনতা দেবী, মেজর চৌধুরীর ঘরের মধ্যে যে বিরাট

গ্রাণ্ড ফাদার ক্লকটা আছে, সেটা ঠিক নটা বেজে পাঁচ মিনিটে বন্ধ হয়ে আছে দেখেছি। কবে থেকে ওটা বন্ধ হয়ে আছে বলতে পারেন?

বিনতা মৃদুকণ্ঠে শুধায়, সেটা কি বন্ধ?

হ্যাঁ, বন্ধ। ঐ ঘরে তো আর যাননি এ কদিন, তাই হয়তো আপনার লক্ষ্য পড়েনি ঘড়িটার ওপর। কিন্তু যাক্ সে কথা, মনে করে কি বলতে পারেন শেষ আপনি কখন করে ঐ ঘড়িটা ঠিক চলছে দেখেছিলেন?

বিনতা বলে, কেন, দুর্ঘটনার রাত্রেও তো সবাই যখন রাত সাড়ে আটটায় ওর ঘর থেকে বের হয়ে এল ঘড়িটা চলছিল দেখেছিলাম—আর মনে আছে সাড়ে আটটার ঘণ্টাও বেজেছিল।

বিরূপাক্ষ শুধায়, তখনও ঘড়িটা চলছিল আপনি তাহলে বলছেন বিনতা দেবী!

বিনতা জবাব দেয়, হ্যাঁ, চলছিল।

বিরূপাক্ষ কথাটার পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে সে রাত্রে সাড়ে আটটা পর্যন্ত ঘড়িটা যে চলছিল, ঠিক ঠিক আপনার মনে আছে!

বিনতা মাথা নাড়ে, হ্যাঁ।

আচ্ছা বিনতা দেবী, আপনি তো অনেক দিন এখানে আছেন, ঘড়িটা কখনও আপনি বন্ধ হয়ে যেতে দেখেছেন?

বিনতা জবাব দেয়, না। মেজর চৌধুরী বলতেন—

কি! কি বলতেন?

ঘড়িটার timing ও working নাকি অদ্ভুত। গত সাত বছরে কেনা অবধি ঘড়িটা নাকি কখনও বন্ধ হয়নি! ঘড়িটার কথা প্রায়ই উনি বলতেন, ঘড়িটা নাকি ক্লাইভের আমলের —auction sale থেকে নাকি ঘড়িটা কিনেছিলেন হাজার টাকা দিয়ে। তাই বলতেন, ঘড়িটা যেদিন বন্ধ হবে তাঁর হার্টও নাকি বন্ধ হবে।

Is it?

বিনতা মৃদুকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ।

আচ্ছা বিনতা দেবী, ঘড়িটার ঘন্টাধ্বনি কেমন ছিল? মানে ঘন্টার শব্দটা?

বিনতা বললে, খুব জোর শব্দটা হত। ঐ ঘরের মধ্যে থাকলেও সমস্ত বাড়ির মধ্যে শোনা যেত বিশেষ করে রাত্রে যখন ঘড়িটা বাজত।

হুঁ! আচ্ছা বিনতা দেবী, আপনাকে আর বিরক্ত করব না। তবে একটি অনুরোধ করে যাচ্ছি, সে রাত্রে কাকে ঘরে দেখেছিলেন সেটা বলুন এখনও। কারণ, যাকে আপনি shield করবার চেষ্টা করছেন শেষ পর্যন্ত তাকে shield করে রাখতে পারবেন না। আচ্ছা, good night!

বিরূপাক্ষ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সেদিন দ্বিপ্রহরে বিরূপাক্ষর কথাগুলো সকলকেই বিচলিত করেছিল। কেউই ভুলতে পারছিল না কথাটা যে তাদেরই মধ্যে একজন সে রাত্রে মেজর চৌধুরীকে হত্যা করেছে।

সঞ্জীবের ঘরে বসে সঞ্জীব, সমীর, বিকাশ ও স্বপ্নার মধ্যে সেই আলোচনাই গভীর রাত্রে চলছিল।

একসময় অলকেশ বলে, তাহলে সঞ্জীবদা তোমার বিশ্বাস—

সঞ্জীব অলকেশের কথার কোন জবাব না দিয়ে সমীরের দিকে তাকিয়ে বললে, সমীর, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস তো।

সমীর সঞ্জীবের নির্দেশে উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটায় খিল তুলে দিয়ে এল। সঞ্জীব এবারে মৃদুকণ্ঠে বলতে শুরু করে, শোন, অলকেশ তুমি, আমি, বিকাশ, সমীর আর স্বপ্না, পাঁচ জনই এখানে আমরা উপস্থিত আছি। বিরূপাক্ষবাবু আজ দুপুরে যে কথাটা আমাদের প্রত্যেককেই বললেন—মনে হচ্ছে সেটা তুচ্ছ ভেবে একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

সমীর যেন একটা ঢোক গিলে শুধায়, কি—কি কথা?

সঞ্জীব বলে, আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু গোপন করেছি, তাই বলছিলাম বিরূপাক্ষবাবুর কাছে না হলেও আমরা অন্তত পরস্পর আমাদের কাছে তো সে রকম সত্যিকার কিছু থাকলে প্রকাশ করতে পারি সমীর। কেমন, পারি কিনা?

সমীর বলে, নিশ্চয়ই। পারা তো উচিত।

বেশ, তবে তুমিই প্রথমে বল।

আমি! আমি কি বলব সঞ্জীবদা? কথাটা বলে বোকার মত যেন সমীর সঞ্জীবের মুখের দিকে তাকায়।

সঞ্জীব জবাব দেয়, কেন, যদি কিছু সত্যিই তুমি গোপন করে থাকো তো বল!

সমীর বলে, কিন্তু কি বলব? আমি তো কিছু গোপন করিনি।

করনি?

না।

সঞ্জীব তখন বলে, কাকার ঘর থেকে সে রাত্রে আমরা সবাই রাত সাড়ে আটটায় বের হয়ে আসি, কিন্তু তারপর—তারপর রাত দশটা পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে সমীর?

সাড়ে আটটা থেকে নটা পর্যন্ত আমি আমার ঘরেই ছিলাম।

তার পর?

স্বপ্না তাগিদ দেয়, বল সমীর, বল, চুপ করে থেকো না, বল। ঘর থেকে বের হয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে তার পর?

সমীর বলে, স্বপ্না, দোহাই তোমার, তুমি অন্তত ও-কথাটা জানতে চেও না।

সঞ্জীব দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না, that won't do! বলতে তোমাকে হবেই সমীর, বল। সত্যিই যদি আমরা এই পাঁচজনের মধ্যে কেউই সে-রাত্রে কাকাকে হত্যা না করে থাকি তো কেন আমরা বলতে পারব না যে ঐ সময়টা আমরা কে কোথায় ছিলাম এবং কি করেছিলাম!

অলকেশ সায় দেয়, নিশ্চয়ই পারব আমরা সঞ্জীবদা। বল

সমীরদা, বল।

সমীর ধীর কণ্ঠে বলে, আমি—স্বপ্না তোমারই ঘরে যাচ্ছিলাম—কিন্তু—

সঞ্জীব বলে ওঠে, বল, বল সমীর, থামলে কেন, বল ?

সমীর আবার বলে, কাকার ঘরের কাছ বরাবর গেছি এমন সময়—সঞ্জীবদা !

কি ! কি—এমন সময় কি ? বল সমীর ?

স্বপ্না তখন স্থির দৃষ্টিতে সমীরের মুখের দিকে চেয়ে আছে। সমীর বলতে থাকে খুব ধীরে ধীরে, এমন সময় কে যেন কাকার ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে স্বপ্নার ঘরে ছুটে গিয়ে প্রবেশ করল বলে মনে হল।

সঞ্জীব শুধায় ব্যগ্র কণ্ঠে, কে—কে সে ?

সমীর মাথা নেড়ে বলে, জানি না। জানি না—আমি চিনতে পারিনি তাকে, সঞ্জীবদা। শুধু—শুধু একটা যেন চুড়ির আওয়াজের মত ঝুন ঝুন আওয়াজ পেয়েছিলাম।

তারপর ? তারপর তুমি কি করলে ? সঞ্জীব আবার প্রশ্ন করে।

তারপর আর আমি স্বপ্নার ঘরে যাইনি—সোজা সেখান থেকে ফিরে এসে ছাতে চলে যাই। তারপর রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম। এ ছাড়া আর আমি কিছু জানি না।

সঞ্জীব এবার স্বপ্নার দিকে তাকিয়ে ডাকে, স্বপ্না !

স্বপ্না চোখ তুলে তাকায় সঞ্জীবের মুখের দিকে, কি ?

ঐ সময়টা তুমি কোথায় ছিলে ? সঞ্জীব প্রশ্ন করে।

আমি নটা পর্যন্ত বিনতা দেবীর ঘরে ছিলাম।

সঞ্জীব বলে, কেন, অতক্ষণ সেখানে ছিলে কেন ? বিনতা দেবী তো সে সময় তার ঘরে ছিল না। তবে ?

স্বপ্না বলে, কিছুক্ষণ সেখানে আমি অপেক্ষা করেছিলাম, তারপর তিনি না আসায় সেখান থেকে বের হয়ে আমি সমীরের ঘরে গিয়েছিলাম। কিন্তু—

বল, থামলে কেন ?

কিন্তু সমীরকে তার ঘরে না দেখতে পেয়ে আমি যখন তার ঘর থেকে বের হয়ে আসছি সেই সময়—

কি বল ?

মনে হল আমার যেন কে একজন মামার ঘর থেকে বের হয়ে এল !

কে, কে ? সঞ্জীব উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙ্গে পড়ে।

স্বপ্না বলে, আমি—আমি তাকে চিনতে পারিনি সঞ্জীবদা।

সত্যিই তাকে তুমি চিনতে পারনি স্বপ্না ?

সত্যিই চিনতে পারিনি।

বেশ। তারপর ?

স্বপ্না আবার বলতে শুরু করে, তারপর সেখান থেকে ছাতে যাই। সেখানেই আমার সমীরের সঙ্গে দেখা হয়।

সঞ্জীব বলে, হুঁ ! তাহলে দেখা যাচ্ছে মোটামুটি স্বপ্না ও সমীর প্যাসেজে একজনকে দেখেছে। কে সে ? আচ্ছা বিকাশ, তুমি? তুমি কিছু যদি গোপন করে থাকো তো—

বিকাশ বলে, না। তাছাড়া আমি তো ঘর থেকে বেরই হইনি। ঘরে বসে একটা বই পড়ছিলাম। তারপর গোলমাল শুনে বের হয়ে আসি !

সঞ্জীব এবারে অলকেশের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, অলকেশ তুমি ?

অলকেশ বলে, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘর থেকে আমি বেরই হইনি। কিন্তু সঞ্জীবদা তুমি ?

সঞ্জীব জবাব দেয়, আমিও ঘরেই ছিলাম। বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলাম। ঘর থেকে বেরই হইনি।

কিছুক্ষণের জন্য ঘরের মধ্যে যেন একটা স্তব্ধতা ঘনিয়ে আসে। সবাই যেন হঠাৎ চুপ করে যায়, কারো মুখে কোন কথা নেই। বাগানের দিককার খোলা জানালা পথে এক ঝলক শীত রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া এসে যেন সকলকে কাঁপিয়ে ঘরের কোণে টেবিলের পাশে

কিন্তু টেবিল ল্যাম্পটার শিখাটা বারেক কাঁপিয়ে দিয়ে চলে গেল।

খোলা জানালা-পথে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভেসে আসছে। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঘরের মধ্যে ইতস্তত: কেউ চেয়ারে কেউ শয্যার উপরে উপবিষ্ট, ওদের কালো কালো ছায়াগুলো দেওয়ালের গায়ে যেন কেমন রহস্যের সংকেত জানায়।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে সঞ্জীবই আবার এক সময় বলে, তাহলে দেখা যাচ্ছে সে রাত্রে একজনকে সমীরও দেখেছে, স্বপ্নাও দেখেছে—যে লোকটা সম্ভবতঃ জ্যাঠামণির ঘর থেকে বের হয়ে স্বপ্নার ঘরের দিকে গিয়েছিল।

অলকেশ মৃদু কণ্ঠে বলে, ওদের দুজনার কথা থেকে তো তাই প্রমাণ হচ্ছে সঞ্জীবদা।

তা হচ্ছে, কিন্তু কে সে? সঞ্জীব যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই কথাটা উচ্চারণ করে।

বিকাশও বলে, কে হতে পারে?

হঠাৎ যেন সঞ্জীবের পরের কথায় সকলেই ঘরের মধ্যে চম্‌কে ওঠে। সঞ্জীব বলে, সম্ভবতঃ আমাদের মধ্যেই কেউ।

আমাদের মধ্যে কেউ? অলকেশ সঞ্জীবের মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, সে রাত্রে যারা এ বাড়িতে উপস্থিত ছিল—আর আমরা কেউ না কেউ সেটা হয়তো জানিও।

চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে অলকেশ, সঞ্জীবদা!

হ্যাঁ অলকেশ, সঞ্জীব দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমরা জানি—কিন্তু আমরা সেটা গোপন করছি।

অলকেশ বাধা দিয়ে বলে, না, না—এ তুমি কি বলছ সঞ্জীবদা?

দেখ অলকেশ, সত্য গোপন থাকে না চিরদিন, একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই আর সেই দিন—আমাদের সকলের আমাদের কাছেই লজ্জার অবধি থাকবে না।

প্রত্যুত্তরে কেউ একটি কথাও বলে না। সবাই যেন স্তব্ধ, সবাই নির্বাক।

॥ চব্বিশ ॥

সেই রাত্রেই।

সলিসিটার মিঃ সান্ন্যালের ঘরের মধ্যে মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসে ইন্সপেক্টর মিঃ সেন ও সান্ন্যালের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল।

বিষয়টি হচ্ছে এতদিন সবাই জেনে এসেছে নিহত মেজর রাজেশ্বর চৌধুরী অকৃতদার ছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ নন্দদুলালের আবির্ভাবে এবং সে এসে মৃত মেজর চৌধুরীর পুত্র বলে দাবী করায় নন্দদুলালকেও যেমন কেউ মেনে নিতে পারছে না অন্তর থেকে, তেমনি নন্দদুলাল যে চিঠি নিয়ে এসেছে সংগ্রহ করে, সে চিঠিও ইন্সপেক্টর যেন অস্বীকার করতে পারছেন না।

তাছাড়া রাজেশ্বর চৌধুরীর বিবাহের ব্যাপারটা যদি সত্যিই হয়, সেটাও এমন কিছু বিস্ময় বা অবিশ্বাসের ব্যাপার হতে পারে না। একটা মানুষ প্রথম যৌবনে জনান্তিকে বিয়ে করেনি বলেই যে পরে বিবাহ করতে পারবে না তাই বা এমন কোন্ কথা! কিন্তু কথাটা হচ্ছে, গোপন করলেন কেন? বিশেষ করে একটি সন্তান যখন ছিল! ঐ গোপনতাই যেন রহস্যের ইঙ্গিত দেয়।

সঞ্জীব প্রভৃতির অবিশ্যি কথাটা বিশ্বাস না করার মধ্যে একটা যুক্তি আছে। নন্দদুলালকে আজ শুধু বিশ্বাস করাই নয়, সম্পত্তিতে তার ন্যায্য দাবীটাও মেনে নেওয়া এবং শুধু মেনে নেওয়াই নয়—সে যখন রাজেশ্বর চৌধুরীর ছেলে—সম্পত্তির বেশীর ভাগ তো এখন বোঝা যাচ্ছে তারই প্রাপ্য হবে।

ইন্সপেক্টর একসময় বলেন, তাহলে মিঃ সান্ন্যাল, সকলে এতদিন যা জেনে এসেছে সত্যিই সেটা ভুল! সত্যি সত্যিই আপনার ক্লায়েন্ট মেজর রাজেশ্বর চৌধুরী বিবাহ করেছিলেন?

সান্ন্যাল জবাব দেন, হাঁ ইন্সপেক্টর, অবিশ্যি ব্যাপারটা আমিও আগে জানতাম না।

আপনিও জানতেন না ?

না। জানতে পেরেছিলাম দুর্ঘটনার মাত্র দিন কুড়ি আগে হঠাৎ তাঁর এক জরুরী তার পেয়ে, এখানে এসে তাঁরই ইচ্ছায় নতুন করে আবার উইল করবার সময়।

তার আগে তিনি কোন উইল করেছিলেন নাকি ?

সান্ন্যাল বলেন, হ্যাঁ করেছিলেন।

আগেকার উইল ও পরে যে উইল তিনি করেন দুটোর মধ্যে কি অনেক পরিবর্তন করা হয়েছিল মিঃ সান্ন্যাল ?

সান্ন্যাল বলেন, তা করা হয়েছিল বৈকি !

কি রকম ?

সান্ন্যাল বলতে লাগলেন, প্রথম বারের উইলে তাঁর পুত্রের কোন উল্লেখই ছিল না। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি তাঁর চার ভাইপো, ভাগ্নী ও বিনতা দেবী এবং কৃতান্ত রায় ও সর্বেশ্বর চৌধুরীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন।

কি ভাবে ভাগ হয়েছিল ?

দশ ভাগ করা হয়েছিল। তিন ভাগ পাবেন অলকেশ—যেহেতু ভদ্রলোক পঙ্গু ছিলেন, এক ভাগ বিনতা দেবী—বাকী ছয় ভাগ—অন্যান্য ছয়জনের মধ্যে এক ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

আর শেষে যে উইল হল—তাতে কি ভাবে ভাগ হয়েছিল ?

সান্ন্যাল বলেন, এবারে হল এগার ভাগ। তার মধ্যে দুই ভাগ পাবে তাঁর পুত্র। অলকেশ দুই ভাগ—বাদ বাকী আগের মতই—সকলে সমান ভাগ।

হুঁ, তাহলে কাউকেই তিনি বঞ্চিত করেননি ?

না। তবে বঞ্চিত কাউকে না করলেও হঠাৎ যে তাঁর কি খেয়াল হল,—ঐ ভাবে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা করবার পর কতগুলি শর্ত শেষের দিকে যোগ করে উইলটার মধ্যে—উইলটাকে একটা জগা-

খিঁচুড়ি করে রাখলেন।

কি রকম? ইন্সপেক্টর তাকাল সান্যালের মুখের দিকে।

সান্যাল বলেন, ব্যাপারটা যেন আগাগোড়া সত্যিই অদ্ভুত। উইলটা লেখা হয়ে গেলে আমায় বললেন, সকলকে আসবার জন্য চিঠি দাও সান্যাল। আমার মৃত্যুর আগেই সকলের সামনে আমি উইলটা পড়ে যেতে চাই, কারণ আমি বুঝতে পারছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। মৃত্যু আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বলেছিলেন বুঝি ঐ কথা!

হ্যাঁ, তাঁর ঐ কথার মধ্যে অবিশ্যি সেদিন কোন গুরুত্বই আমি দিইনি, কিন্তু যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতাম কত বড় সত্য সেদিন তাঁর মুখ থেকে বের হয়েছিল—যাক্ সে কথা। শর্তের কথা বলছিলাম। তাঁর চিঠি পেয়ে সকলে আসবার পর যদি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু না হয়—অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার পরে যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে যে ভাবে উইলে লেখা আছে সেই ভাবেই সকলে যার যা প্রাপ্য পাবে।

আর তা যদি না হয়?

সে কথাই বলছি ইন্সপেক্টর। যদি তাদের আসবার পর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয় এবং যে সর্বশেষে এসে চিঠি পেয়ে পৌঁছাবে সে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বাদ বাকী সকলের মধ্যে সমান ভাগ হবে। অবশ্যি তার একমাত্র পুত্রের দুই ভাগ বাদ দিয়ে।

কিন্তু উইলের মধ্যে অমন বিচিত্র শর্ত কেন জুড়ে দিলেন, তা কিছু বলেননি?

সান্যাল বললেন, না, বলেননি বটে তবে—

তবে?

সান্যাল একটু থেমে আবার বলতে থাকেন, মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীর জীবনটা সত্যিই বিচিত্র, যেদিন জীবনে তাঁর ভালবাসার প্রয়োজন ছিল, সহানুভূতির প্রয়োজন ছিল, সেদিন তিনি কিছুই পান নি। তিনি বলতেন, তার মূলে ছিল নাকি তাঁর জীবনের সমস্ত দিক

…কে ব্যর্থতা। লেখাপড়া শিখে ভাইয়েরা সবাই তাঁর মানুষ হয়েছে, …কারবার করেছে কিন্তু কোন দিক দিয়েই তাঁর জীবনে সাফল্য আসেনি, …বলে মনোরোগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রুদ্রের অভিমত হচ্ছে একটা বিচিত্র complex নাকি তাঁর মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল।

Complex!

হুঁ। সেই যাই হোক, তারপর তিনি যুদ্ধে চলে যান, এবং যুদ্ধের চাকরির শেষ দিকেই হঠাৎ ডার্বী সুইপে এক লক্ষ টাকা পেয়ে গেলেন। কিন্তু টাকা যখন পেলেন জীবনে ভোগের সময় ও বয়স দুটোই তখন উত্তীর্ণ হতে চলেছে তাঁর প্রায়। শুধু তাই নয়, ভোগ করবার মত মনও ছিল না হয়তো তাঁর আর সেদিন, বলতে বলতে থামেন সান্যাল।

বলুন, থামলেন কেন? ইন্সপেক্টর তাগিদ দেন।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। যুদ্ধ থেমে যাবার পর এখানে এই নির্জনে এসে পুরোনো কুঠি বাড়িটা কিনে বসবাস করতে লাগলেন এবং সেই সময়ই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

তার পর?

জীবনে কোন দিক দিয়েই তিনি সফলতা লাভ করতে পারেননি বলে এতকাল তাঁর আত্মীয়স্বজনরা বরাবরই তাঁকে কৃপার চোখে, অবহেলার চোখে দেখেছে—যার জন্য তাঁর মনের মধ্যে সত্যিই একটা দুঃখবোধ ছিল এবং সে দুঃখটাই পরে হয়তো বিচিত্র একটা আক্রোশে রূপান্তরিত হয়েছিল অথচ সেই সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে যে সহজ প্রীতি ছিল আপনার জীবনের প্রতি, সেটাও তিনি কোন দিন ভুলতে পারেননি। আমার মনে হয় একদিকে তাঁর সেই আক্রোশ ও অন্যদিকে সেই প্রীতি থেকেই তাঁর উইলটা তিনি ঐ ভাবে করে গিয়েছিলেন।

খুব স্বাভাবিক। মৃদু কণ্ঠে বলেন ইন্সপেক্টর।

সান্যাল আবার বলেন, এদিকে এখানে কিছুকাল বাস করার পর হঠাৎ একদিন যেখানে যে তাঁর আত্মীয়স্বজন আপন জন ছিল সকলকে

আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন।

সে কতদিন আগেকার কথা?

তা ধরুন বছর তিনেক হবে।

সবাই এসেছিল আজ যারা যারা এখানে উপস্থিত আছে?

হ্যাঁ, কেবল সর্বেশ্বর চৌধুরী বাদে।

তার পর?

সবাই এলেন এবং মজা হল এই এতকাল যারা তাঁকে দরিদ্র বলে, unsuccesful বলে কৃপা করে এসেছে, অবহেলা করে এসেছে, তারাই আজ যেন সকলে আমার clientএর ঐশ্বর্য ও অবস্থার পরিবর্তন দেখে একেবারে গদগদ হয়ে উঠল প্রীতিতে ও ভালবাসায়।

দুনিয়ার নিয়মই যে তাই!

তিনিও অবিশ্যি মুখে সকলের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন, কিন্তু একদিন আমাকে বলেছিলেন—এরা হচ্ছে নীচ স্বার্থপর ও সুবিধাবাদীর দল—I hate them! আমি বললাম, না না—ও কথা বলছেন কেন! তাতে তিনি বলেছিলেন, আপনি জানেন না মিঃ সান্যাল, এরা যে কোন মুহূর্তে আমায় অর্থের জন্য বিষ দিতে পারে। আমাকে পিছন থেকে ছুরি চালাতে পারে। সেদিন কথাটা তাঁর আমি বিশ্বাস করিনি মিঃ সেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাই তো হল!

ইতিমধ্যে কখন যে এক সময় বিরূপাক্ষ এসে ঐ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে নিঃশব্দে এক পাশে দাঁড়িয়ে সান্যালের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল, ওরা দুজনের একজনও টের পায়নি। হঠাৎ বিরূপাক্ষর কণ্ঠ স্বরে দুজনাই চমকে ফিরে তাকায়।

বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করে, ও কথাটা কেন বললেন মিঃ সান্যাল?

ইন্সপেক্টরই বলে, বিরূপাক্ষ বাবু, আপনি কতক্ষণ!

বিরূপাক্ষ মৃদু কণ্ঠে বলে, দ্বিতীয় উইলের মর্মোদ্ঘাটন উনি যখন করছিলেন আপনাকে, তখুনি এসেছি।

শুনলেন উইলের সব কথা? ইন্সপেক্টর শুধান।

কথাটা উনি আমার এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়েছিলেন।

বিরূপাক্ষ বলে।

সে কি!

হ্যাঁ, এখানে আসবার জন্য পোস্ট অফিস থেকে ওঁর ট্রাঙ্ককল পেয়ে এখানে এসে পৌঁছবার পরই আলোচনা প্রসঙ্গে উনি কথাটা বলেছিলেন আমাকে।

আপনি তাহলে ওঁর মানে আমাদের সলিসিটার সাহেবের ট্রাঙ্ককল পেয়েই এখানে এসেছেন! মেজর সাহেবের চিঠি পেয়ে নয়?

না। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় থাকা দূরে থাক তাঁকে জীবিত মানুষও তো দেখিনি কখনো। কিন্তু যাক সে কথা, মিঃ সান্যাল, আপনি একটু আগে মেজরের মৃত্যু সম্পর্কে যে কথাটা বলছিলেন—তাহলে আপনার ধারণা, তার এই ধরনের অপমৃত্যুটা কিছুটা তার ইচ্ছাকৃত?

হ্যাঁ বিরূপাক্ষবাবু, মিঃ সান্যাল বলতে লাগলেন, তাঁর এই মৃত্যুকে ইচ্ছাকৃত বলছি এই জন্য যে, মৃত্যুকে তিনি ইচ্ছা করেই যেন শিয়রের পাশে ডেকে এনেছিলেন এবং নিজেও তিনি সে কথা জানতেন।

বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করে, কি রকম?

তিনি বলেছিলেন, মিঃ সান্যাল, আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি আমার এই লক্ষাধিক টাকার জন্যই আমার ঐ আত্মীয়রা আমাকে একদিন হত্যা করবে। ওদের প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টিতে সেই হত্যার কুৎসিত লোভ আমি দেখেছি। দেখবেন আপনি, আমার স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্তও হয়তো ওরা অপেক্ষা করবে না। আর সেটা যে মিথ্যা নয় সেটাই আমি প্রমাণ করব—আগেই তাদের সবাইকে ডেকে এনে আমার উইলটা শুনিয়ে দেবো। শুনুক তারা—তারপর লোভে করুক তারা আমাকে হত্যা।

বিচিত্র! মৃদুকণ্ঠে বলল বিরূপাক্ষ।

তারপর একটু থেমে আবার সান্যালের মুখের দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করে, কিন্তু একটা কথা মিঃ সান্যাল, সেদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন বটে, গোপনে তিনি সত্যিই বিবাহ করেছিলেন

এবং তাঁর একটি সন্তানও আছে, যার কথা এখন পর্যন্ত কেউ জানে না এবং তাঁর সেই স্ত্রী মৃত এই কথাই বলেছিলেন। কবে, কোথায়, কতদিন আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল—তাঁর সত্যিকারের পরিচয় কি, সে-সব কিছুই বলেননি!

বলিনি, কারণ আমাকে তিনি ঐটুকুই বলেছিলেন শেষবার উইল করার সময়। সব কিছু জানতে পেরেছি মাত্র গতকাল তাঁর ডায়েরীটা পড়ে।

ডায়েরী! মেজর ডায়েরী রাখতেন নাকি?

হ্যাঁ। এই নিন সেই ডায়েরী—বলতে বলতে ছোট একটা কালো মলাটের ডায়েরী বিরূপাক্ষর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে মিঃ সান্যাল বলেন, প্রকৃতপক্ষে এটা যে একটা ডায়েরী—প্রথমটায় এবার আমারে এটা মেজর দেওয়ার পরও বুঝতে পারিনি এবং তিনি বলেনওনি সে কথাটা। খাতাটা দিয়ে আমাকে বলেছিলেন, এই হিসাবের খাতাটা রাখ সান্যাল যত্ন করে তোমার কাছে। হিসাবের কোথায়ও কোন গোলমাল হলে, পরে অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর—এই খাতার মধ্যেই নির্ভুল সব হিসাব পাবে।

তার পর!

তখন ব্যাপারটা ঠিক বুঝিনি। তার পর তাঁর আকস্মিক দুর্ঘটনাজনক মৃত্যুতে খাতাটার কথা মনেও ছিল না—বলতে পারেন ভুলেই গিয়েছিলাম। কাল রাত্রে হঠাৎ খাতাটার কথাটা মনে হওয়ায় সুটকেসের ভিতর থেকে খাতাটা বের করে ওল্টাতে পাল্টাতে গিয়ে দেখলাম, শুধু হিসাবই নয় মধ্যে মধ্যে হিসাবের ফাঁকে ফাঁকে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর জীবনের অনেক কথা—যাকে ডায়েরী বা রোজনামচা অনায়াসেই বলা যেতে পারে, এই নিন দেখুন পড়ে, দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

হাত বাড়িয়ে বিরূপাক্ষ খাতাটা নিল।

জিনিসটা যে এত অমূল্য প্রথমটায় বুঝতেই পারিনি। ভাগিস সুটকেস থেকে খোয়া যায়নি! মিঃ সান্যাল বললেন।

খাতাটা হাতে নিয়ে তার পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে বিরূপাক্ষ বলে, মনে হচ্ছে হারান সূত্রটা হয়তো এর মধ্যে পাব।

হঠাৎ ঐ সময় ইন্সপেক্টর বলেন, ভাল কথা বিরূপাক্ষবাবু, কালই তাঁর উইল পড়া হবে তো ?

কি যেন ভাবছিল বিরূপাক্ষ। হঠাৎ চমকে উঠে বলে, অ্যা—না, না—এখন নয় আর দুটো দিন অপেক্ষা করুন ইন্সপেক্টর। বলেই হঠাৎ ওপাশের জানালার দিকে নজর পড়ে বিরূপাক্ষর এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে, কে ? কে ওখানে ?

বিদ্যুৎগতিতে একটা ছায়া মূর্তি যেন জানালা থেকে সরে গেল। বাইরের অন্ধকার প্যাসেজে একটা দ্রুত বিলীয়মান পদশব্দও ঐ সঙ্গে শোনা যায়।

ইন্সপেক্টর দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন কিন্তু বাধা দেয় বিরূপাক্ষ। বলে ওঠে, না না—দাঁড়ান, দাঁড়ান ইন্সপেক্টর, যাবেন না, যাবেন না।

ইন্সপেক্টর থমকে দাঁড়ায়, যাব না!

না!

কিন্তু একবার দেখলে হত না! নিশ্চয়ই কেউ এতক্ষণ আমাদের কথা আড়াল থেকে শুনছিল।

নিশ্চয়ই শুনছিল। কিন্তু শুনলেই বা। শুনুক না।

তবু একবার কে লোকটা—

মিথ্যা। যে শুনছিল সে অত্যন্ত clever! তাছাড়া অন্ধকারে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছোটা নিছক গোঁয়ার্তুমি।

ইন্সপেক্টর যেন বিরূপাক্ষর যুক্তিতে খুব সন্তুষ্ট হতে পারে না। মনটা তার কেমন খুঁতখুঁত করতে থাকে তবু। সেটা বুঝতে পেরেই বিরূপাক্ষ ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলে, ইন্সপেক্টর সাহেব, মাছ ধরেছেন কখন ছিপ দিয়ে ?

মাছ!

হ্যাঁ, বেশ বড় মাছ—বঁড়শি গিললেই তাকে ডাঙ্গায় টেনে তোলা

যায় না, যাওয়া উচিতও নয়—সুতো ছেড়ে খেলাতে হয়। ভয় পাচ্ছেন কেন ইন্সপেক্টর, এই মাত্র টোপ গিলে নিয়েছে আপনার রাঘব কাতলা! এখন সুতো ছাড়ুন—বলতে বলতে দরজার দিকে এগিয়ে যায় বিরূপাক্ষ।

আর একটা কথা ছিল বিরূপাক্ষবাবু—ইন্সপেক্টর পিছন থেকে বলেন।

কাল প্রত্যূষে।

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না, ঘর থেকে বের হয়ে গেল বিরূপাক্ষ।

॥ পঁচিশ ॥

অন্ধকার প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে কি ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ে বিরূপাক্ষ। হাতঘড়ির দিকে তাকাল। অন্ধকার হলেও রেডিয়াম ডায়েলের জন্য সময়টা বুঝতে কষ্ট হয় না। রাত সোয়া এগারটা। বিনতা দেবীর ঘরটা একবার ঘুরে গেলে কেমন হয়! ভদ্রমহিলা জেগে আছেন কিনা কে জানে! ঘুমিয়ে থাকেন, না হয় ফিরে আসা যাবে। অন্ধকারেই বিনতা দেবীর ঘরের বন্ধ দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিরূপাক্ষ।

টুক্ টুক্ করে দরজার গায়ে বার দুই টোকা দিল।

টোকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ভিতর থেকে সাড়া আসে, কে!

আমি বিরূপাক্ষ। জেগে আছেন নাকি?

দরজাটা খুলে গেল। ঘর অন্ধকার। বিনতা বলে, একটু দাঁড়ান, আলোটা জ্বেলে নিই।

শুয়ে পড়েছিলেন নাকি?

না।

বিরক্ত করলাম না তো?

দেশলাইয়ের সাহায্যে ঘরের আলোটা জ্বালতে জ্বালতে মৃদু

কণ্ঠে বিনতা বলে, না।

আলো জেলে আহ্বান জানাল বিনতা, আসুন।

বিরূপাক্ষ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে নিজেই দরজাটা ভেজিয়ে দিতে যাবে, কানে এল রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে একটা ভায়োলিনের সুর—মুহূর্তের জন্য বুঝি দাঁড়ায়, কান পেতে শুনল ভায়োলিনের সুর। মৃদু কণ্ঠে বলে, কৃতান্তবাবু এখনো জেগে আছেন দেখছি!

দরজাটা বন্ধ করে বলে, ভদ্রলোক চমৎকার বাজান।

বিনতা কিন্তু কোনরূপ উচ্চবাচ্য করে না।

বিনতা দেবী!

বলুন।

কতকগুলো কথা আপনাকে আমার জিজ্ঞাস্য আছে—কিন্তু সকলের সামনে কথাগুলো আপনাকে জিজ্ঞাসা করে বিব্রত করতে চাই না বলেই এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করছি।

কি কথা!

মৃদু শান্তকণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করে বিরূপাক্ষর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল বিনতা।

বিরূপাক্ষ বিনতার মুখের দিকেই তখন চেয়েছিল। আলোর খানিকটা তেরছা ভাবে বিনতার বাঁ দিককার চোখে মুখে এসে পড়েছে, ডান দিকটা আবছা। সমস্ত মুখখানিতে কেমন যেন করুণ বিষন্নতা। রুক্ষ চুল—বিস্রস্ত কয়েকগাছি কপালের উপরে এসে পড়েছে। বিনতার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ যেন একটা ব্যাপার তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। সাদা শাড়ী এবং নিরাভরণ দুটি হাত বিনতার। অথচ অদূরে দেখতে পাচ্ছে আলনায় ভাঁজকরা যে কয়টি শাড়ী—সব কয়টিই চওড়া লাল বা কালো পাড়ের শাড়ী। পরিধানে সাদা শাড়ী অথচ আলনায় পাড়ওয়ালা শাড়ী!

কি বলবেন বলছিলেন মিঃ সেন?

হাঁ, হ্যাঁ—কিন্তু আগে কথা চাই, মানে প্রতিশ্রুতি চাই আপনার কাছ থেকে।

প্রতিশ্রুতি! বিস্ময়ে যেন তাকায় বিরূপাক্ষর মুখের দিকে বিনতা, কিসের প্রতিশ্রুতি!

যা জিজ্ঞাসা করব তার জবাব দেবেন, মানে জবাব পাবো।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বিনতা শান্ত কণ্ঠে বললে, জবাব পাবার মত হলে নিশ্চয়ই পাবেন।

অবিশ্যি এমন কিছু কঠিন প্রশ্ন আপনাকে আমি করব না বিনতা দেবী।

কি জানতে চান বলুন?

বলছিলাম গগনেন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র কন্যা মানে রাজেশ্বরের একমাত্র বোন মৃণালিনী দেবী—

বিরূপাক্ষবাবু!

হ্যাঁ বিনতা দেবী, আমার কি ধারণা জানেন?

কি!

তিনি বাইশ বছর আগে দুর্ঘটনায় পুড়ে মরেননি।

না না—

তিনি আজো বেঁচে আছেন বলেই আমার ধারণা, বলুন বিনতা দেবী, সত্যি কিনা কথাটা?

আ—আমি জানি না!

কিন্তু আমি বলছি বিনতা দেবী, আপনি জানেন।

না, না—

জানেন আপনি!

না না—জানি না আমি।

জানেন কিন্তু বলছেন না। বেশ, তাহলে অন্তত এটা বলুন, তাদের একমাত্র মেয়ে সেই দিনকার টুনটুনীই তো আজকের স্বপ্না দেবী?

বিনতা যেন হঠাৎ চমকে ওঠে, হ্যাঁ—হ্যাঁ।

আর একটা কথা বিনতা দেবী, আপনি আগে থাকতেই উইলের কথা জানতেন, তাই না?

বিনতা মৃদুকণ্ঠে বলে, জানতাম।

জানতেন একথা যে, উইলে রাজেশ্বর চৌধুরী আপনাকেও টাকা দিয়ে গিয়েছেন ?

জানতাম।

কিন্তু কেন ? আপনি তো তাঁর কেউ নন—আপনাকে তিনি টাকা দিতে গেলেন কেন ?

তিনি কেন দিয়েছেন তাঁর টাকা—আমি কি করে তা জানব ?

জানেন কিন্তু বলবেন না, তাই না ? বেশ, রাজেশ্বর চৌধুরী যে বিবাহিত ছিলেন—তাঁর একটি ছেলে ছিল, একথাটা জানতেন ?

তিনি বিবাহ করেননি।

করেননি !

না।

কিন্তু মিঃ সান্যালের মুখে শুনেছি, তিনি বিবাহ করেছিলেন গোপনে !

তিনি জানেন না। দৃঢ় কণ্ঠে বিনতা জবাব দেয়।

কিন্তু রাজেশ্বর চৌধুরী নিজেই তাঁকে কথাটা বলেছিলেন।

তিনি বিবাহ করেননি।

কিন্তু—বিরূপাক্ষের কথাটা শেষ হল না। হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দ বিরূপাক্ষর কানে এল। উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে সে—বলে, কিসের গোলমাল, দেখে আসি !

কথাটা বলে বিরূপাক্ষ আর দাঁড়াল না, ঘরের দরজা খুলে বের হয়ে গেল।

॥ ছাব্বিশ ॥

নীচের তলায় ডাইনিং হলের সামনেই যে টানা বারান্দাটা—সেইটারই শেষ প্রান্তের ঘরের মধ্যে সকলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে যেন দাঁড়িয়েছিল।

সবাই উপস্থিত সেখানে, এমন কি ইন্সপেক্টরও।

দ্রুত পায়ে বিরূপাক্ষ এসে ঘরের মধ্যে ঢুকল, কি ! কি হল ?

আসুন বিরূপাক্ষবাবু—ঐ দেখুন !

ইন্সপেক্টরের নির্দেশে সামনে খাটটার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ যেন স্তব্ধ নির্বাক হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে জানালার ধার ঘেঁষে খাটটা। সেই খাটটার উপরেই রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ পড়ে আছে উবুড় হয়ে।

কে! রতন না? মৃদু কণ্ঠে খাটটার দিকে এগোতে এগোতে বিরূপাক্ষ শুধায়।

হ্যাঁ, রতন।

ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করতে করতে বিরূপাক্ষ বলে, খুব close range থেকে ফায়ার করেছে বলেই মনে হচ্ছে। কার্বন ডিপোজিট্ রয়েছে উণ্ড্য়ের চারপাশে।

তাহলে একেও পিস্তল দিয়ে গুলী করেই মারা হয়েছে। ইন্সপেক্টর বলেন।

হুঁ! তাই। কিন্তু এঘরে রতন এল কি করে?

কি বলছেন বিরূপাক্ষবাবু?

ঠিকই বলছি। এঘরে নন্দবাবু আর তার স্ত্রী ছিলেন। তাই না নন্দবাবু!

হ্যাঁ, নন্দদুলাল এবারে জবাব দেয়, আমরাই ছিলাম।

তবে?

কাল রাত্রে আমার wife ভয় পেয়েছেন শুনে রতন আজ তার ঘর ছেড়ে দিয়েছিল, মানে ঐ হলঘরেরই পাশের ঘরটার, আর সে এসে শুয়েছিল এঘরে।

সর্বেশ্বর একপাশ থেকে ঐ সময় বলে ওঠে, খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছ হে মিঃ কাউড্রি—মনে হচ্ছে তোমাকেই খতম করতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক।

মৃদুলা মাথা নেড়ে বলে, তা যা কইছেন কাকুমণি!

সঙ্গে সঙ্গে খিঁচিয়ে ওঠে সর্বেশ্বর, তোমাকে না বলে দিয়েছি সেদিন, তোমার কাকুমণি কস্মিনকালেও আমি ছিলাম না, আজো নই!

নন তো নন। ইঃ, ভারী আমার খুড়া শ্বশুর!

নন্দ চাপা গলায় ধমক দিয়ে ওঠে স্ত্রীকে, আঃ মৃদুলা, উনি তোমার father-in-law, respect করে কথা বল।

তুমি তো কইতাছো—উনি তো কন না।

নন্দদুলাল বলে, কইবেন, কইবেন—slowly—slowly সবাই সব স্বীকার করবেন।

বিরূপাক্ষ এতক্ষণ ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল, হঠাৎ সে ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বলে, ইন্সপেক্টর সাহেব এঁদের সকলকে ঘর থেকে যেতে বলুন।

Please, আপনারা সব এঘরে আর ভিড় করবেন না, যান—সকলের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর অনুরোধ জানান।

সকলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বিরূপাক্ষ এবারে ক্ষোভমিশ্রিত কণ্ঠে বলে, উঃ ইন্সপেক্টর, সামান্য, আমার সামান্য একটু ভুলের জন্যই বোধহয় রতন বেচারাকে এভাবে প্রাণ দিতে হলো।

ভুল! ইন্সপেক্টর বিরূপাক্ষের মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ ভুল, সান্যালের মুখে যখনই শুনেছিলাম মেজরের দ্বিতীয় উইলে তাঁর সন্তানের অধিক অংশ পাওয়ার কথা, তখনই বোঝা উচিত ছিল আমার।

বিরূপাক্ষবাবু!

Yes, ইন্সপেক্টর, বোঝা উচিত ছিল হত্যাকারী এতবড় ক্ষতিটা স্বীকার করে নেবে না মুখ বুজে নিঃশব্দে। কারণ, লোভের আগুন বড় সাংঘাতিক, একবার মনের মধ্যে জ্বলে উঠলে সর্বস্ব গ্রাস না করা পর্যন্ত নেভে না এবং এক্ষেত্রেও যখন সেই গতানুগতিক পথেই হত্যাকারীর মনের মধ্যে লোভের আগুন জ্বলেছিল, তখন অবশ্যম্ভাবী পরিণতিটা তো এই হবে। তবে এও ঠিক ইন্সপেক্টর, রতনকে জীবন দিতে হল বটে—তবে সেই হত্যাকারী নিজেকেও সম্পূর্ণভাবে exposed করে গেল।

আপনি, আপনি তাহলে ধরতে পেরেছেন বিরূপাক্ষবাবু, হত্যাকারী কে? ব্যকুল কণ্ঠে প্রশ্নটা করেন ইন্সপেক্টর।

শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় বিরূপাক্ষ, হ্যাঁ, তা পারলাম বৈকি আজ নিঃসংশয়ে!

কে! কে হত্যাকারী?

এখনো ধরতে পারছেন না হত্যাকারী কে?

না।

পরশু। পরশু রাত্রে জানতে পারবেন।

তার পর একটু থেমে বলে বিরূপাক্ষ, কিন্তু মৃতদেহের যে একটা ব্যবস্থা করতে হয় ইন্সপেক্টর!

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি।

এক কাজ করুন ইন্সপেক্টর, থানা অফিসারকে এখুনি আসবার জন্য একটা খবর পাঠান, আর—

বিরূপাক্ষর মুখের কথা শেষ হল না, হন্তদন্ত হয়ে সর্বেশ্বরের হাত ধরে টানতে টানতে মহাবীর সিং এসে ঐ ঘরে ঢুকল, হোজুর!

একি! কি ব্যাপার মহাবীর সিং?

বিস্ময়ে ইন্সপেক্টর একবার সর্বেশ্বর ও একবার মহাবীর সিংয়ের মুখের দিকে তাকান।

আঃ, ছাড়—

বলতে বলতে এক ঝটকায় সর্বেশ্বর নিজেকে মহাবীরের কবল থেকে ছাড়িয়ে নেয়।

মহাবীর সিং?

হোজুর—উনি বাগানের পিছনের দরজা দিয়ে পালাচ্ছিলেন। মহাবীর ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

পালাচ্ছিলেন?

হাঁ, পুছিয়ে না।

Never! কখনো না। মিথ্যা কথা। গর্জে ওঠে সর্বেশ্বর। ইন্সপেক্টর ডাকলেন, সর্বেশ্বর বাবু?

মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা ইন্সপেক্টর, আমি বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আর সেই সময় অন্ধকারে গিয়ে আপনার ঐ লোকটা আমাকে জাপটে ধরেছে।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলে, ইন্সপেক্টর, put him under arrest!

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে সর্বেশ্বর, What! আমাকে arrest করবেন মানে?

যেহেতু আপনি সত্যিই পালাবার চেষ্টা করছিলেন মিঃ চৌধুরী, আমি জানি। পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠেই কথাগুলো বলে বিরূপাক্ষ।

পালাবার চেষ্টা করছিলাম! আপনি জানেন?

মিঃ চৌধুরী, আমি জানি বলেই বলছি—

বিরূপাক্ষর কথাটা শেষ হল না, দরজার গোড়া থেকে কৃতান্ত বলে ওঠে, ধরা পড়ে গেছ সর্বেশ্বর, ধরা পড়ে গেছ!

চকিতে সকলে কৃতান্তর মুখের দিকে ফিরে তাকায়। আশ্চর্য! ইতিমধ্যে কখন যেন এসে কৃতান্ত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে।

ধক ধক করে জ্বলে ওঠে যেন মুহূর্তে সর্বেশ্বরের চোখের মণি দুটো।

ইন্সপেক্টর ও বিরূপাক্ষ চুপ।

একটা চাপা গর্জন করে ওঠে সর্বেশ্বর, কৃতান্ত!

কৃতান্ত কিন্তু তখনও হাসছে, তাহলে এতদিনে মুখোশ খুলে গেল সর্বেশ্বর!

কৃতান্ত! I say out! out of my sight। বলতে বলতে দু পা এগিয়ে যায় সর্বেশ্বর। তবে দু পায়ের বেশী সে এগোতে পারে না, তার আগেই ইন্সপেক্টর তাকে বাধা দেয়। সর্বেশ্বরকে ধরে ফেলে।

তারপর কৃতান্তর দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বলেন, কৃতান্তবাবু, please—চলুন এখান থেকে চলুন।

কৃতান্তকে সঙ্গে নিয়েই যেন একপ্রকার ইন্সপেক্টর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

সর্বেশ্বর এবারে সোজাসুজি বিরূপাক্ষর মুখের দিকেই তাকাল। বিরূপাক্ষ তখন একটা চার্মিনারে অগ্নিসংযোগ করতে ব্যস্ত।

বিরূপাক্ষবাবু! সর্বেশ্বর ডাকে।

বলুন! বিরূপাক্ষ তাকাল সর্বেশ্বরের মুখের দিকে। বললে, কিন্তু এখানে নয়, চলুন মিঃ চৌধুরী হল ঘরে যাওয়া যাক। আপনার বক্তব্য থানার O. C. না আসা পর্যন্ত ঐ ঘরেই বসে বসে শোনা যাবে।

হল ঘরে এসে বিরূপাক্ষ সর্বেশ্বরকে বসতে বললেও কিন্তু বসল না। সে দাঁড়িয়েই থাকে এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পূর্ব প্রশ্নের জের টেনে বলে, আমি জানতে চাই বিরূপাক্ষবাবু, এর অর্থ কি?

বিরূপাক্ষ শান্ত দৃষ্টিতে সর্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কিসের অর্থ আপনি জানতে চান, বলুন তো সর্বেশ্বরবাবু?

ইন্সপেক্টরকে আমাকে অ্যারেস্ট করতে বলার মানে কি? আপনাদের কি এই ধারণাই শেষ পর্যন্ত হল বুঝব যে, আমিই সে রাত্রে আমার দাদাকে হত্যা করেছি?

সে প্রশ্নের জবাব আমি পরে দিচ্ছি মিঃ চৌধুরী। তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন! দুর্ঘটনার রাত্রে আপনি এখানে এসেও কেন নিজেকে পরের দিন বেলা এগারটা পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলেন? নিজেকে প্রকাশ করেননি কেন?

সর্বেশ্বর বলে, আবার আপনি সেই কথা তুলছেন বিরূপাক্ষবাবু! আমি আসিনি সে রাত্রে। পরের দিন বেলা এগারটার ট্রেনেই এখানে এসে পৌঁছেছি।

শান্তকণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলে, না, আপনি আগের দিন পাটনা থেকে যে ট্রেনটা কলকাতায় যায় এবং এখান দিয়ে পাস্ করে সন্ধ্যা ছটা নাগাদ, সেই ট্রেনে এসেছিলেন। তারপর রাত সাড়ে দশটার মেল ট্রেনে পরবর্তী জংশনে গিয়ে পরের দিন সকালের ট্রেনে এগারটায় এখানে আবার ফিরে এসেছেন।

Is that so!

হ্যাঁ।

সর্বেশ্বর চিবিয়ে চিবিয়ে এবারে বলে, মেল ট্রেনটা তো এখানে থামে না বিরূপাক্ষবাবু, আমি কি তবে চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে উঠেছিলাম নাকি!

না, at the point of your pistol, আপনি Station-master অচিন্ত্যবাবুকে সে রাত্রে মেল ট্রেনটা এখানে থামাতে বাধ্য করেছিলেন। এখন তো বুঝতে পারছেন সর্বেশ্বরবাবু, আমার কাছে কিছুই গোপন নেই! Now you tell me—why—কেন এখানে এসেও নিজেকে গোপন করে রেখেছিলেন?

সর্বেশ্বর বলে, বেশ, তা যদি সত্যিই হয় তো আমিই দাদাকে হত্যা করেছি, প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে নাকি?

না, তা হচ্ছে না বটে, তবে একথা প্রমাণ হচ্ছে দুর্ঘটনার সময় এই কুঠি বাড়িতে সবার অজ্ঞাতে আপনি উপস্থিত ছিলেন।

সর্বেশ্বর এবারে বলে, হ্যাঁ ছিলাম।

কিন্তু কেন? why? কেনই বা উপস্থিত ছিলেন আর উপস্থিত থেকেও কেনই বা কথাটা গোপন করেছিলেন? বলুন, নচেৎ এখুনি আপনাকে আমি থানায় পাঠাতে বাধ্য হব।

আমি—

Yes! বলুন!

But—but I never killed him! Believe me, বিরূপাক্ষবাবু।

ঐ সময় ইন্সপেক্টর এসে ঘরে ঢুকলেন এবং তিনিই এবারে প্রশ্ন করেন, কিন্তু কেন এসেছিলেন তবে?

আমার—আমার প্রয়োজন ছিল!

কি প্রয়োজন ছিল সেটাই তো জানতে চাইছি! বিরূপাক্ষ আবার বলে।

বিনতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।

আপনি তাহলে নিশ্চয়ই জানতেন সর্বেশ্বরবাবু যে বিনতা দেবী

এখানে মেজর চৌধুরীর আশ্রয়েই আছেন।

আগে জানতাম না, তবে কয়েকদিন আগে জানতে পেরেছিলাম।

But how! কেমন করে? বিরূপাক্ষই প্রশ্ন করে।

যেমন করেই জানতে পারি, জানতে পেরেছিলাম।

বলবেন না? বেশ। আর একটা কথার জবাব দিন, কতদিন ধরে আপনার এবং আপনার ভগ্নিপতি কৃতান্তবাবুর বিনতা দেবীর সঙ্গে পরিচয়?

কৃতান্ত আমার College life-এর বন্ধু। কিছুদিন কৃতান্ত মেডিক্যাল College-এ পড়েছিল। বিনতা ছিল মেডিক্যাল কলেজের নার্স। সেইখানেই ওদের আলাপ।

শুধু আলাপ? প্রশ্নটা করে বিরূপাক্ষ সর্বেশ্বরের মুখের দিকে তাকায়।

ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল বৈকি এবং একটু গভীরই হয়েছিল। সেই জন্যই ওর সঙ্গে যখন দাদা আমাদের একমাত্র বোনের বিয়ে ঠিক করেছিলেন, আমি বাধা দিয়েছিলাম। কিন্তু তখন জানতাম না—

কি?

জানতাম না যে, একই জুয়ার আড্ডায় দাদার সঙ্গে ইতিপূর্বেই কৃতান্তর নিবিড় সখ্যতা হয়েছিল। বড় লোকের ছেলে ছিল কৃতান্ত। তাই বোধহয় দাদা ভেবেছিল মৃণালিনীর সঙ্গে ওর বিয়ে হলে দাদার সুবিধাই হবে।

হয়নি বুঝি? ইন্সপেক্টর শুধান এবারে।

না। অত কাঁচা ছেলে ছিল না কৃতান্ত কোনদিনই। তাছাড়া রায়বাড়ির ঐশ্বর্যের সিন্দুকে তখন ঐশ্বর্যটা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছিল। যার ফলে ওদের বিয়ের বছর দুয়েক পরেই রাজেশ্বর চৌধুরী বুঝতে পারলেন ভুল করেছেন। কিন্তু ভুলের সংশোধন তখন হাতের বাইরে। তাছাড়া কৃতান্ত-বিনতা সংবাদটাও ইতিমধ্যে বাবা ও রাজেশ্বর চৌধুরী উভয়েই জানতে পেরেছিলেন।

বিরূপাক্ষ এবারে প্রশ্ন করে, কিন্তু আপনার সঙ্গে বিনতা দেবীর

আলাপ হল কখন ?

যে নার্সেস কোয়ার্টারে বিনতা থাকত, সেখানে আমার একজন পরিচিত মহিলা থাকায় সেখানে মধ্যে মধ্যে আমি যেতাম। সেখানেই বিনতার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।

বিরূপাক্ষ বলে ওঠে, সেই সময়ই বোধকরি আপনার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয় বিনতা দেবীর ?

সর্বেশ্বর মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলে, কথাটা হয়তো আপনারা আজ আমার কেউ বিশ্বাস করবেন না, তবু বলছি, বিনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিলাম আমি ঠিকই; কিন্তু করেছিলাম আমি এই জন্য যে, বিনতাকে যদি কৃতান্তর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে আনতে পারি, তবে হয়তো ওদের জীবনটা আবার সুখের হতে পারবে! কিন্তু কি হল তাতে করে! কিছুই তো হল না। মাঝখান থেকে আমিই হলাম কলঙ্কের ভাগী আর মৃণালিনী—একমাত্র বোন আমাদের লজ্জায় ঘৃণায় চিরজীবনের মত কোথায় যে নিরুদ্দিষ্টা হয়ে গেল আজও তার সন্ধান পেলাম না।

তবে সত্যিই মৃণালিনী দেবী পুড়ে মরেননি আগুনে ? ইন্সপেক্টর শুধালেন।

না। অবিশ্যি সেটাই রটনা করে দেওয়া হয়েছিল।

আর মৃণালিনী দেবীর একমাত্র মেয়ে টুনটুনী ? ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করেন আবার।

খুব সম্ভবত সে ঐ—স্বপ্নাই। কিন্তু আপনাদের আমি বলছি, সব কিছুর মূলে ঐ চৌধুরীবাড়ির শনি কৃতান্ত রায়। ঐ শয়তানটা। ঐ—হ্যাঁ—ঐ কৃতান্তই সেদিন দাদাকে হত্যা করেছিল।

বিরূপাক্ষ বলে, কিন্তু কেন ?

কেন আবার কি! আজ কৃতান্তর চারদিক আকণ্ঠ দেনা, দেনার দায়ে ইদানীং ও কয়েক বছর চোরের মতই পালিয়ে পালিয়ে বেড়া-ছিল। দাদার টাকাটা পেলে কিছু অন্তত ধার দেনা শোধ হয়ে যায়, মান বাঁচে।

কিন্তু আপনি সে রাত্রে বিনতা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কেন, তা তো কই বললেন না মিঃ চৌধুরী? আবার পূর্ব প্রশ্নটাই ঘুরিয়ে করে বিরূপাক্ষ।

ক্ষমা করবেন, সেটা একান্তই আমার নিজস্ব, একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

বলবেন না বুঝতে পারছি। বেশ, আর একটা কথার জবাব দিন, বিনতা দেবীর একটি সন্তান হয়েছিল, তাই না? বিরূপাক্ষ পুনরায় শুধায়।

কথাটা আপনাদের বিনতা দেবীকেই জিজ্ঞেস করবেন।

ইন্সপেক্টর বলেন, তাকে তো জিজ্ঞাসা করা হবেই—আপনার কাছ থেকেও কথাটা আমরা জানতে চাইছিলাম।

যতদূর জানি হয়েছিল তার একটি সন্তান—তবে সে সন্তান তার আজও বেঁচে আছে কিনা, আর বেঁচে থাকলেও কোথায় সে আছে তা বলতে পারব না।

আচ্ছা, সে সন্তান ছেলে না মেয়ে কিছু জানেন? বিরূপাক্ষই শুধায়।

জানি না। কিন্তু এবারে বলুন আমাকে কি আপনারা সত্যিই—

বিরূপাক্ষ পূর্ববৎ শান্তকণ্ঠে বলে, মিঃ চৌধুরী, সত্যিই আমি দুঃখিত, বিশেষ কোন কারণেই আপাততঃ আপনাকে আমরা ছাড়তে পারছি না।

ছাড়তে পারছেন না!

না।

অর্থাৎ আমাকে হাজতে পাঠাবেন!

ঠিক তা নয় সর্বেশ্বরবাবু, বিরূপাক্ষ বলে, এখানকার থানা অফিসার মিঃ চক্রবর্তীর সতর্ক প্রহরায় আপাততঃ আপনি থাকবেন মাত্র।

বলতে বলতেই থানা অফিসার মিঃ চক্রবর্তী এসে ঘরে ঢুকলেন।

এই যে মিঃ চক্রবর্তী, ডেড্ বডিটা রিমুভ করবার কি করলেন?

ট্রাক এনেছি সঙ্গে।

[বা]ড়ি বাড়িতে উপস্থিত মানুষগুলোর মনের উপর দিয়ে যেন নতুন করে [আ]বার ঝড় বয়ে গেল।

রতন নিহত, সর্বেশ্বর গ্রেক্‌তার। সকলকেই যেন স্তব্ধ বিমূঢ় করে [দি]য়ে গিয়েছিল। বাকী রাতটুকু আর কারো চোখেই ঘুম এল না।

অবশেষে রাত্রি এক সময় প্রভাত হল। সকলেই এক সময় [এ]কের পর এক নীচের ডাইনিং হল ঘরটায় এসে উপস্থিত হতে [থা]কে। সকলেই সকলের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকায়। সকলের [ম]নের মধ্যেই যেন আজ একটা অস্বস্তি। সকলেই যেন আজ সকলকে [স]ন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে।

সর্বশেষে এসে হল ঘরে ঢোকে মৃদুলা আর নন্দদুলাল। দুজনে [দু]টো চেয়ারে আজ পাশাপাশি না বসে মুখোমুখি বসল। এক সময় [বা]বুর্চি এসে সকলকে প্রাতরাশ দিতে শুরু করে। মৃদুলা এক সময় [তা]র স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, যে যাই কউক, হেয়ায় আমি বিশ্বাস করি না।

নন্দদুলাল বলে, কি বিশ্বাস কর না?

কাকুমণি খুন করতে পারে না। কাকুমণি নির্দোষ।

নন্দদুলাল মুখভঙ্গি করে বলে ওঠে, নির্দোষের তুমি তো সব জেনে একেবারে বসে আছ।

সে তুমি যাই কও। দেইখো আমি কইয়া রাখলাম, কাকুমণি একাজ করতে পারে না।

করতে পারে না!

না।

তবে ইন্সপেক্টর মিথ্যে মিথ্যে তাঁকে ধরে থানায় পাঠিয়ে দিল [কা]ল রাত্রে?

তাই।

তাই !

হ। দেখ, আমি মানুষ চিনি, তাছাড়া ম্যায়েমানুষের মুখ চিনতে দেরী হয় না।

তাহলে আমাকেও তুমি চিনেছ বল !

মৃদুলা বলে, চিনুম না ক্যান, চিনছি, খুব চিনছি—হাড়ে হাড়ে চিনছি !

নন্দ মুখ ভেংচে বলে, চেনছো ! তা কি চেনছো, কও দেহি, শোনবো ? শুনবার চাও ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, চাই। কও।

তবে কমু—তুমি পারো !

আমি পারি ! কি—কি পারি ?

খুন করতে।

নন্দ একলাফে চেয়ার থেকে যেন উঠে দাঁড়ায়, মৃদুলা—ওরে পোড়াকপাইলা—

মৃদুলা তাড়াতাড়ি সঞ্জীবের আড়ালে গিয়ে বলে, এই দেখো—ক্ষেইপা উঠলা ক্যান ! দেখো দেখো, আরে—আরে—ও সঞ্জীববাবু এই দেহেন—আপনার ভায়ে ক্ষেপছে !

সত্যিই নন্দ তখন মৃদুলার দিকে চোখ কটমট করে এগিয়ে আসছে। সঞ্জীব মৃদুলাকে আড়াল করে দাঁড়ায়। কিন্তু নন্দ বলে, তফাত যাও। তফাত যাও—উসকো হাম দেখ লেংগা !

সঞ্জীব বাধা দিতে দিতে বলে, আরে মশাই—থামুন, থামুন।

কভি নেই, সব ঝুটা—সব ঝুটা। হাট্ যাও সঞ্জীববাবু, এতনা trecherous স্ত্রী ! ও থাকলেই বা কেয়া হোতা হ্যায় আর না থাকলেই বা কেয়া হোতা হ্যায় ?

মৃদুলা সঞ্জীবের আড়াল থেকেই বলে, দেখছেন সঞ্জীববাবু, দেখছেন। সত্য কথা কইছি কিনা, তাই একেবারে ক্ষেইপা ওঠছে !

নন্দ গর্জায়, মৃদুলা, ইধার আও জলদি !

মৃদুলা বলে, কথখোনো না। মারবা তুমি আমারে।

নন্দ সঞ্জীবকে সরাবার চেষ্টা করে বলে, সরে যান মশাই—husband আর wife-এর ব্যাপারের মধ্যে don't come, সরে দাঁড়ান!

সঞ্জীব তবু বলে, আরে মশাই শুনুন, শুনুন।

নেহি। কভি নেহি! এর একটা ফয়সলা আমাকে করতেই হবে। অনেক—অনেক সহ্য করেছি, আর না। আমি ঢের সয়েছি, আর তো সব না!

এমন সময় স্বপ্না এসে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, কি—কি হল সঞ্জীবদা? ওকি নন্দবাবু?

সঞ্জীব বলে, আর বল কেন, দেখ না—আবার ঝগড়া শুরু হয়েছে দুজনে।

স্বপ্না বলে, থামুন, থামুন। কি নিয়ে আবার ঝগড়া শুরু হল?

মৃদুলা সাক্ষী মানে স্বপ্নাকে, আচ্ছা ঠাকুরঝি, আপনেই কন, কাকুমণি খুন করতে পারেন কখনো ভাইরে?

স্বপ্না দৃঢ় কণ্ঠে বলে, নিশ্চয়ই না।

তাই আমি কইছি আর আমারে মারবার লাইগা ক্ষেইপা ওঠছে।

স্বপ্না নন্দর দিকে চেয়ে বলে, ছিঃ ছিঃ, এ আপনার অন্যায় নন্দবাবু! হাজার হলেও আপনার স্ত্রী।

নন্দ গর্জে ওঠে, স্ত্রী! এতদিন ছিল, আজ থেকে আর কেউ নয়। Divorce করলাম ওকে আমি।

মৃদুলা সঙ্গে সঙ্গে বলে, বাঁচলাম।

সম্পত্তির ব্যাপারটা চুকে যাওয়ার সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ব্যবস্থাই সঙ্গেই আমি করছি। অমন স্ত্রী নিয়ে ঘর করার চাইতে বনে গিয়ে বাণপ্রস্থ নেওয়াও শ্রেয়। সেখানে বাঘ ভাল্লুক সিংহ থাকতে পারে কিন্তু পাষাণী নিষ্ঠুর কলঙ্কিনী স্ত্রী নেই। বাণপ্রস্থ নেওয়াই আমার ভাল। বাণপ্রস্থ—

বলতে বলতে ঝড়ের মতই ঘর থেকে বের হয়ে যায় নন্দদুলাল।

স্বপ্না বলে, ভীষণ রেগে গিয়েছেন ভদ্রলোক, যে ভাবে দুমদুম করে চলে গেলেন—

মৃদুলা ঠোঁট উল্টে বলে, অঃ রাগছে ত হইছে কি!

সঞ্জীব বলে, আপনি ওঁর সঙ্গে গেলে পারতেন মৃদুলা দেবী।

ক্ষেপছেন। এখন গেলে হয়তো সত্যি সত্যিই মাইরা বসবো। রাগ পড়লে আপনেই ফিইরা আসবো দেখেন না। আমারে ছাইরা ও থাকবার পারবো নাকি?

স্বপ্না ঐ সময় বলে, সঞ্জীবদা, ইন্সপেক্টর এই দিকেই যেন আসছেন মনে হচ্ছে!

সত্যিই দেখা গেল শুধু ইন্সপেক্টরই নয়, সঙ্গে বিরূপাক্ষও এসে ঘরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকে ইন্সপেক্টর বলেন, এই যে, আপনারা সবাই আছেন দেখছি। তা নন্দবাবুকে দেখছি না, তিনি কোথায়?

সঞ্জীবই জবাব দেয়, মিসেস কাউড্রির সঙ্গে একটু আগে ঝগড়া করে চলে গেছেন।

চলে গিয়েছেন! কোথায়?

মৃদুলা জবাব দেয়, যাবেন আর কোথায়! রাগ হইছে, রাগ পড়লেই আসবেন'খন।

বলতে না বলতেই দেখা গেল নন্দদুলাল ফিরে এসে ঘরে ঢুকল এবং মৃদুলার দিকে চেয়ে হাসি হাসি মুখে বলে, ভেবে দেখলাম, তুমি অবলা, সরলা, তাছাড়া তোমার আবার ডিজিজ আছে হিস্ট্রিয়া, তাই মৃদুলা, এবারের মত তোমাকে excuse করলাম।

কি করলা?

উঃ ঈশ্বর, কবে যে তোমার decent ভাষার জ্ঞান হবে—পায়ে পড়ি তোমার মৃদুলা, একটু decent ভাষায় কথা বল! এ ভাবে প্রতি মুহূর্তে কর্ণপটাহ্ আর বিদারণ করো না। আমার damaged হার্টকে রক্তাক্ত করো না।

মৃদুলা মুখ বেঁকিয়ে বলে, মরণ!

সমীরই প্রথম প্রশ্ন করে, ইন্সপেক্টর, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

নিশ্চয়ই, বলুন !

কাকামণিকে arrest করা হল কেন ? আপনাদের কি তাহলে ধারণা কাকামণিই জেঠামণিকে হত্যা করেছেন ?

ইন্সপেক্টর বললেন, সমীরবাবু, শুধু সর্বেশ্বর চৌধুরীকেই নয়, মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীর নৃশংস হত্যার ষড়যন্ত্রে যাঁরা বা যে যে লিপ্ত ছিলেন বলে আমরা অনুমান করছি, তাঁদেরও এবারে এক এক করে arrest করা হবে।

সঞ্জীব বলে, I see, তাহলে এতদিন পরে আপনারা ধারণা করলেন ইন্সপেক্টর যে, তাকে আমরা সকলে মিলে ষড়যন্ত্র করেই হত্যা করেছি ?

বিরূপাক্ষ জবাব দেয়, ভুলে যাচ্ছেন কেন সঞ্জীববাবু, এক জনের দ্বারা কখনো কোন ষড়যন্ত্র হয় না, একাধিক ষড়যন্ত্রকারীর প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে—

বুঝলাম। সঞ্জীব জবাব দেয়, তা আপনাদের সন্দেহের তালিকাভুক্ত যাঁরা তাঁদের বাদ দিয়ে বাকী যাঁরা আপনাদের সন্দেহে পড়েন না তাঁদের কি এই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারেন না ?

অলকেশ সায় দেয়, হ্যাঁ, ঠিক—ঠিক বলেছ তুমি সঞ্জীবদা ! দয়া করে ইন্সপেক্টর তাঁদের অন্তত যেতে দিন।

বিরূপাক্ষ বলে, আজ না হয় কাল যারা নির্দোষী তারা মুক্তি পাবেই, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন আপনারা সঞ্জীববাবু !

কৃতান্ত ঘরে ঢুকে এবং বলে, ব্যস্ত কি সাধে হয়েছি বিরূপাক্ষবাবু, যে জাঁতা কলে সকলকে আমাদের এই কয়দিন ধরে পিষছেন, দম্ যে আটকে আসবার যোগাড় হল !

বিরূপাক্ষ সকলের দিকে চেয়ে বললে, শুনুন আপনারা সবাই যারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন। কৃতান্তবাবু, সঞ্জীববাবু, সমীরবা, বিকাশবাবু, অলকেশবাবু, নন্দবাবু, স্বপ্না দেবী, মৃদুলা দেবী,

আপনারা যদি আমার একটি প্রশ্নের সত্যিকারের জবাব দেন, তা হলে বুঝব আপনাদের মধ্যে কার পক্ষে সে রাত্রে মেজর চৌধুরীকে হত্যা করবার সম্ভাবনা ছিল সব চাইতে বেশী এবং সেটা জানতে পারলে আমরা হয়তো বুঝতে পারব, কাকে আমাদের চাই আর কাকে কাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

অলকেশ সর্বাগ্রে বলে, কি—কি আপনার প্রশ্ন বিরূপাক্ষবাবু? আমরা নিশ্চয়ই সত্য জবাব দোব।

বিরূপাক্ষ বলে, ঠিক বলছেন, কথার খেলাপ করবেন না আপনারা কেউ?

অলকেশ বলে, না না।

বেশ। তবে শুনুন সকলে আপনারা, আমরা জেনেছি—সে রাত্রে অর্থাৎ দুর্ঘটনার রাত্রে, রাত নটা বাজবার কয়েক সেকেণ্ড আগে পর্যন্তও মেজর চৌধুরী জীবিত ছিলেন। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে ঠিক একেবারে কাঁটায় কাঁটায় রাত নটায়!

সঞ্জীব বলে, রাত নটায়!

বিরূপাক্ষ শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ, রাত ঠিক নটায়।

সমীর মন্তব্য করে, How absurd!

না, Absurd নয়—তাই সত্যি সমীরবাবু। প্রতিবাদ জানায় বিরূপাক্ষ।

সমীর এবারে বলে, কি করে তা সত্যি হতে পারে? রাত সাড়ে দশটার মেল ট্রেনটা যখন পাস করছে ঠিক সেই সময় স্বপ্না পিস্তলের গুলীর আওয়াজ শুনেছে।

না, তিনি কোন পিস্তলের আওয়াজই শোনেননি। বিরূপাক্ষ আবার প্রতিবাদ জানাল।

মানে? সে শুনল অথচ—

তাই যদি হয় সমীরবাবু, আপনারা তো সেই সময় দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছাতে কথা বলছিলেন। স্বপ্না দেবী শুনলেন অথচ পিস্তলের আওয়াজটা আপনি শুনতে পেলেন না! তা

ছাড়া স্বপ্না দেবী আমাদের সামনেই তো দাঁড়িয়ে আছেন—বলুন, সত্যিই সে রাত্রে ঐ সময়ে তিনি কোন পিস্তলের আওয়াজ শুনেছিলেন কি? স্বপ্না দেবী, বলুন?

স্বপ্না যেন কেমন দ্বিধাগ্রস্তভাবে বলে, আ—আমি—

আপনি শোনেননি?

অলকেশ এবারে বলে, বেশ, কিন্তু আপনার কথাই যদি সত বলে ধরে নেওয়া যায় বিরূপাক্ষবাবু, সে রাত্রে রাত নটাতেই যদি তিনি নিহত হয়ে থাকেন, তবে পিস্তলের আওয়াজটা আমরা কেউই শুনতে পেলাম না তাই বা কি করে সম্ভব?

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে এবার বলে বিরূপাক্ষ, কেউ শুনতে পাননি তা তো নয় অলকেশবাবু। হ্যাঁ, আর কেউ শুনে থাকুক বা না থাকুক, অন্তত I am sure— দুজনে সে আওয়াজ শুনেছিলেন!

সঞ্জীব শুধায়, দুজন!

হ্যাঁ, দুজন!

কে, কে?

বিরূপাক্ষ এবারে বলে, একজন হত্যাকারী আর—

অলকেশ শুধায়, আর?

আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন—স্বপ্না দেবী।

স্বপ্না সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত কণ্ঠে বলে ওঠে, না না, আমি শুনিনি!

শুনেছেন।

না না, আপনি বিশ্বাস করুন বিরূপাক্ষবাবু! তাছাড়া আমি —আমি যখন—

বলুন, থামলেন কেন?

স্বপ্না বলে, হ্যাঁ, বলছি—আমি বলছি—রাত নটা বাজবার কিছুক্ষণ পরেই বড় মামার ঘরে একবার আমি গিয়েছিলাম।

তার মানে আপনি বলছেন স্বপ্না দেবী, বিনতা দেবীর ঘরে যাবার আগে সে রাত্রে একবার মেজর চৌধুরীর ঘরে আপনি গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, কিন্তু, কিন্তু সে সময়—তখন বড় মামা বেঁচে ছিল।

বিরূপাক্ষ বলে ওঠে, না, তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

কিন্তু আমি—আমি যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি !

বললেও জবাব পাননি তাঁর কাছ থেকে।

পেয়েছি, পেয়েছি—স্পষ্ট মনে আছে আমার।

তাই তো বলছি, যার কণ্ঠে সেদিন আপনি অন্ধকারে জবাব পেয়েছিলেন তার কণ্ঠস্বর আপনি তখন না চিনতে পারলেও পরে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন ! বলুন—বলুন সে কার কণ্ঠস্বর ? বলতে বলতে বিরূপাক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় স্বপ্নার মুখের দিকে।

স্বপ্না বলে, সে বড় মামারই কণ্ঠস্বর।

এখনো আপনি সত্য গোপন করছেন স্বপ্না দেবী ? বেশ—বলুন, তবে কেন সে রাত্রে আবার আপনি গিয়েছিলেন মেজর চৌধুরীর ঘরে ?

বিনতা দেবী এসে বলেছিলেন বড় মামা নাকি একবার ডেকেছেন তাই।

আবারো আপনি সত্য গোপন করছেন স্বপ্না দেবী ? বুঝতে পারছেন না ঐ মিথ্যা কি ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে ?

স্বপ্না এবারে যেন ভেঙ্গে পড়ল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি গোপন করছি, গোপন করছি ! কিছু জানি না আমি, কিছু জানি না।

স্বপ্না দেবী ! বিরূপাক্ষ আরো এগিয়ে আসে স্বপ্নার সামনে।

স্বপ্না ভাঙ্গা গলায় বলে, আপনার যদি তাই মনে হয় যে, আমিই বড় মামাকে সে রাত্রে হত্যা করেছি বিরূপাক্ষবাবু তো করেছি, ধরুন—আমাকে ধরুন—arrest করুন আমাকে, ফাঁসি দিন—ফাঁসি দিন !

কেঁদে ফেলে সত্যি সত্যিই এবারে স্বপ্না শেষের দিকে।

সমীর এগিয়ে আসে, স্বপ্না, স্বপ্না !

না না—সমীর তাই—তাই সত্যি। আমিই বড় মামাকে হত্যা করেছি, আমিই—বলতে বলতে ঝড়ের মত স্বপ্না ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সমীর রাগত কণ্ঠে বলে ওঠে, স্বপ্না—শোন, শোন। না না, এ আমি সহ্য করব না বিরূপাক্ষবাবু, এ torture! এ রীতিমত অত্যাচার।

বিরূপাক্ষ শান্ত গলায় বলে, সত্য যখন এমনি করে স্পষ্ট হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন তাকে এমনিই নিষ্ঠুর মনে হয় সমীরবাবু! আপনিও বাদ যাবেন না, আপনারও সামনে এসে আজ সেই সত্যই দাঁড়িয়েছে—আপনার কাছ থেকেও তাই সত্য জবাবটাই আমরা চাই।

বিরূপাক্ষবাবু! সমীর বিস্ময়ে তাকাল বিরূপাক্ষর মুখের দিকে।

হ্যাঁ বলুন! আপনি সে রাত্রে ঠিক নটার সময় কোথায় ছিলেন? আর আপনি গুলীর শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন কিনা?

সমীর বলে, সব কথা তো আগেই আপনাকে বলেছি—নতুন করে আমার আর কিছুই বলবার নেই। আর গুলীর শব্দ আমি শুনতে পাইনি।

গুলীর শব্দ শুনতে না পেলেও একটা কিছু নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছিলেন! যেমন ধরুন, মেজরের ঘরের মধ্যে অবস্থিত গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকে রাত্রি নটা বাজবার ঢং ঢং শব্দ।

তা—তা বোধহয় পেয়েছিলাম শুনতে।

তাও বোধহয় পেয়েছিলেন শুনতে! Well সঞ্জীববাবু, বিকাশ বাবু, অলকেশবাবু আপনারা? আপনারা সে রাত্রে নটার সংকেতধ্বনি ঘড়িতে শুনতে পেয়েছিলেন?

সঞ্জীব অলকেশ বিকাশ সবাই বলে, পেয়েছিলাম।

শান্ত কণ্ঠে বলে বিরূপাক্ষ, আমি জানি সবাই আপনারা শুনতে পেয়েছেন, it was so loud!

এবারে এক পাশ থেকে কৃতান্ত বলে ওঠে, হ্যাঁ, আমার যেন এখন মনে পড়ছে বিরূপাক্ষবাবু, গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটায় যখন রাত নটা বাজছিল, সেই সময় অন্য একটা শব্দও শুনতে পেয়েছিলাম।

অন্য একটা শব্দ?

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন পেয়েছিলাম। তবে ঠিক কিসের শব্দ বুঝতে

পারিনি। মানুষের চীৎকারও হতে পারে!

হুঁ! আচ্ছা, আপনারা কি কেউ লক্ষ্য করেছেন আর একটা ব্যাপার, ঠিক নটা বেজে দুই মিনিটে ঐ গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটা বন্ধ হয়ে আছে!

সঞ্জীব বলে, আর কেউ লক্ষ্য করেছে কিনা জানি না, তবে আমি করেছি।

বিরূপাক্ষ এবারে বলে, মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীর মনের সঙ্গে এমন একটা বিচিত্র সেন্টিমেণ্ট জড়িয়ে ছিল যাতে করে প্রায়ই তিনি নাকি বলতেন, ঐ গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটার মধ্যেই রয়েছে তাঁর প্রাণ। ঐ ঘড়িটা যেদিন যে মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে তাঁর হৃৎপিণ্ডও নাকি সেই দিন সেই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে। ঘড়িটার চলার আওয়াজ ও তার ঘণ্টাধ্বনি এত তাঁর প্রিয় ছিল যে, নীচের ঘর থেকে এনে একেবারে নিজের শয়ন ঘরের মধ্যে ঘড়িটা রেখে দিয়েছিলেন। শুয়ে শুয়ে ঘড়ির চলার শব্দটা শুনতেন। সে যাই হোক, আমার মতে ঘড়ির ব্যাপারটা তাঁর অবচেতন মনের একটা বিচিত্র বিলাস ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তারও হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়েছে সেই সঙ্গে ঘড়িটাও থেমে গিয়েছে!

কৃতান্ত বলে, সত্যিই বিচিত্র তো!

বিচিত্রই বটে কৃতান্তবাবু তবে আরো বিচিত্র কি জানেন? ঐ গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটাই মেজর চৌধুরীর রহস্যপূর্ণ হত্যার উপরে প্রথম আলোক-সম্পাত করেছিল। যার ফলে আমি জানতে পারলাম ঠিক রাত নটায় রাজেশ্বরকে হত্যা করা হয়েছিল।

কৃতান্ত বলে, কিন্তু কেন? কেন ঠিক রাত নটায় রাজেশ্বরকে হত্যা করেছিল?

বিরূপাক্ষ বলে, যেহেতু হত্যাকারীর প্রথমতঃ ইচ্ছা ছিল সেই রাত্রেই সকলে ঘুমিয়ে পড়বার আগেই জানুক যে মেজর নিহত হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ —

কৃতান্ত শুধায়, দ্বিতীয়তঃ?

দ্বিতীয়তঃ, হত্যাকারী জানত সাধারণতঃ বিনতা দেবী রাত্রি সাড়ে টটায় মেজরকে ডিনার খাইয়ে চলে এসে, আবার যেতেন মেজরের রে কফি ও দুধ দেবার জন্য রাত ন-নটায়—কাজেই সে যদি রাত ড়ে আটটা থেকে রাত ন-নটার মধ্যে তার কাজ শেষ করতে পারে, হলে যা চাইছিল তা তো হয়ই, আরো, ঐ সময়টা বাকী অন্যান্য সব যার ঘরে থাকবে, সেদিক দিয়েও সুবিধা হবে। কিন্তু সব চাইতে শী সুবিধা হচ্ছে গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটায় রাত ঠিক নটার সংকেত-ধ্বনি খন বাজতে থাকবে, তখন সেটা যে সময় নেবে, সেই সময়ে যদি সে ত্যা করতে পারে তো—ঘড়ির সংকেত-ধ্বনির মধ্যেই সব কিছু চাপা ড়ে যাবে। আর আসলে হয়েছিলও তাই।

কৃতান্ত বলে, আশ্চর্য! মনে হচ্ছে সব যেন একেবারে plan করা।

বিরূপাক্ষ বললে, হ্যাঁ, সবকিছুই পূর্ব-পরিকল্পিত সুচিন্তিত ও দৃঢ় সংকল্পের ব্যাপার। হত্যাকারীর দুর্জয় সাহস ছিল, মনের বল ছিল অসাধারণ, ক্ষিপ্রতা ছিল আর ছিল বুদ্ধি! কিন্তু তবু হত্যাকারী নিজেকে সন্দেহের আড়ালে সম্পূর্ণভাবে নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ, দুটি ভুল সে করেছিল।

কৃতান্তই শুধায়, কি—কি?

বিরূপাক্ষ বলে, প্রথম ভুল সে করেছিল, মেজর চৌধুরী যে বলতেন ঐ ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রাণও বের হয়ে যাবে —তাঁর heart beat থেমে যাবে, সেটা প্রমাণ করবার জন্য হত্যার পর মুহূর্তেই বাহাদুরী করে গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটিকে বন্ধ করে দিয়ে— এবং বন্ধ করতে গিয়ে নিজের অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতেই সেই ক্লকের গায়ে তার হাতের ও আঙ্গুলের ছাপ রেখে এসে। আর দ্বিতীয় ভুল—

দ্বিতীয় ভুল?

দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে তার ছদ্মবেশ।

কৃতান্ত চমকে ওঠে, ছদ্মবেশ!

হ্যাঁ। কিন্তু হলে কি হবে? Dr. Jekyl ও মিঃ হাইডের— মিঃ হাইড আজ exposed!

কৃতান্ত শুধায়, কিন্তু কি বললেন বিরূপাক্ষবাবু, ছদ্মবেশ—you mean to say হত্যাকারী সে রাত্রে ছদ্মবেশ নিয়েছিল কারো?

হ্যাঁ।

কার? কার ছদ্মবেশ?

কার আবার! যার উপরে হত্যাকারী বেমালুম হত্যার অপরাধটা চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে সমস্ত সন্দেহ থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিল। ইংরাজীতে একটা চলতি কথা আছে জানেন তো কৃতান্ত-বাবু, Crime does never pay! পাপীকে পাপের মাশুল দিতে হবেই আর হত্যা সর্বদা তার পশ্চাতে পথরেখা রেখে যায়। এ ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে তার ঐ ছদ্মবেশ ধারণ, আর সেটাই হয়েছিল তার মারাত্মক ভুল। সে কথা যাক, কৃতান্তবাবু—সবকিছুই কাল ঠিক এ সময় হয়তো আপনারা সবাই জানতে পারবেন এবং জানতে পারবেন কে খুনী!

কৃতান্ত শুধায়, তবে—তবে কি কে খুনী, আপনি সত্যিই জানেন?

॥ আঠাশ ॥

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বিরূপাক্ষ শান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, আমি জানি, আপনাদের মধ্যেই কে সে রাত্রে ঠিক নটার সময় মেজর চৌধুরীকে গুলী করে হত্যা করেছিলেন।

বিরূপাক্ষর কথাটা ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলকে যেন স্তম্ভিত বিমূঢ় করে দেয়। সবাই যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন থম থম করছে।

হঠাৎ ঐ সময় ঘরের স্তব্ধতা ভঙ্গ হল বিনতার কণ্ঠস্বরে, ভিতরে আসতে পারি?

কে, বিনতা দেবী? আসুন। আহ্বান জানাল বিরূপাক্ষই।

বিনতা ধীর পদে এসে কক্ষে প্রবেশ করল।

আপনি আমাকে ডেকেছিলেন?

হ্যাঁ, বসুন। আপনাকে আমার একটু প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন !

হ্যাঁ, কৃতান্তবাবুকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব, বিনতা দেবী। আমার ইচ্ছা, আপনি ঐ সময়টা উপস্থিত থাকুন।

কিন্তু আমি—

যদি কোথাও ওঁর ভুল হয় আপনি শুধরে দেবেন।

ভুল !

হ্যাঁ—মানে উনি যদি কিছু গোপন করবার চেষ্টা করেন এবং সেটা যদি ওঁর কোন সত্য গোপনের চেষ্টা হয় তো আপনি সেটা জানতে আমাদের সাহায্য করবেন।

কিন্তু আমি—আমি তো ওঁর কোন কথা জানি না, বিরূপাক্ষবাবু।

আপনি জানেন না ?

না।

ইন্সপেক্টরই ঐ সময় বলে ওঠেন, কিন্তু আমরা জেনেছি বিনতা দেবী।

কি—কি জেনেছেন ? বিনতার অজ্ঞাতেই যেন তার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা প্রকাশ পায়।

জেনেছি, ইন্সপেক্টর বলেন, একদা আপনাদের পরস্পরের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা—মানে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাছাড়া—

বাধা দিল ঐ সময় বিরূপাক্ষ। বললে, Excuse me ইন্সপেক্টর ! আপনার কথা যখন আপাততঃ কৃতান্তবাবু ও বিনতা দেবীর সঙ্গে, বাকী এদের আমরা পাশের ঘরে যদি অপেক্ষা করতে বলি, কেমন হয় ?

ইন্সপেক্টর বলেন, হ্যাঁ, তা হতে পারে। বেশ সঞ্জীববাবু, আপনারা কিছুক্ষণ তাহলে ঐ পাশের ঘরে গিয়েই অপেক্ষা করুন।

কিন্তু বিরূপাক্ষ বলে, না না, তার চেয়ে বরং সঞ্জীববাবু, আপনারা আপনাদের যে যার ঘরে যান। এখন আর আপনাদের কোন প্রয়োজন হবে না। তবে I would request every one of you—কাল ঠিক রাত সাড়ে আটটায় আমরা সকলে মেজরের শয়ন ঘরে meet করব।

অলকেশ বলে, you mean বিরূপাক্ষবাবু, dinner time-এ?

না, অলকেশবাবু! You all must finish your dinner before eight fifteen to-morrow!

সমীর শুধায়, কিন্তু কেন?

বিরূপাক্ষ বলে, কারণ এই কুঠি বাড়িতে আমাদের কালই শেষ রজনী।

সঞ্জীব মৃদুকণ্ঠে কথাটার যেন পুনরাবৃত্তি করে, শেষ রাত্রি!

হ্যাঁ, শেষ রাত্রি!

মৃদুলা বলে, আমরাও তবে আসুম নিশ্চয়!

নিশ্চয়ই। আপনারাও আসবেন বৈকি! সবাই আসবেন।

সকলে ঘর থেকে বের হয়ে যায়, কেবল মৃদুলা আর নন্দদুলাল বাদে।

মৃদুলা আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা বিরূপাক্ষবাবু—

নন্দদুলাল ধমকে ওঠে, আঃ মৃদুলা, তোমার বিশ্রী talking habitটা কি কিছুতেই যাবে না?

তুমি চুপ দাও তো!

মৃদুলা, চলে এসো! অনেক কথা বলেছ আর কথা বল না।

কথা কওনের হইছে কি! এখনো তো আসল কথাটাই কই নাই।

ইন্সপেক্টর মৃদুলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন, মৃদুলা দেবী, বলুন কি বলছিলেন?

মৃদুলা নন্দদুলালের দিকে চেয়ে বলে, কমু না কি? না, কমু না। ও মানুষরে আমার বিশ্বাস নাই। ঘুমের মধ্যেও খুন করতে পারে।

নন্দ বলে, উঃ, কেন যে তোকে এতদিন মার্ডার করিনি তাই ভাবছি!

মৃদুলা ব্যঙ্গভরে বলে, কি করতে চাও দিশা পাইতেছো না, তাই না?

খুব পাচ্ছি। ভাবছি কি দিয়ে তোকে হত্যা করব, ছোরা পিস্তল না বিষ?

সবগুলোই দাও। আমিও নিশ্চিন্ত হই, তুমিও হও।

বিরূপাক্ষ ধমকে ওঠে, আঃ নন্দবাবু, থামুন! আপনাদের কি একটা মুহূর্তও ঝগড়া না করলে চলে না?

নন্দ বলে, আমার মত জীবন যদি বিষময় হত তবে বুঝতেন— এসো মৃদুলা।

ওরা বের হয়ে যেতে বিরূপাক্ষ কৃতান্তের দিকে চেয়ে বলে, Now কৃতান্তবাবু, এবারে আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

কৃতান্ত শান্ত কণ্ঠে বলে, বলুন!

সবাই জানে আজ থেকে বাইশ বছর আগে আপনার স্ত্রী রাধারাণী দেবী অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন।

কৃতান্ত জবাব দেয়, ঠিকই জানে।

কিন্তু তা তো নয়!

কে বললে?

আমি জানি তা নয়। তিনি মারা যাননি, শুধু তাই নয়, আজও তিনি বেঁচে আছেন। তবে তার সে বেঁচে থাকা মৃত্যুরই শামিল। কারণ, তাঁর আজ সমস্ত স্মৃতিশক্তিই লোপ পেয়েছে। মানুষের বাইরে তিনি আজ।

কৃতান্ত চমকে ওঠে, কে! কে বললে?

যেই বলুক। কথাটা যে সত্যি সে-কথা আপনিও জানেন এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো তারই খোঁজে আপনি এখানে এসেছিলেন গত মাসে একবার।

কৃতান্ত প্রতিবাদ জানায়, না না, আমি কখনো এখানে আসিনি!

বিরূপাক্ষ এবারে বিনতার দিকে তাকিয়ে বলে, বিনতা দেবী!

বিনতা শান্ত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, ও এসেছিল।

কৃতান্ত চেঁচিয়ে ওঠে রুদ্ধ আক্রোশে, বিনতা!

বিরূপাক্ষ বলে ওঠে, কৃতান্তবাবু, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আজ আর কোন ফলই হবে না। কারণ সর্বেশ্বরবাবু সব কথাই আমাদের বলেছেন।

সর্বেশ্বর। সর্বেশ্বর—that scoundrel! কি—আর কি বলেছে সে?

তিনি আরো বলেছেন, রাধারাণীকে বিবাহের পূর্বে আপনার বিনতা দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং সেই ঘনিষ্ঠতা রাধারাণীর বিবাহের পরও আপনাদের ছিল। তাই নয় কি, বিনতা দেবী?

বিনতা মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

কিন্তু সে কথাটা—অর্থাৎ উনি যে রাধারাণীকে বিবাহ করেছিলেন আপনি অনেক দিন জানতে পারেননি, তাই না বিনতা দেবী?

হ্যাঁ।

জানতে পারলেন ওদের বিবাহের দু-বছর পরে সর্বেশ্বরবাবুর মুখে প্রথম, তাই না?

হ্যাঁ।

কিন্তু তখন আপনার যা সর্বনাশ হবার হয়ে গিয়েছে, তাই তো?

হ্যাঁ।

কিন্তু আপনার গর্ভের সন্তান?

কৃতান্ত চাপা আক্রোশে যেন আবার ফেটে পড়ে, বিনতা!

বিনতা শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমি বলব। আজ আমি সব বলব!

কৃতান্ত আবার গর্জে ওঠে, বিনতা!

না না, আজ আমাকে সব কথা বলতেই হবে। হ্যাঁ, বিরূপাক্ষবাবু, আমার—আমার সেদিনকার সেই সন্তানই—

বলুন—বলুন বিনতা দেবী!

বলছি—বলছি—

কৃতান্তের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর ঐ সময় বলেন, No কৃতান্তবাবু, দেখছেন হাতে এটা আমার কি? বিনতা দেবীকে কোন রকম বাধা দেবার চেষ্টা করলে I won't spare you!

কৃতান্ত সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে ওঠে, But everything is lie—damned lie! আমি, আমি—ওকে—

কৃতান্তবাবু, if you don't behave properly আপনাকে

rest করতে বাধ্য হব আমি। Be seated, be quite please।
ুন বিনতা দেবী, আপনার সেই সন্তান কে?

॥ উনত্রিশ ॥

িনতা বলতে লাগল, আজ থেকে বাইশ বছর আগে এক ঝড়-জলের রাত্রে—

বিনতার বাসা বাড়ির বন্ধ দরজার গায়ে টুক টুক করে শব্দ শোনা যায়। তার পরই কৃতান্তের গলা শোনা যায়, দরজাটা খোল, বিনু—আমি কৃতান্ত।

বিনতা দরজাটা খুলে বলে, তুমি! আবার—আবার কেন তুমি এসেছ এখানে?

বিনু, বিনতা—শোন!

সে দিনই তো তোমাকে আমি বলে দিয়েছি, আমার বাড়িতে আর তুমি কখনো আসবে না—তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে, কিন্তু আবার আমাকে আসতে হল শুধু তোমার কথা ভেবেই!

আমার কথা ভেবে?

হ্যাঁ, তোমারই কথা ভেবে। কারণ, তোমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে।

বিনতা বলে ওঠে, ধন্যবাদ! কিন্তু সেজন্য তোমায় ভাবতে হবে না, বরং যাকে ধর্মতঃ স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছ, তার কথাই ভাবো।

বিনতা! শোন—আমি তোমাকে আজ সেই কথাই বলতে এসেছি। রাধারাণী আর ইহজগতে নেই।

বিনতা যেন ভূত দেখার মতই চমকে ওঠে, কি—কি বললে?

কৃতান্ত বলে, হ্যাঁ, পরশু রাত্রে হঠাৎ বাড়িতে আগুন লাগে আর

সেই আগুনে সে পুড়ে মরেছে।

সে কি! কি বলছ তুমি?

হ্যাঁ, তাই।

মুহূর্তকাল স্থির দৃষ্টিতে কৃতান্তের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বিনতা বলে, তুমি কি? তুমি, তুমি শেষ পর্যন্ত তাকে পুড়িয়ে মারলে?

বিনতা!

বিনতা দৃঢ় কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, কার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে চাইছ? ঐ তোমার চোখই যে আমাকে বলছে তুমিই তাকে পুড়িয়ে মেরেছ! উঃ, তুমি কি! তুমি কি মানুষ?

কৃতান্ত বলে, কি পাগলের মত বকছ বিনতা। আগে আমার সব কথা শোন।

কোন কথাই তোমার আর আমি শুনতে চাই না। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে। নইলে সত্যি বলছি এখুনি আমি পুলিশে খবর দেব।

কৃতান্ত ঘুরে দাঁড়ায় যেন রুদ্ধ-বিষ সর্পের মত, I see! তাহলে তুমি আমার কথা শুনবে না?

বিনতা চেঁচিয়ে ওঠে, না না—তুমি যাও। যাও।

কৃতান্ত বলে, Well, যাচ্ছি। তবে জেনো এ কথা আমার মনে থাকবে।

বিরূপাক্ষ শুধায়, তারপর? তারপর বিনতা দেবী?

বিনতা বলে, মরতেই তার পর গিয়েছিলাম আমি বিরূপাক্ষবাবু, কিন্তু পারলাম না—অদৃশ্য দুটো হাত যেন আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ডেকে উঠল মা বলে! মরা হল না আমার, কলঙ্কের বোঝা বুকে নিয়ে পথে বের হলাম।

তারপর?

তার পরের ইতিহাস আর শুনে কি করবেন বিরূপাক্ষবাবু! নাম-গোত্র পরিচয়-হীনা এক সন্তানের জননী তার সেই সন্তানকে কেমন

করে বাঁচিয়ে তুলেছিল সে কথা আর কি শুনবেন।

সেই সন্তান আপনার আজও তাহলে বেঁচে আছে বিনতা দেবী?

আছে।

কোথায়? কি পরিচয় তার?

ঐ স্বপ্নাই আমার সেই সন্তান!

স্বপ্না জানে না বোধহয়?

না।

তাহলে টুনটুনী?

সে রাত্রে অগ্নিদগ্ধ হয়ে রাধারাণী মরেনি, মরেছিল তার একমাত্র সন্তান টুনটুনী! আর সেই শোকেই সে উন্মাদ হয়ে গৃহত্যাগ করে পরে এক রাত্রে—

বিনতার কথাটা শেষ হয় না, হঠাৎ দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল এবং উন্মাদিনীর মতই স্বপ্না এসে ঘরে প্রবেশ করল। তার পিছনে সমীর। বিনতা চম্‌কে ওঠে, কে—কে?

স্বপ্না বলে ওঠে, আমি! বল, বল—এতক্ষণ যা বলছিলে আবার বল।

বিনতা অধীর কণ্ঠে ডেকে ওঠে, স্বপ্না! স্বপ্না!

স্বপ্না যেন ঘৃণায় ধিক্কারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে, ছিঃ ছিঃ, নাম-গোত্র-পরিচয়-হীনা! কেন, কেন তুমি আমাকে সেদিন গলা টিপে হত্যা করনি? বল, বল?

বিনতা বলবার চেষ্টা করে, স্বপ্না—ওরে শোন, শোন!

কি! কি শুনব আমি? তোমার আর ঐ লোকটার ঘৃণ্য লালসার ফল। আমি—, তারপরই সমীরের দিকে তাকিয়ে বলে, এই যে—এই যে সমীর! শুনছ—শুনছ, তুমি শুনছ আমার জন্ম-বৃত্তান্ত!

সমীর শান্ত কণ্ঠে বলে, জানি, আমি জানি স্বপ্না।

কি! কি তুমি জান? জান এক নারী আর এক পুরুষের ঘৃণ্য যৌন লালসার ফল আমি?

জানি, আমি জানি স্বপ্না, সব আমি জানি। বিনতা দেবীই একদিন আমাকে সব বলেছিলেন।

বাঃ বাঃ, চমৎকার! চমৎকার নাটক! বলতে বলতে হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ওঠে, কি হল! একি হল আমার!

বিনতা এগিয়ে আসে, স্বপ্না, মা!

স্বপ্না সরে যায়, না না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে!

স্বপ্না, স্বপ্না—ওরে শোন, শোন!

না না! বলতে বলতে ঝড়ের মতই স্বপ্না ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

স্বপ্না, স্বপ্না—শোন, শোন! বিনতা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু বিরূপাক্ষ বাধা দেয়, যেতে দিন ওকে বিনতা দেবী! এখন ডেকেও ওকে কোন ফল হবে না। শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ও আপনার ডাকে সাড়া দেবে না।

বিনতা বলে ওঠে, এ আমি কি করলাম বিরূপাক্ষবাবু, এ আমি কি করলাম!

দুঃখ করবেন না বিনতা দেবী! কে বলতে পারে, হয়তো এ ভালই হল। সবার মঙ্গলের জন্যই হয়তো এতদিন যে সত্যকে আপনি লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেই সত্য প্রকাশ হয়ে গেল আজ আপনা থেকেই।

বিনতা বলে অশ্রুভরা কণ্ঠে, কিন্তু ওর ক্ষমা তো জীবনে আমি পাব না।

ওর ক্ষমা না পেলেও ভগবানের ক্ষমা আপনি পাবেন।

॥ ত্রিশ ॥

ধীরে ধীরে কৃতান্ত মাথা নীচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কেউ বাধা দিল না তাকে, কেউ তার দিকে যেন আর ফিরেও তাকাল না।

বিনতা দেবী ! অনেকক্ষণ পরে ইন্সপেক্টর মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন।

বিনতা তার অশ্রু-ভেজা দুটি চোখ তুলে তাকাল, বলুন !

সমীরকে যে স্বপ্না দেবী ভালবাসেন সে কথা তাহলে আপনি জানতেন ?

জানতাম।

আর একটা প্রশ্নের জবাব দিন বিনতা দেবী ! দুর্ঘটনার রাত্রে dinner-এর পর আপনি স্বপ্নাকে আপনার ঘরে গিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন কেন ?

বিনতা মৃদুকণ্ঠে বলে, ঐ কথাটাই তাকে সেদিন বলব ভেবেছিলাম।

কিন্তু বলেননি !

না।

শেষ পর্যন্ত বলতে গিয়েও বলতে পারেননি, তাই নয় কি বিনতা দেবী ? কথাটা বললে এবারে বিরূপাক্ষই।

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি—আপনি সে কথা জানলেন কি করে ?

বিরূপাক্ষ শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি কথাটা জানি। কিন্তু আর একটা কথার জবাব দিন। আমার ধারণা, এই বাড়িরই কোন ঘরে মৃণালিনী অর্থাৎ রাধারাণী দেবী রয়েছেন, তাই না ?

বিনতা মৃদুকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, এই বাড়িরই তলায় একটা গুম ঘর আছে, সেই ঘরে।

তাকে দেখতেই প্রত্যহ রাজেশ্বর চৌধুরী গভীর রাত্রে লাঠিতে ভর দিয়ে ঐ গুম ঘরে যেতেন, তাই নয় কি ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, ঐ গুম ঘরে যাবার রাস্তাটা কোথায় ?

বিনতা বলে, দুটো রাস্তা আছে। একটা স্বপ্নার ঘরের ভিতর দিয়ে।

আর একটা ?

রাজেশ্বরের ঘরের ভিতর দিয়ে।

প্রথমটা জানি কিন্তু দ্বিতীয়টা কোথায় ?

রাজেশ্বরের ঘরে যে দেয়াল আলমারীটা আছে, সেটাই ঐ

শুম ঘরে যাবার গুপ্ত দ্বার। ঐ দরজা-পথেই রাজেশ্বর যেতেন।

আর একটি মাত্র প্রশ্ন আপনাকে আমি করতে চাই বিনতা দেবী, আপনি সেদিন বলেছিলেন রাজেশ্বর চৌধুরী বিবাহ করেননি, কথাটা কি সত্যি ?

বিনতা কান্নাভরা কণ্ঠে অতি কষ্টে বলে, পারব না, পারব না আপনার ঐ প্রশ্নের জবাব দিতে, আমি পারব না !

বিনতা দেবী !

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বিনতা, দয়া করুন, আমাকে দয়া করুন।

থাক, থাক—আর আপনাকে ও প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না। আপনি যান।

বিনতা ধীরে ধীরে উঠে দরজার দিকে এগুতেই ইন্সপেক্টর বলেন, দাঁড়ান, বিনতা দেবী। আমারও একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে আপনাকে। দুর্ঘটনার রাত্রে স-নটার সময় মেজরের ঘরে ঢুকে সে সময় ঘরের মধ্যে কাকে আপনি দেখেছিলেন ?

বিরূপাক্ষ ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে বললে, বিনতা দেবীর হয়ে আপনার ঐ প্রশ্নের আমিই জবাব দিচ্ছি ইন্সপেক্টর। সে রাত্রে উনি স্বপ্না দেবীকেই ঘরের মধ্যে থেকে বাথরুমের দরজা পথে বের হয়ে যেতে দেখেছিলেন।

কিন্তু সে দরজাটা তো শুনেছিলাম বরাবর বন্ধই থাকে এবং দুর্ঘটনার দিনও বন্ধই ছিল।

ছিল, যেহেতু উনিই পরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন সে রাত্রে। উনি যে বলেছিলেন, সে রাত্রে স-নটার সময় উনি মেজরের ঘরে কফি নিয়ে গিয়েছিলেন তাও সত্যি নয়। সে রাত্রে একটু আগেই গিয়েছিলেন যেহেতু ওর সন্দেহ হয়েছিল স্বপ্নাকে উনি দেখা করতে বলা সত্ত্বেও ওঁর ঘরে আগে না এসে স্বপ্না মেজরের ঘরেই যেতে পারে, তাই নয় কি বিনতা দেবী ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন বিরূপাক্ষবাবু, স্বপ্না, স্বপ্না ও কাজ করেনি। করতে পারে না। করতে পারে না !

বিরূপাক্ষ জবাব দেয়, করেছিল কি করতে ...কে স... কথা বিনতা দেবী, তার আগে বলুন, আপনি নি... ...সবার মেজরও আপনার মতই সে রাত্রে dinner-এর প... সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করতে বলেছিলেন তাঁর ঘরে। ...লই

না না, আমি জানতাম না—জানতাম না।

...গর্জে এক জানতেন। শুধু তাই নয়, এও আপনি বুঝতে পে... কেন মেজর সে রাত্রে ঠিক উইল পড়বার আগে এবং কি ... বলবার জন্য বিশেষ করে স্বপ্নাকে তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন! আর তাইতেই অর্থাৎ সেই কথাটা যাতে অন্য ভাবে ঘুরিয়ে আপনি স্বপ্নাকে বলতে পারেন সেজন্যেই তাকে আপনার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি জানতেন না একটা কথা বিনতা দেবী যে, আপনারা দুজনে প্রত্যেকেই স্বপ্নাকে কি কথা বলতে চান সে কথা হত্যাকারী বুঝতে পেরেছিল রতনের সাহায্যে তাকে পূর্বেই হাত করে। আর poor রতন পাছে সেই কথাটা কখনো প্রকাশ করে দেয় ও সেই থেকে হত্যাকারীর উপরে আমাদের সন্দেহ পড়ে, তাই তাকে ঐ ভাবে প্রাণ দিতে হল।

Is it so? ইন্সপেক্টর বলে ওঠেন।

তাই ইন্সপেক্টর। আরো একটা কথা আজ আপনাকে বলছি ইন্সপেক্টর, সমীরবাবুও সে রাত্রে স্বপ্নাকে তার ঘরে না দেখতে পেয়ে ঘরের সামনের ঐ প্যাসেজ দিয়ে সম্ভবতঃ যখন সে বাথরুম থেকে বের হয়ে আসছিল—তাকে দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে। এমন কি চিনতেও পেরেছিল!

কিন্তু—ইন্সপেক্টর কি যেন বলতে যান।

তাকে বাধা দিয়ে বিরূপাক্ষ বলে, সমীরবাবু স্বপ্নাকে ভালবাসেন বলেই আগাগোড়া shield করে মিথ্যা বলে গিয়েছেন এবং এখনো বলছেন। কিন্তু আর না, রাত অনেক হল let us depart, কাল রাত্রে we are meeting again এবং সেই সময়ই আমি প্রকাশ করব আপনাদের সবার সম্মুখে কে হত্যাকারী।

॥ একত্রিশ ॥

বিরূপাক্ষ কিন্তু ঘুমোয়নি। চেষ্টা করেছিল অবশ্য কিন্তু কিছুতেই যখন ঘুম এল না, ইজিচেয়ারটার উপর ছিল।

ক্রমশঃ একসময় রাত শেষ হয়ে আসে। ইন্সপেক্টর এসে ঘরে ঢুকলেন, বিরূপাক্ষবাবু!

কে! ও ইন্সপেক্টর। আসুন—আসুন।

আপনি এখনো ঘুমোননি?

না। কি বলছিলেন বলুন?

কৃতান্তবাবুকে ঐ ভাবে ছেড়ে দেওয়াটা কি ভাল হল?

কেন বলুন তো?

আমার মনে হয়—

কি আপনার মনে হয় ইন্সপেক্টর?

অবিশ্যি জানি না আপনি কাকে সন্দেহ করেছেন হত্যাকারী বলে, তবে আমার কিন্তু মনে হয় কৃতান্ত রায় ছাড়া আর কেউ নয়!

কেন?

কারণ, সে-ই সবার শেষে এখানে এসেছিল এবং সেদিক দিয়ে সে-ই মেজরের উইল অনুযায়ী royal share পাবে তাঁর সম্পত্তির।

অযৌক্তিক কিছু আপনি বলেননি ইন্সপেক্টর, কিন্তু মেজরকে হত্যার আসল কারণটাও আপনার ঐ সঙ্গে ভেবে দেখা উচিত ছিল।

কেন, মেজরের সম্পত্তি?

অবশ্যই, তবে—

তবে?

তবে আসল কারণ হচ্ছে তাঁর দ্বিতীয় উইল। দ্বিতীয়বার তিনি ঐ ভাবে উইলে তাঁর সন্তানকে একজন বিশেষ অংশীদার না করলে হয়তো তাঁকে ঐ ভাবে মরতে হত না।

তার মানে আপনি বলতে চান তাঁর ঐ সন্তানকে স… সবার জন্যই !

তাই। অথচ মজা কি জানেন ইন্সপেক্টর ?

কি ? …সই

মেজরের ধারণা ছিল কৃতান্তের ঔরসে বিনতার গর্ভে এক পুত্র-সন্তান হয়েছিল।

বিরূপাক্ষবাবু !

শুনুন ইন্সপেক্টর ! মেজরের ডায়েরী পড়ে এবং এখানে এসে ঘটনাচক্রে অনেক কিছু জানতে পারার পর if I am not wrong, আমার যা ধারণা হয়েছে তা হচ্ছে—অবিবাহিত মেজর প্রৌঢ় বয়সে বিনতা দেবীকে ভালবেসেছিলেন !

বলেন কি ?

হ্যাঁ, তাই। শুধু তাই নয়, বিনতা দেবীও বোধকরি তাঁকে ভালবেসেছিলেন।

সত্যি ?

হ্যাঁ। তবে বলতে পারেন ওঁদের পরস্পরের ঐ ভালবাসা ছিল কতকটা divine। সে যাই হোক, বিনতার একটি পুত্র-সন্তান আছে কৃতান্তের ঔরসে—কথাটা মেজর জানতেন। অথচ আসলে সে যে পুত্র নয়, কন্যা—সেটা জানতেন না। কারণ বিনতা বলেছিল কেবল তার একটি সন্তান আছে। মেজর ধরে নিয়েছিলেন সে সন্তান পুত্রই।

তারপর ?

তারপর আমার মনে হয় দুর্ঘটনার রাত্রে বা তার দু-এক দিন আগে মাত্র তিনি জানতে পারেন সে পুত্র নয়, কন্যা এবং সেই কন্যাই হচ্ছে ঐ স্বপ্না। কিন্তু কথাটা যে কি করে কার কাছ থেকে জানতে পারলেন সেটাই এখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনি। যাই হোক, সেই কথাটা জানবার পরই স্বপ্নাকে তিনি ডেকে পাঠান সে রাত্রে dinner-এর পর তাঁর ঘরে।

বিনতা দেবীও তো কথাটা তাঁকে বলতে পারেন !

শুম ঘরে যা মাথা নেড়ে বলে বিরূপাক্ষ।

আর আপনি ... র ধারণা, কৃতান্ত—কৃতান্তই কথাটা বলেছিল মেজরকে কি ... চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল। যাক্, যে কথা বলছিলাম। সম্ভবতঃ ...কারীও সে কথাটা জানত না এবং এও হয়তো জানত না যে, মেজর আবার দ্বিতীয়বার উইল করেছেন।

বিরূপাক্ষর কথাটা শেষ হল না। বাইরে বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু শব্দ হল।

বিরূপাক্ষ প্রশ্ন করে, কে?

বাইরে থেকে সান্যালের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আমি! শীগ্‌গির দরজাটা একবার খুলুন বিরূপাক্ষবাবু!

বিরূপাক্ষ তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই হন্তদন্ত হয়ে সান্যাল এসে ঘরে ঢুকল।

কি! কি হয়েছে মিঃ সান্যাল?

সান্যাল বলে, সর্বনাশ হয়েছে মিঃ সেন।

সর্বনাশ! কি ব্যাপার? পুনরায় প্রশ্ন করে বিরূপাক্ষ।

রাজেশ্বর চৌধুরীর শেষ উইলটা চুরি গিয়েছে—আমার স্যুটকেসের মধ্যে যে পোর্ট ফোলিও ছিল সেটার ভিতর থেকে।

ইন্সপেক্টর বলে ওঠেন, সে কি!

সান্যাল হতাশ কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ।

বিরূপাক্ষ বলে, কিন্তু উইল চুরি গেলেই বা। তার copy তো রেজিস্ট্রী অফিসেই আছে।

সান্যাল বলে, না, না—বিরূপাক্ষবাবু, সে উইল রেজিস্ট্রীই হয়নি এখনো!

বিরূপাক্ষ বিস্ময়ের সঙ্গে বলে, রেজিস্ট্রী হয়নি?

না। আর মেজরের শেষ উইলের ঐ একটা মাত্র copyই তাঁর সই করা ও অ্যাপ্রুভ্‌ করা ছিল। এখন কি হবে বিরূপাক্ষবাবু? তাঁর শেষ ইচ্ছা তো পূরণ হবে না। তাঁর সন্তান তো এক কপর্দকও পাবে না।

, কি যে আফসোস হচ্ছে আমার—উইলটা যদি একবার সবার মনে পড়াও হত বিরূপাক্ষবাবু!

শান্ত কণ্ঠে বলে বিরূপাক্ষ, না পড়ে এক পক্ষে হয়তো ভালই য়েছে মিঃ সান্ন্যাল। যাকে বলে শাপে বর তাই হয়েছে।

কিন্তু!

শুনুন, বিরূপাক্ষ চাপা কণ্ঠে বলে, দ্বিতীয় উইলের কথা আর চবাচ্য করবেন না মিঃ সান্ন্যাল!

সান্ন্যাল বোকার মতই তাকায় বিরূপাক্ষর মুখের দিকে এবং লে, উচ্চবাচ্য করব না!

না। তাছাড়া, খুনী জানে না এখনো যে, ঐ উইলটা চুরি রার সঙ্গে সঙ্গে with motive সে একেবারে আইনের চোখে বিসংবাদিতভাবে ধরা পড়ে গিয়েছে।

ইন্সপেক্টরই এবার প্রশ্ন করেন, তাহলে কি আপনার ধারণা রূপাক্ষবাবু, খুনীই ঐ উইল চুরি করেছে?

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বিরূপাক্ষ বলে, নিশ্চয়ই! একটু আগে আপনাকে মি সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম ইন্সপেক্টর, কিন্তু প্রমাণ ছিল না মাদের হাতে। সেটা হস্তগত হল এতক্ষণে! হত্যার motive বারে জলের মতই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

স্বপ্না শয্যার উপর উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। সমীর তাকে ান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছিল।

স্বপ্না, লক্ষ্মীটি শোন!

স্বপ্না কান্না-ঝরা কণ্ঠে বলে, না না সমীর, এ তুমি বুঝবে না। যে কি লজ্জা, কি ঘৃণা!

সমীর বলে, মানুষের জন্মের জন্য তো কেউ দায়ী নয় স্বপ্না!

তুমি যাও সমীর—তুমি যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

স্বপ্না!

কাঁদতে কাঁদতেই স্বপ্না বলে, বলতে পারো সমীর, কেমন করে

কাল সকালে সবার কাছে মুখ দেখাব ?

সমীর সান্ত্বনা দেয়, কেন মুখ দেখাতে পারবে না ! আমি বলছি, এতে তোমার কোন লজ্জা নেই।

লজ্জা নেই ? কি বলছ তুমি ! কিন্তু তুমি—তুমি তো জানতে সমীর, তবে তুমি অন্ততঃ একথা কেন এতদিন আমাকে জানতে দাওনি ? বল, বল—কেন, কেন তুমি আমাকে বলনি ?

বলার মত নয় বলেই বলিনি।

বলার মত নয় ?

না। আর কেনই বা তুমি এত ব্যাকুল হচ্ছ ! আমি তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েই গ্রহণ করব। নতুন সমাজ আমরা গড়ে তুলব।

তা হয় না সমীর, তা আর আজ হয় না। এত বড় গ্লানির মধ্যে তোমাকে জেনে-শুনে আজ আর কোন মতেই আমি টেনে নামাতে পারি না।

গ্লানি ! গ্লানি কিসের ? বিয়েই হয়তো হয়নি তোমার মা ও বাবার, কিন্তু ভালবেসেই তো পরস্পরকে তাঁরা আত্মদান করেছিলেন। বিশেষ করে তোমার মা—জেনো পৃথিবীর কোন গ্লানিই তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না।

কিন্তু সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত সমাজ তো তুমি নও সমীর !

তুমি যদি আমার পাশে থাকো, আমি তোমার পাশে থাকি, তবে সেই তো হবে আমাদের পৃথিবী, সেই তো হবে আমাদের সমাজ স্বপ্না ! ওঠো, চোখ মোছ—চল, তোমার মার কাছে চল।

না না, সে আমার কেউ নয়, কেউ নয়! তার কথা আর তুমি আমার কাছে উচ্চারণ করো না। স্বপ্না দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে আবার।

॥ বত্রিশ ॥

স্তব্ধ হয়ে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বিনতা। রাত শেষ হয়ে এল প্রায়। সমীর এসে ঘরে ঢোকে।

কে? বিনতা ফিরে তাকায়, সমীর! এসো।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বিনতা বলে, একটা কথার জবাব দেবে সমীর?

কি কথা বলুন?

আমি তো তোমাকে ও কথা বলিনি! তবে তুমি কার কাছ থেকে শুনলে?

কারো কাছেই আমি শুনিনি আর জানতামও না। আজই প্রথম শুনলাম, জানলাম, আপনি যখন বলছিলেন, দরজার আড়াল থেকে স্বপ্নার পিছনে দাঁড়িয়ে।

ওঃ!

একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করব, জবাব দেবেন?

কি কথা সমীর?

স্বপ্নাকে কি সত্যিই আপনি জেঠামণির হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেছিলেন?

বিনতাকে চুপ করে থাকতে দেখে পুনরায় বলে সমীর, বুঝতে পেরেছি—তাই। কিন্তু বলুন তো কখন ঠিক সে রাত্রে আপনি জেঠামণির ঘরে গিয়েছিলেন? স-নটায় ঠিক আপনি যাননি আমি জানি।

বিনতা বল্লে, নটার কিছু পরে।

তাই হবে। কারণ—

কি! কি সমীর?

সমীর বলতে থাকে, স্বপ্না ঐ ঘরে ঢোকার একটু আগেই আমিও ঐ ঘরে গিয়েছিলাম।

তুমি! তুমিও গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনারা আমাকে দেখতে পাননি! কারণ, স্বপ্নার পায়ের শব্দ পেয়েই আমি ঐ ঘরের মধ্যে আলমারীর পিছনে যে গুপ্ত-দ্বার আছে তারই পিছনে নিজেকে আত্মগোপন করি এবং দরজার গায়ে একটা ছিদ্র ছিল, সেই ছিদ্র দিয়ে আমি দেখেছি।

বিনতা অধীর উৎকণ্ঠায় যেন ভেঙে পড়ে, কি! কি তুমি দেখেছ? বল, বল সমীর। চুপ করে থেকো না, সমীর।

দেখেছিলাম স্বপ্না এসে ঘরে ঢুকল।

তারপর?

তারপর সে জেঠামণির শয্যার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত ভেবে চাপা অস্ফুট কণ্ঠে তাঁকে ডাকে। কিন্তু কোন সাড়া পায় না। তখন তাঁর গায়ে হাত দিয়েই অস্ফুটকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে। সম্ভবত: সেই সময়ই তার হাতে রক্ত লাগে।

কিন্তু তুমি—তুমি কেন গিয়েছিলে সে রাত্রে তাঁর ঘরে?

আমাকে—আমাকে তিনি ডেকেছিলেন।

ডেকেছিলেন! তোমাকে?

হ্যাঁ, রতন এসে বলেছিল।

বিনতা এবারে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে ওঠে, তবে—তবে তুমি কখন সে ঘরে গিয়েছিলে?

নটা বাজার ঠিক পরেই। কিন্তু—কিন্তু আমি ঘরে যাবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমি তাঁকে জীবিত দেখিনি।—কে! কে ওখানে?

জানালার কাছ থেকে সরে বিরূপাক্ষ এসে ঘরে ঢুকল, আমি।

বিরূপাক্ষবাবু, আ—আপনি! সমীর বিস্ময়ে থেমে যায় কথাটার অর্ধপথেই।

ভয় পাবেন না সমীরবাবু। আমি আপনাদের সব কথা শুনেছি। আপনি সে রাত্রে মেজরের ঘরে ঢুকে যে তাঁকে মৃত দেখেছিলেন তা আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্বাস করেন?

করি। কারণ, মেজর নিহত হয়েছিলেন সে রাত্রে তাঁর ঘরের মধ্যে অবস্থিত গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটায় ঠিক যখন ঢং ঢং করে রাত নটা বাজছে সেই সময়। সেই গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকের ঘণ্টাধ্বনির মধ্যেই সে রাত্রে হত্যাকারীর পিস্তলের আওয়াজটা চাপা পড়ায়

একমাত্র সে ও বিনতা দেবী ব্যতীত আর কেউ সেই পিস্তলের আওয়াজ শুনতে পায়নি। আর বিনতা দেবী, আপনি সেই পিস্তলের আওয়াজ শুনেছিলেন বলেই কফির কাপ নিয়ে সে রাত্রে মেজরের ঘরে গিয়েছিলেন, নচেৎ সে রাত্রে ঐ ঘরে যাবার আর তো আপনার অন্য কোন কারণই ছিল না।

সমীরই বলে ওঠে, কি বলছেন?

ঠিকই বলছি সমীরবাবু। কারণ, ইদানীং দিন কুড়ি ধরে ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছিল রাত্রে মেজরকে কফি খেতে। তাই নয় কি, বিনতা দেবী?

বিনতা মৃদুকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ।

কিন্তু বিনতা দেবী, এবারে বলবেন কি, সে সময় মেজরের ঘরে গিয়েই তাকে যখন আপনি নিহত দেখেছিলেন, সে কথা সকলকে সঙ্গে সঙ্গে জানাননি কেন? দ্বিতীয় বারই বা কেন রাত স-দশটায় সে ঘরে গিয়েছিলেন? যে already মৃত তাকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে নিশ্চয়ই ঘুম পাড়াতে নয়?

বিনতা শান্ত মৃদু কণ্ঠে কেবল বললে, না।

তবে—তবে কেন গিয়েছিলেন দ্বিতীয়বার আবার সে ঘরে?

ওঁর মাথার বালিশের তলা থেকে ওঁর ডায়েরীটা নিয়ে আসবার জন্য।

কিন্তু ডায়েরীটা খুঁজে পাননি, তাই তো?

হ্যাঁ!

কেমন করে পাবেন! কারণ, সেই দিন সন্ধ্যায়ই তো মেজর তাঁর ডায়েরীটা তাঁর সলিসিটার সান্যালের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আপনাদের সকলের অজ্ঞাতে—সম্ভবতঃ তাঁর অবচেতন মনে আসন্ন মৃত্যুর সাড়া পেয়েই। আর একটা কথার জবাব দেবেন বিনতা দেবী?

বলুন!

মৃণালিনীকে মাটির নীচের ঘরে প্রত্যহ খাওয়াতে যেতেন আপনিই, তাই নয় কি?

হ্যাঁ।

এখন বুঝতে পারছি সেই সময়ই হয়তো কখনো আপনার হাতের আংটিটা ঐ ঘরের মধ্যে যাবার গুপ্ত পথে পড়ে গিয়েছিল।

বিরূপাক্ষর কথাটা শেষ হল না, হঠাৎ ঐ সময় দুড়ুম দুড়ুম করে দুটো পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল।

একি, পিস্তলের আওয়াজ! বলতে বলতে যেন ঝড়ের মতই বিরূপাক্ষ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

বিনতা আর সমীরও তাকে অনুসরণ করে।

চেয়ারের উপরে উপবিষ্ট গুলীবিদ্ধ রক্তাপ্লুত কৃতান্তর সামনে নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিলেন ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য সকলে।

কৃতান্ত টেনে টেনে ক্লান্ত ভগ্নকণ্ঠে বলে, আঃ! এই যে ইন্সপেক্টর, এসেছেন! But where is your friend—বিরূপাক্ষবাবু? তাকে একটিবার ডাকুন।

হন্তদন্ত হয়ে বিরূপাক্ষ ঐ সময়ই ঘরে এসে ঢুকল, একি ইন্সপেক্টর! কি ব্যাপার?

ইন্সপেক্টর বলেন, নিজের তলপেটে নিজে গুলী করেছেন।

শিগ্‌গিরী, শিগ্‌গিরী একজন ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন!

কৃতান্ত ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, Don't disturb me any more Birupaksha Baboo! Let me die peacefully. শান্তিতে মরতে দিন। কে বিনতা? কী দেখতে এসেছ? হেরে গিয়েছি, তাই না? আঃ—

সমীর বলে ওঠে, একি পিসেমশাই! এ আপনি কি করলেন?

কৃতান্ত আবার বলে, Nothing abnormal! Just the right thing—but my boy—আমি জানি স্বপ্না—কে তুমি ভা—ল—বা—স—তা—কে —দেখো, Good bye—বলতে বলতে কৃতান্তর মাথাটা ঢলে পড়ল চেয়ারের উপরে।

॥ তেত্রিশ ॥

দিনই সন্ধ্যার কিছু আগে বিরূপাক্ষর ঘরে বসে বিরূপাক্ষ ও পেক্টরের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

একসময় বিরূপাক্ষ বলে, হ্যাঁ ইন্সপেক্টর, এ রহস্য-নাটকের অন্তই ষ রজনী।

তাহলে আজই!

হ্যাঁ, আজই। এখানকার থানা অফিসারকেও আমি একটু আগে সে কথা জানিয়ে দিয়েছি।

থানায় সংবাদ পাঠিয়েছেন?

পাঠাতে হবে না! আজ রাত্রেই আমার কাজ শেষ হবে। তারপর যা কিছু করণীয় তাঁর। তিনি এবং তাঁর আইনের ব্যাপার। কিন্তু যা আপনাকে বলেছি তা মনে আছে তো?

সকলের ঐ মিট করবার কথাটা তো?

হ্যাঁ, ঠিক রাত সাড়ে আটটায় সকলে আমরা মিট করব মেজর চৌধুরীর শয়ন-কক্ষে। সকলকে আপনি জানিয়ে দিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, ব্রেকফাস্ট টেবিলেই আজ আপনার নির্দেশ আমি সকলকে জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সর্বেশ্বরবাবু—তিনিও তো এই নাটকের একজন পাত্র, শুধু তিনিই তাহলে অনুপস্থিত থাকছেন!

কে বললে? তিনিও উপস্থিত থাকবেন বৈকি!

তিনিও থাকবেন?

বাঃ, থাকবেন না! নিশ্চয়ই থাকবেন। যথা সময়েই তিনি উপস্থিত থাকবেন।

সঞ্জীবের ঘরের মধ্যে বসে সঞ্জীব, সমীর, বিকাশ ও অলকেশের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

সমীরই এক সময় ডাকে, সঞ্জীবদা!

॥ তেত্রিশ ॥

দিনই সন্ধ্যার কিছু আগে বিরূপাক্ষর ঘরে বসে বিরূপাক্ষ ও পেক্টরের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

একসময় বিরূপাক্ষ বলে, হ্যাঁ ইন্সপেক্টর, এ রহস্য-নাটকের অন্তই য রজনী।

তাহলে আজই!

হ্যাঁ, আজই। এখানকার থানা অফিসারকেও আমি একটু আগে স কথা জানিয়ে দিয়েছি।

থানায় সংবাদ পাঠিয়েছেন?

পাঠাতে হবে না! আজ রাত্রেই আমার কাজ শেষ হবে। তারপর যা কিছু করণীয় তাঁর। তিনি এবং তাঁর আইনের ব্যাপার। কিন্তু যা আপনাকে বলেছি তা মনে আছে তো?

সকলের ঐ মিট করবার কথাটা তো?

হ্যাঁ, ঠিক রাত সাড়ে আটটায় সকলে আমরা মিট করব মেজর চৌধুরীর শয়ন-কক্ষে। সকলকে আপনি জানিয়ে দিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, ব্রেকফাস্ট টেবিলেই আজ আপনার নির্দেশ আমি সকলকে জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সর্বেশ্বরবাবু—তিনিও তো এই নাটকের একজন পাত্র, শুধু তিনিই তাহলে অনুপস্থিত থাকছেন!

কে বললে? তিনিও উপস্থিত থাকবেন বৈকি!

তিনিও থাকবেন?

বাঃ, থাকবেন না! নিশ্চয়ই থাকবেন। যথা সময়েই তিনি উপস্থিত থাকবেন।

সঞ্জীবের ঘরের মধ্যে বসে সঞ্জীব, সমীর, বিকাশ ও অলকেশের মধ্যে কথা হচ্ছিল।

সমীরই এক সময় ডাকে, সঞ্জীবদা!

কিছু বলছিলে সমীর ?

তুমি কিছু বুঝতে পেরেছ সঞ্জীবদা ?

না।

ঐ সময় বিকাশ বলে, আজই তাহলে বিরূপাক্ষবাবু বলবেন, কে আমাদের মধ্যে সে রাত্রে জেঠামণিকে হত্যা করেছি!

সঞ্জীব যেন চম্‌কে ওঠে, কে! কে বললে ?

বিকাশ বলে, কেন ইন্সপেক্টরই তো বলছিলেন।

নন্দ ঘরে এসে ঢুকল, সঞ্জীবদা!

কে নন্দবাবু? আসুন—আসুন।

মৃদুলাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢোকে এবং বলে, তুমি আমারে একলা ঘরে ফেলাইয়া চইলা আইলা ক্যান্ ?

কেন, তুমি কি কচি খুকীটি নাকি একেবারে যে একলা ফেলে এসেছি বলে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হয়েছ ?

আমার ভয় করে না বুঝি ?

সঞ্জীব মৃদুলা ও নন্দর দিকে তাকিয়ে অনুরোধ জানায়, বসুন নন্দবাবু, বসুন। বসুন মৃদুলা দেবী।

মৃদুলা বসতে বসতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আর বসুম। একেবারেই বসছি। উঃ, কি কুক্ষণে যে হেয়ার কথা শুইনা এখানে আইছিলাম! মানে মানে এখন ফিইরা যাবার পারলে হয়।

অলকেশ হঠাৎ বলে ঐ সময়, সঞ্জীবদা, এখন সত্যিই কি মনে হচ্ছে জান? এই ভাবে আরো কয়েক ঘণ্টা আমাদের দুর্ভাবনার মধ্যে না রেখে ওরা যদি এখনই আমাদের বলে দিতেন কে আমাদের মধ্যে খুনী—

সঞ্জীব তিক্তকণ্ঠে তাড়া দিয়ে ওঠে—থাম, থাম তুমি অলকেশ। যথেষ্ট শুনেছি, আর ওকথা ভাল লাগছে না।

মৃদুলা বলে, কিন্তু ভাল না লাগলেই বা উপায় কি ঠাকুরপো কন ?

দেখুন মৃদুলা দেবী, please—আঁপনি একটু চুপ করুন।

অলকেশ সমীরের দিকে তাকিয়ে শুধায়, স্বপ্নাকে দেখছি না। স্বপ্না কোথায়, সমীরদা ?

সমীর মৃদুকণ্ঠে বলে, সে তার ঘরে শুয়ে আছে।

অলকেশ গাঢ় কণ্ঠে বলে, বেচারী স্বপ্না, সত্যিই তার জন্য দুঃখ হয়।

বিকাশও সায় দেয়, সত্যি, সে যে পিসেমশাইয়ের মেয়ে নয় একথা আমরা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি।

অলকেশ বলে, সে-ই কি ভাবতে পেরেছে কখনো বিকাশ! সেও ভাবতে পারেনি।

আচ্ছা, স্বপ্না যখন পিসেমশাইয়ের মেয়ে নয়, সে নিশ্চয়ই সম্পত্তির কোন অংশ পাবে না জেঠামণির! বিকাশ বলে।

নন্দ বলে, তা আর কেমন করে পাবে!

ঐ সময় দেখা গেল খোলা দরজা পথে ইন্সপেক্টর ঐ দিকেই আসছেন।

ইন্সপেক্টর আসছেন এই দিকেই মনে হচ্ছে। অলকেশ মৃদুকণ্ঠে বলে।

ইন্সপেক্টর এসে ঘরে ঢুকলেন এবং সবার মুখের উপরে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, এই যে আপনারা দেখছি সকলেই এখানে। ভালই হল, আপনাদের সকলকেই আমার একটা কথা বলবার ছিল। পরিস্থিতিটা আজ কি দাঁড়িয়েছে আপনারা তো সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। রাজেশ্বর চৌধুরীর অর্থের লোভে হত্যাকারী কেবল তাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। বেচারী রতনকেও প্রাণ দিতে হল। তার পর দেখুন সেই একই কারণে হয়তো কৃতান্তবাবুকেও আত্মহত্যা করতে হল। আপনারা এও শুনেছেন নিশ্চয়ই হত্যাকারীকে বিরূপাক্ষ সেন সনাক্ত করেছেন, আর আজ রাত্রেই তার হাতে হাতকড়া পড়বে।

অলকেশ বাধা দেয়, কিন্তু ইন্সপেক্টর—

শুনুন, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি, যে কথাটা আপনাদের বিশেষ করে বলতে চাইছিলাম, বিরূপাক্ষবাবুর ধারণা, হত্যাকারী দু-দুটো হত্যা করেও হয়তো ক্ষান্ত হবে না। আবারও হয়তো—

সঞ্জীব চম্‌কে ওঠে, কি বলছেন ইন্সপেক্টর!

হ্যাঁ সঞ্জীববাবু, হয়তো আবারও সে কাউকে হত্যা করতে পারে।

অলকেশ বলে ওঠে, তাই যদি আপনাদের বিরূপাক্ষবাবুর ধারণা তো এটা বুঝতে পারছি না তিনি এখনো কেন তাকে ধরিয়ে দিচ্ছেন না! আমাদের প্রাণগুলো কি এতই তুচ্ছ যে, সব জেনে-শুনেও এখনো তিনি আমাদের সকলের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন!

বিকাশও বলে, ঠিক, ঠিক বলেছ অলকেশ। ওঁদের এ ধরনের পাগলামী আর আমরা বরদাস্ত করব না। হয় তিনি হত্যাকারী কে এক্ষুনি সবার সম্মুখে প্রকাশ করুন, নচেৎ আমরা আর একটি মুহূর্তও এখানে থাকব না।

সঞ্জীবও বলে—হ্যাঁ, থাকব না আমরা।

সমীরও সায় দেয়—নিশ্চয়ই থাকব না!

হঠাৎ ঐ সময় দ্বারপ্রান্তে বিরূপাক্ষকে দেখা গেল। সে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে, কিন্তু আপনারাই তো এই অনিবার্য পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্য দায়ী।

সঞ্জীব তাকায় বিরূপাক্ষর মুখের দিকে, তার মানে? What do you mean? কি আপনি বলতে চান বিরূপাক্ষবাবু?

এই কথাটাই আমি বলতে চাই সঞ্জীববাবু, শান্ত কণ্ঠে বলতে থাকে বিরূপাক্ষ, আপনারা সকলে অকপটে সব কথা এখনো প্রকাশ করছেন না বলেই রতনকে প্রাণ দিতে হল ঐ ভাবে। প্রকাশ করুন, এখনো আপনারা যে যা জানেন অকপটে প্রকাশ করুন—speak out! সঞ্জীববাবু, সমীরবাবু, অলকেশবাবু, বিকাশবাবু—এখনো বলুন কে কি আপনারা গোপন করে রেখেছেন?

কিন্তু সবাই চুপ, সবাই যেন বোবা।

বিরূপাক্ষ বলে, বুঝতে পারছি, বলবেন না আপনারা। ঠিক আছে, আমার পক্ষেও তাহলে কাউকে কাল সকালের আগে এখান থেকে যেতে দেওয়া সম্ভবপর হল না। আমি দুঃখিত।

ইন্সপেক্টরের দিকে তাকিয়ে এবারে বিরূপাক্ষ বলে, চলুন

ইন্সপেক্টর, আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে, চলুন।

দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ চৌত্রিশ ॥

সেই দিনই রাত্রে।

বিরূপাক্ষর পূর্ব নির্দেশ মত সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে, মাত্র সাত রাত্রি আগে যে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য আততায়ীর হাতে মেজর রাজেশ্বর চৌধুরী নিহত হয়েছিলেন পিস্তলের গুলীতে সেই ঘরে।

কথা ছিল ডিনারের পরে সকলে এসে ঐ ঘরে জমায়েত হবে। ডিনারে বসেছিলও সবাই, কিন্তু কেউই কিছু খেতে পারেনি। খাদ্য-বস্তু নাড়া-চাড়া করে অবশেষে একসময় সবাই উঠে এসেছে একমাত্র স্বপ্না বাদে। স্বপ্না ডিনার টেবিলে বসেইনি।

অন্ধকার ঘরটির মধ্যে সব ছড়ানো ভাবে চেয়ারে বসে ছিল।

কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না বটে, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপস্থিতিটা যেন মর্মান্তিকভাবেই টের পাচ্ছিল। কারো মুখেই কোন কথা নেই। অন্ধকারে অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন।

বিরূপাক্ষবাবু বলেছেন, আজকেই জানা যাবে খুনী কে। সকলের মনের মধ্যেই বোধকরি ঐ একটি প্রশ্নই তোলপাড় করছিল। কে? খুনী কে? কে তাদের মধ্যে খুনী? কার হাতে রক্ত?

অন্ধকারেই এক সময় মৃদুলার গলা শোনা গেল।

সে যেন ফিস্ ফিস্ করে তার পার্শ্বে উপবিষ্ট নন্দদুলালকে বলে, শোনতো আছো?

কি?

আমার বুকটার মধ্যে যেন কেমন করতা আছে।

অন্ধকারে একটা শিশি নন্দদুলাল তার স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেয়, এই নাও—

কি এটা?

শোক।

শোঁকবো!

হ্যাঁ—Smelling salt.

বিকাশ ঐ সময় বিরক্তিভরাকণ্ঠে বলে ওঠে, নন্দবাবু, মৃদুলা দেবী—please আপনারা চুপ করুন।

I am sorry! নন্দ বলে।

আবার সব চুপচাপ। আবার স্তব্ধতা। স্তব্ধতা যেন সবার বুকের উপরে পাষাণ ভারের মত চেপে বসেছে।

কিছুক্ষণ পরে।

সমীর এবারে কথা বলে, উঃ, সত্যি সত্যি আর পারছি না!

বিকাশ ডাকে, সঞ্জীবদা!

কেন?

আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

অন্ধকারে সর্বেশ্বরের গলা শোনা যায়, ইন্সপেক্টর সাহেব!

সাড়া দিলেন ইন্সপেক্টর অন্ধকারেই দরজার পাশ থেকে, Yes! কিছু বলছিলেন মিঃ চৌধুরী?

কই, বিরুপাক্ষবাবু তো এখনো এলেন না! কখন আসবেন আর?

জানি না।

কিন্তু এভাবে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আর কতক্ষণ বসে থাকব? দম যে সত্যি সত্যিই—

কথা শেষ হল না সর্বেশ্বরের। বাইরের প্যাসেজে অন্ধকারে খট্ খট্ একটা জুতোর শব্দ ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে শোনা গেল।

ইন্সপেক্টর বলে ওঠেন, ঐ, ঐ বোধহয় তিনি আসছেন।

সত্যি ঘরে এসে ঢুকল বিরূপাক্ষ।

ইন্সপেক্টর!

Yes, Mr. Sen!

আপনি প্রস্তুত?

হ্যাঁ।

আলো ?

হ্যাঁ।

সবাই এসেছেন—সর্বেশ্বরবাবু, সঞ্জীববাবু, বিকাশবাবু, অলকেশবাবু, বিনতা দেবী, স্বপ্না দেবী ?

হ্যাঁ, সবাই ! মিঃ সান্যালও উপস্থিত আছেন।

That's good ! Now ladies and gentlemen—আমার ঘড়িতে এখন রাত নটা বাজতে ঠিক বারো মিনিট বাকী আছে। আজ থেকে ঠিক সাত রাত্রি আগে এই ঘরে ঠিক বার মিনিট পরে just at nine—হ্যাঁ, রাত ঠিক নটায় আপনারা আজ যারা এই মুহূর্তে এখানে এই ঘরের মধ্যে উপস্থিত, তাদেরই মধ্যে একজন মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীকে গুলী করে হত্যা করেছিলেন। আমি জানি সে কে !

সঞ্জীব বলে ওঠে, কে ?

বিকাশও বলে, কে ?

অলকেশ বলে, কে ?

কে, সেই কথাই এবারে বলব, কিন্তু তার আগে আপনাদের শোনা দরকার কেন হত্যাকারী হত্যা করেছিল মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীকে ! তার চাইতেও আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আপনারা শুনলে হয়তো সকলেই বিস্মিত হবেন যে, এই হত্যার বীজ পরোক্ষভাবে রোপিত হয়েছিল আজ থেকে বাইশ বছর আগে।

সর্বেশ্বরই প্রশ্ন করে, বাইশ বছর আগে ?

হ্যাঁ মিঃ চৌধুরী, মনে আছে বোধহয় আপনার সর্বেশ্বরবাবু, ইন্সপেক্টরকে একদিন আপনি বলেছিলেন আপনার স্বর্গীয় পিতা গণদেব চৌধুরীর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় blunder হচ্ছে আপনাদের একমাত্র বোন মৃণালিণী বা রাধারাণী দেবীর কৃতান্তবাবুর সঙ্গে বিবাহ দেওয়া ?

সর্বেশ্বর বলে, বলেছিলাম।

কথাটা আপনার মিথ্যা নয় সর্বেশ্বরবাবু ! You were cent

percent correct ! কৃতান্তবাবুর দ্বারাই বাইশ বছর পূর্বে আজকের এই হত্যা-রহস্যের বীজ তাঁর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাতেই হোক রোপিত হয়েছিল। কেন জানেন, কৃতান্ত আসলে ভালবাসতেন বিনতা দেবীকেই, তথাপি রাধারাণী দেবীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে। বলতে পারেন রাধারাণীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন একটা ক্ষণিক মোহের বশে—

সর্বেশ্বর বাধা দেয়, কিন্তু সত্যিই সে রাধারাণীকে ভালবাসত।

না। আপনি যা জানেন তা নয়। ভালবাসা নয়, সেটা সত্যিই তাঁর ক্ষণিক মোহই ছিল। সে কথা তিনি তাঁর আত্মহত্যার আগে একটা চিঠিতেই জানিয়ে গিয়েছেন। যাই হোক, যা বলছিলাম। এদিকে রাধারাণী দেবী কিন্তু বিবাহের পরই বুঝতে পেরেছিলেন আসলে কৃতান্তর মনটা কোথায় বাঁধা আছে। তাই কথাটা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মন ভেঙে যায়।

তবু হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর স্ত্রী হয়ে রাধারাণী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ঐ স্বামীকে নিয়েই সুখী হতে, কিন্তু কিছুতেই তা পারলেন তো না-ই আর তাই হয়তো মনের সঙ্গে দিবারাত্র যুদ্ধ করতে করতে ক্রমশঃ রাধারাণীর মধ্যে একটা মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল। তাই নয় কি সর্বেশ্বরবাবু?

সর্বেশ্বর জবাব দেয়, তাই। কারণ, সে জানতে পেরেছিল বিনতার সঙ্গে কৃতান্তর সম্পর্কের কথাটা।

যাই হোক, যা বলছিলাম, বিরূপাক্ষ আবার বলতে লাগল, এদিকে কৃতান্তও তাই মৃণালিনীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এক রাত্রে ঘুমন্ত মৃণালিনীর কাপড়ে পেট্রোল ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দিল।

সেকি! সর্বেশ্বর চম্‌কে ওঠে।

হ্যাঁ, সর্বেশ্বরবাবু, কৃতান্ত তার শেষ চিঠিতেই তার সব কথা স্বীকার করে গিয়েছে—আপনার বোন আত্মহত্যা করেনি, কৃতান্তই তাকে পুড়িয়ে মেরে, মৃণালিনী আত্মহত্যা করেছে এই কথাটা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দেখুন ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সেই আগুনে

চৌধুরীবাড়ি পুড়ল বটে, কিন্তু সে আগুনে শেষ পর্যন্ত মৃণালিনীর মৃত্যু না হয়ে পুড়ে মরল কৃতান্ত ও মৃণালিনীর শিশু-কন্যা টুনটুনী।

সর্বেশ্বর বলে ওঠে, না না বিরূপাক্ষবাবু, আপনি জানেন না, টুনটুনী নয়, মরেছিল মৃণালিনীই।

না মিঃ চৌধুরী, আপনি যা জানেন তা ভুল! রাধারাণী নয়, টুনটুনীই মরেছিল—যে টুনটুনীকে কৃতান্তর মত নরাধমও বুক দিয়ে ভালবাসত। এদিকে অত বড় মর্মান্তিক আঘাতটা চরম হয়ে দেখা দিল অর্ধদগ্ধ আপনাদের একমাত্র বোন রাধারাণীর মনে।

একটু কেশে আবার বিরূপাক্ষ বলতে লাগল, পরের দিন আগুন নেভবার পর রাধারাণীকে চৌধুরী-বাড়ির একটা ঘরের মধ্যে বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় দেখা গেল। কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে। আর সামনে তার তখনো পড়ে আছে দগ্ধবিকৃত টুনটুনীর মৃতদেহটা।

সঞ্জীব এবার রুদ্ধ কণ্ঠে শুধায়, তারপর?

এদিকে বিরূপাক্ষ আবার শুরু করে, ঐ মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় রাজেশ্বর চৌধুরী যে আঘাত পেলেন সে আঘাত তাঁর পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর হল না। কারণ, ঐ বিবাহের ব্যাপারে তিনি যেমন ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা, তেমনি তিনি প্রাণের চাইতেও ভালবাসতেন তাঁর একমাত্র বোন মৃণালিনীকে এবং সেই মর্মান্তিক আঘাতে পরের দিন রাত্রেই চোরের মত গৃহত্যাগ করে কোথায় যে চলে গেলেন অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর আর কোন সংবাদই কেউ পায়নি। এদিকে গণদেব চৌধুরী সেই উন্মাদিনী মেয়েকে অনন্যোপায় হয়েই পাঠিয়ে দিলেন পাগলা গারদে।

পাগলা গারদে!

হ্যাঁ এবং রটনা করে দেওয়া হল রাধারাণীর আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে।

ইন্সপেক্টর এবারে শুধালেন, তারপর?

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

বিরূপাক্ষ অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল।

তারপর এদিকে অনেক বছর পরে রাজেশ্বর যুদ্ধের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ফিরে এলেন লটারীতে এক লক্ষ টাকা পেয়ে। এখানে এসে এই কুঠিবাড়ি ক্রয় করলেন এবং উন্মাদিনী বোনটিকে নিয়ে এসে নিজের কাছে এখানেই রাখলেন। আজো এই কুঠিবাড়ির এক গুপ্ত কক্ষে উন্মাদিনী রাধারাণী জীবন্মৃত হয়ে আছেন। তবে এখন আর হাসেনও না, কাঁদেনও না—একেবারে বোবা। একেবারে পাথর। এদিকে রাধারাণীর ভাগ্যে যখন বিপর্যয় চলেছিল—তখন অন্য দিকে বিনতা দেবীকে কেন্দ্র করে অভিনীত হচ্ছিল আর এক নাটক।

ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করেন, কি রকম!

আগেই বলেছি, বিনতা দেবী ভালবেসেছিলেন কৃতান্তকে এবং তাঁদের বিবাহের সব কিছুই স্থির ছিল। এমন সময় হঠাৎ বিনতা জানতে পারলেন কৃতান্ত রাধারাণীকে বিবাহ করেছে। সংবাদটা শুনে তিনি যেন একেবারে পাথর হয়ে গেলেন। অথচ কৃতান্তর সন্তান তখন তাঁর গর্ভে। তবু—তবু বিনতা কৃতান্তকে ক্ষমা করতে পারলেন না—তাকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল। সর্বেশ্বরও বিনতাকে ভালবেসেছিলেন। এদিকে বিনতার তখন চরম সংকটের দিন। কৃতান্তর সন্তান তাঁর গর্ভে, অথচ কৃতান্তকে তিনি চিরদিনের মত তাড়িয়ে দিয়েছেন—সেই সময় অনন্যোপায় হয়েই কতকটা সর্বেশ্বর তাঁকে বিবাহ করতে চাওয়ায় তিনি রাজী হন এবং তাঁদের গোপনে বিবাহ হয়ে যায়।

বিনতা বাধা দিয়ে ওঠে হঠাৎ, থাক—থাক বিরূপাক্ষবাবু। এসব কথা—

সব কথাই আজ সকলের জানা প্রয়োজন বিনতা দেবী। আশা

করি সর্বেশ্বরবাবুও সে কথাটা আজ অস্বীকার করবেন না। যাক, যা বলছিলাম। বিবাহের পর সর্বেশ্বর যখন জানতে পারলেন বিনতা অন্তঃসত্ত্বা, তিনি তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। একটা কথা আপনাদের সকলেরই জানা দরকার, এ সব কথাই আমি জেনেছি কিছু রাজেশ্বর চৌধুরীর ডায়েরী থেকে, বাকীটা কৃতান্তর শেষ চিঠির মধ্যের স্বীকৃতি থেকে।

বলুন, বিরূপাক্ষবাবু, বলুন, থামলেন কেন? ইন্সপেক্টর আবার তাড়া দেন।

হুঁ, বলছি। যথাসময়ে বিনতা দেবীর একটি কন্যা-সন্তান জন্মায় এবং সেই কন্যার যখন এক বছর বয়স, কৃতান্ত আবার ফিরে আসেন। বিনতাকে নিয়ে তিনি আবার ঘর বাঁধতে চান; কিন্তু বিনতা পূর্বের মতই তাঁকে ফিরিয়ে দেন। তবে ফিরিয়ে দিলেও কৃতান্তর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত যাবার সময় সেই সন্তানকে কৃতান্তর হাতে তুলে দিয়ে বিনতা দেবী আবার নার্সিং জীবনেই ফিরে যান। উন্মাদিনী রাধারাণীকে পরবর্তীকালে দেখাশোনা করবার জন্য একজন নার্সের প্রয়োজন হওয়ায় রাজেশ্বর কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। সেই বিজ্ঞাপন দেখেই বিনতা রাজেশ্বরের কাছে এসে চাকরি নেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রাজেশ্বর সম্পর্কে দুটো কথা না বললে আজকের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ইন্সপেক্টর শুধান, কি কথা?

আগেই বলেছি পরিচয়ের পর বিনতা দেবী ও রাজেশ্বর চৌধুরীর পরস্পরের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাই হয়তো বিনতা ও তার কন্যাকে সামাজিক অসম্মানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য উইলে তাঁদের স্ত্রী ও নিজের সন্তান বলে উনি উল্লেখ করে যান।

সঞ্জীব বলে ওঠে, তাহলে নন্দবাবু?

নন্দবাবু রাজেশ্বরের সন্তান নন।

সঞ্জীব বলে, তাহলে সত্যিই উনি একজন imposter?

না, উনি imposter নন। আমারই নিযুক্ত লোক, আমারই পরামর্শে উনি রাজেশ্বর চৌধুরীর পুত্রের পরিচয়ে ও ঋদ্ধা দেবী ওঁর

১৪—

স্ত্রীর পরিচয়ে এখানে এসেছেন এবং ওঁরা যদি এমন চমৎকার অভিনয় না করতে পারতেন তো হত্যাকারী নিশ্চিন্ত হয়ে সে রাত্রে ওঁকে সরাবার জন্য ওঁর ওপর attempt নিতে পারত না এবং হত্যাকারীরও মুখোশ এভাবে এত শীঘ্র খুলে যেত না।

বিকাশ এবারে চেঁচিয়ে ওঠে, কে—কে তবে সে রাত্রে জ্যোৎমণিকে হত্যা করল ?

এক্ষুনি জানতে পারবেন। তবে তার আগে সে রাত্রে কিভাবে হত্যাকারী মেজর রাজেশ্বর চৌধুরীকে হত্যা করেছিল, তাই বলব। কার পক্ষে সে রাত্রে সবার অলক্ষ্যে মেজরকে হত্যা করা সম্ভবপর ছিল আপনাদের মধ্যে, তাই বলব।

সঞ্জীব ব্যগ্র কণ্ঠে শুধায়, কে ? কার—কার পক্ষে সম্ভবপর ছিল ?

তার পক্ষেই সম্ভবপর ছিল যে প্রথমতঃ জানত, মেজরের শয়নঘরে প্রবেশ ও নির্গমনের ঐ দরজা ছাড়াও আরো একটি গুপ্ত দ্বারপথ আছে ঘরের দেওয়াল আলমারীর ভিতর দিয়ে; দ্বিতীয়তঃ, যে একেবারে তাঁর পাশেরই ঘরে ছিল এবং last of all ও তৃতীয়তঃ যে জানত, মেজরের দ্বিতীয় উইলের কথা এবং সেই উইল হলে যে নিজেকে ন্যায্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হতে হবে ভেবেছিল।

একই সঙ্গে সঞ্জীব ও সমীর শুধায়, কে ? কে সে ?

শান্ত ধীর কণ্ঠে জবাব দেয় বিরূপাক্ষ, এই অন্ধকার ঘরে এই মুহূর্তে আপনারা যাঁরা বসে আছেন, সেই আপনাদের মধ্যেই একজন সে রাত্রে সেই গুপ্ত দ্বারপথে ঘরের মধ্যের গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকে ঠিক নটা বাজার সংকেত-ধ্বনি শুরু হবার কয়েক মিনিট আগে এই ঘরে এসে প্রবেশ করেছিলেন। তার পর একটু থেমে বলে, ইন্সপেক্টর, are you ready ?

Yes, ready.

বিরূপাক্ষ বলে ওঠে, স্বপ্না দেবী, আপনি সে রাত্রে ঠিকই দেখেছিলেন—মেজরের প্রেতাত্মাকে সত্যিই আপনি দেখেছিলেন। তার নৃশংস হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য সত্যিই এখনো তার বায়ুভূত আত্মা

এই কুঠিবাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ—ঐ শুনুন তার কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই শুনতে পায় অন্ধকারে দুটি পুরুষ কণ্ঠের কয়েকটি কথা :

পুরুষ কণ্ঠে : কে! কে—না, না, না—তুমি, তুমি—

অন্য কণ্ঠে : Yes! আমি।

ঢং ঢং করে প্রচণ্ড শব্দে ঘড়ির নটার ঘণ্টাধ্বনি শুরু হল এবং তার মধ্যেই পিস্তলের আওয়াজ ও পুরুষ কণ্ঠে আর্ত চীৎকার শোনা যায়। ঘণ্টাধ্বনি বেজে চলে—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট এবং সেই ঘণ্টাধ্বনি শেষ হবার আগেই বিরূপাক্ষর কঠিন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, Look! Look everybody! Here he comes!

সঞ্জীব ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, কে! কে!

অলকেশ হঠাৎ অস্বাভাবিক ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠল, না না না—out! out of my sight, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর আমাকে জেঠামণি, ক্ষমা কর—please have mercy—mercy—mercy!

বিরূপাক্ষ চেঁচিয়ে উঠলো, Light! আলো, আলো—ইন্সপেক্টর আলো।

মুহূর্তে আলো জ্বলে উঠল আট-দশটা শক্তিশালী টর্চের এবং সব আলো গিয়ে পড়েছে ভয়ার্ত অলকেশের সর্বাঙ্গে তখন।

সঞ্জীব চেঁচিয়ে ওঠে, কে! কে!

বিকাশ বলে, তু—তুমি—তুমিই তাহলে—অলকেশ?

সর্বেশ্বর বলে, Then really it was you! তুমি—তুমিই তাহলে সে রাত্রে দাদাকে হত্যা করেছিলে অলকেশ!

অলকেশ তখন চেয়ারে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে থর থর করে কাঁপছে। সবার চোখের দৃষ্টি অলকেশের উপরে নিবদ্ধ। সবাই বোঝা। কেউ কিছু বুঝবার আগেই অলকেশ কি একটা মুখে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে মাটিতে টলে পড়ে গেল।

কি—কি হল? চেঁচিয়ে ওঠেন ইন্সপেক্টর।

অলকেশ ভাঙা গলায় বলে, Y--e--s—I—আমি—আ—আঃ—

একি—কি হল? ইন্সপেক্টর অলকেশকে তুলবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু বিরূপাক্ষ তাঁকে বাধা দিয়ে বলে, আর উনি এ জীবনে কারো ডাকেই সাড়া দেবেন না ইন্সপেক্টর।

সে কি!

হ্যাঁ, সব শেষ। নিশ্চয়ই তীব্র ভয়ংকর কোন বিষ খেয়ে উনি আত্মহত্যা করেছেন।

বিষ!

হ্যাঁ, বিষ।

বিরূপাক্ষ বলে, Probably পটাসিয়াম সায়ানাইড্। দুষ্কৃতির ফল—এমনি করেই দুষ্কৃতির দণ্ড মানুষকে মাথা পেতে নিতে হয় ভগবানের বিচারে। Crime does never pay! Crime does never pay!

ঘন্টা তিনেক পরে।

নীচের হলঘরে বসে সকলে।

সঞ্জীব এক সময় বলে, সত্যি বিরূপাক্ষবাবু, কল্পনাও করতে পারছি না এখনো। What a pity! শেষ পর্যন্ত কিনা অলকেশ—

সমীর বলে, সত্যি, অলকেশই যে আমাদের মধ্যে সে রাত্রে জেঠামণিকে হত্যা করতে পারে সঞ্জীবদা, এখনো যেন বিশ্বাসই করতে পারছি না।

সঞ্জীব আবার বলে, তাহলে মিঃ সেন অলকেশকেই আমাদের মধ্যে আপনি গোড়া থেকেই হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেছিলেন?

বিরূপাক্ষ বলে, গোড়া থেকেই নয় সঞ্জীববাবু—গোড়া থেকেই পারতাম যদি সেদিন আপনি ও সমীরবাবু সত্যি কথাটা বলতেন, কোন কিছু গোপন না করে।

সঞ্জীব বলে, কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন বিরূপাক্ষবাবু, সত্যিই আমি গোপন করিনি কিছু।

করেছিলেন এবং মারাত্মক একটা কথা গোপন করেছিলেন; আপনার পিস্তলটা যে বাক্স থেকে চুরি গিয়েছিল সেই কথাটাই

গোপন করেছিলেন। আর সমীরবাবু, আপনার কালো গ্রেট কোটটা যেটা আপনার ঘরে ছিল এবং যেটা পরের দিন নীচের ডাইনিং হলে খুঁজে পেয়েছিলেন, এ কথাগুলো যদি আপনারা চেপে না যেতেন, তাহলে হয়তো এখানে আসবার পরের দিনই হত্যাকারীকে আমি spot out করতে পারতাম।

সর্বেশ্বর ধীরে ধীরে এবারে বলে, কিন্তু কেন, কেন ওকে আপনি সন্দেহ করেছিলেন বিরূপাক্ষবাবু ?

তিনটি কারণে। প্রথমতঃ, একমাত্র ঐ অলকেশবাবুরই সে রাত্রের সাড়ে আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত movements সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য স্থির সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারিনি। উনি বলেছিলেন ঐ সময়টা উনি ঘরে ছিলেন অথচ আমরা জানি উনি ঐ সময়ের মধ্যে definitely ঘরের বাইরে গিয়েছিলেন। উনিই মেজরের ঠিক পাশের ঘরে ছিলেন। সেদিক থেকে গুপ্ত দ্বারপথে মেজরের ঘরে প্রবেশ করে সবার অলক্ষ্যে যে কোন এক সময় মেজরকে হত্যা করে তাঁর ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের দ্বারপথে বের হয়ে আসা ওঁর পক্ষেই বেশী সম্ভবপর ছিল, যেহেতু গুপ্ত দ্বারের কথা উনি জানতে পেরেছিলেন এ বাড়ির ভৃত্য রতনের সাহায্যে।

সর্বেশ্বর শুধায়, দ্বিতীয় কারণ ?

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, একমাত্র উনিই রাজেশ্বরের দ্বিতীয় উইলের সম্ভাবনার কথা জানতে পেরেছিলেন। কারণ জন্ম হতেই উনি পঙ্গু ছিলেন বলে আপনাদের সকলের চাইতে ওঁর প্রতিই মেজরের একটু বেশী স্নেহ বরাবর ছিল এবং মধ্যে মধ্যে এখানে রাজেশ্বরের ডাকে উনি আসতেন। নিহত হবার মাত্র দিন কুড়ি আগে মিঃ সান্নাল যখন দ্বিতীয় উইলের ব্যাপারে এখানে আসেন, অলকেশবাবু তখন এখানে ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়ই অলকেশবাবু দ্বিতীয় উইলের কথা জানতে পারেন এবং ঐ জানাটাই হল তাঁর কাল।

এবারে ইন্সপেক্টর শুধান, কেন ?

সেই কথাতেই আসছি ইন্সপেক্টর এবারে। এ জগতে প্রায় বেশীর

ভাগ বিকলাঙ্গদেরই চরিত্র যদি বিশ্লেষণ করেন তো দেখতে পাবেন তাদের একটা অদ্ভুত complex থাকে যে, তারা সর্বদাই deprived সর্বক্ষেত্রে। কেউ যদি কদাচিৎ কখনো সেই আবার deprivation-এর কারণ হয়ে দাঁড়ায় তো কিছুতেই তাকে সে তখন ক্ষমা করতে পারে না।

Is it ?

হ্যাঁ, এক্ষেত্রে তাই। অলকেশবাবু নিজে বিকলাঙ্গ থাকার জন্য সেই complex-এ ভুগছিলেন এবং সেই কারণেই রাজেশ্বর চৌধুরীকে ক্ষমা করতে পারেননি যে মুহূর্তে জানতে পেরেছিলেন তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তির ভাগে রাজেশ্বরের কে এক অজ্ঞাত সন্তান এসে ভাগ বসাচ্ছে তাঁকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করে, যাঁর জন্য দায়ী করেছিলেন তিনি ঐ রাজেশ্বর চৌধুরীকেই।

ইন্সপেক্টর বলে ওঠেন, So !

So the provocation was there ! তাকে সন্দেহ করবার তৃতীয় কারণ হচ্ছে ঐটাই।

সঞ্জীব বলে, কিন্তু কেমন করে আপনি স্থির নিশ্চিত হলেন যে, অলকেশই কাকামণিকে সে রাত্রে হত্যা করেছিল ?

সেও বলতে পারেন তিনটি প্রমাণ থেকে সঞ্জীববাবু!

তিনটি প্রমাণ !

হ্যাঁ। প্রথম প্রমাণ, স্বপ্না দেবী যে রাত্রে ঘরের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান হঠাৎ গুপ্ত দ্বারপথে তাঁর সেই ঘরের মধ্যে সমীরবাবুর যে কালো গ্রেট কোটটা পরিহিত ছদ্মবেশে অলকেশবাবুকে প্রবেশ করতে দেখে, সেই কোটটা অলকেশবাবুরই শয্যার নীচে পেয়ে এবং সেই সময় অনুসন্ধান করতে করতে গুপ্ত ঘরে যাবার প্যাসেজে ধুলোর উপরে যে পদ-চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে সেটা যে অলকেশবাবুরই পঙ্গু পায়ের ছাপ বুঝতে পেরে।

সঞ্জীব ঐ সময় বলে ওঠে, আশ্চর্য! স্বপ্না, তুমি অলকেশকে দেখেও—

ওঁর দোষ নেই, কারণ ঘর অন্ধকার ছিল; সামান্য যে চাঁদের আলো ঘরের জানালা পথে এসে প্রবেশ করেছিল তাতে উনি চিনতে পারেননি।

তা ছাড়া, it was so unexpected যে হঠাৎ তিনি হয়তো ভড়কে গিয়েছিলেন ঐ ভাবে সমীরের ছদ্মবেশে একজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে।

ইন্সপেক্টর বলেন, কিন্তু ঐ সময় স্বপ্না দেবীর ঘরে ঢুকে অলকেশ-বাবু এত বড় ভুলটা করলেন কেন সেটাই দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে বিরূপাক্ষবাবু এখনো!

সেটা হয়তো অলকেশবাবুর ইচ্ছাকৃত ছিল না। কারণ, তিনি হয়তো জানতেন না যে, গুপ্ত কক্ষ থেকে বের হয়ে আসবার দুটি পথ ছিল—একটা মেজরের ঘরের ভিতর দিয়ে, অন্যটা স্বপ্না দেবীর ঘরের ভিতর দিয়ে।

Natural! Quite natural!

যাক, এবারে দ্বিতীয় প্রমাণের কথা বলব। যে পিস্তলটা এই কুঠিবাড়ির বাগানে কামিনী ঝাড়ের নীচে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম—যদিচ তার মধ্যে একটি গুলীও ছিল না—কিন্তু সেটার সাহায্যে অলকেশবাবু সে রাত্রে মেজরকে হত্যা করেননি। করেছিলেন সঞ্জীববাবুর পিস্তল দিয়ে। সেটা পরে পাওয়া গিয়েছে ঐ গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটার মধ্যে এবং সেটার গায়ে অলকেশবাবুর আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে।

সঞ্জীব শুধাল, তৃতীয় প্রমাণ?

তৃতীয় এবং last of all হচ্ছে গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটার মধ্যে মেজরের যে ডিক্‌টাফোনটা পাওয়া গিয়েছে সেটা।

সঞ্জীব বলে, ডিক্‌টাফোন!

হ্যাঁ, ডিক্‌টাফোন! মেজরের একটা বিচিত্র বিলাস ছিল ডিক্‌টাফোনের সাহায্যে সব কিছু রেকর্ড করা এবং নিজের বক্তব্য অনেক সময় ডিকটাফোনের সাহায্যে অন্যকে জানানো। তাঁর ঐ বিচিত্র বিলাস বা hobbyটা না থাকলে হয়তো অলকেশবাবুর বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক প্রমাণ যা এই হত্যার ব্যাপারে আমি পেয়েছি সেটা পেতাম না। এবারে আমি সেই কথাটাই বলব। মেজর চৌধুরীর একটা কেমন যেন বদ্ধ ধারণা হয়েছিল কোন

আত্মীয়রাই তাঁকে ভালবাসে না—একথাটা তাঁর ডায়েরীতেও লেখা আছে, মিঃ সান্যালকে যেমন তিনি বলেছেন একাধিকবার তেমনি বিনতা দেবীকেও বলেছিলেন। আরো একটা ধারণা তাঁর ছিল, ঐ সব আত্মীয়রা তাঁকে ঐ অর্থের জন্য হত্যাও করতে পারে। ঐ কথাটাও তাঁর ডায়েরীতে লেখা আছে—ধারণাটা যে তাঁর মিথ্যে নয় সেই কারণেই তিনি ঘটা করে চিঠি দিয়ে নাটকীয়ভাবে সব আত্মীয়দের উইল পড়ে শোনাবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং সকলে এসে উপস্থিত হলে তাঁদের মিথ্যা করে বলেছিলেন—হার্টের অসুখে তিনি পঙ্গু হলেও ডাক্তার বলেছে সহজে তাঁর মৃত্যু হবে না। কিন্তু—

সঞ্জীব শুধাল, কিন্তু কি?

কিন্তু তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি ঐ ভাবে তাদের সকলকে না ডেকে আনলেও মৃত্যু তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিল। অলকেশবাবু তখন তাঁকে হত্যা করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হত্যার ব্যাপারটা হয়তো দু-এক দিন এদিক-ওদিক হতে পারত। কিন্তু ঘটনাচক্রে সবাই এসে উপস্থিত হওয়ায় হত্যাকারী আর বিলম্ব করল না—প্রথম সুযোগটাই সে গ্রহণ করল।

সঞ্জীব শুধাল আবার, কিন্তু ডিক্‌টাফোনের কথা কি বলছিলেন?

মেজর চৌধুরী, কে কি বললে তাঁর অবস্থা দেখে, তাই থেকে সকলের মনোভাবকে study করবার জন্য গোপনে গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটার মধ্যে সে রাত্রে ডিক্‌টাফোন ফিট্ করে রেখেছিলেন। And everything was recorded—এমন কি হত্যার ব্যাপারটাও। ঐ ডিক্‌টাফোন থেকেই অলকেশবাবুর কণ্ঠস্বর আমি ধরতে পারি। কিন্তু বিনতা দেবী, ঐ ডিক্‌টাফোনের কথাটা যদি আগে আপনি গোপন না করে প্রকাশ করতেন তো বেচারী রতনকে ঐ ভাবে প্রাণটা দিতে হত না।

বিনতা বললে, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

না, আপনি ভোলেননি। আপনার সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ওটা। যাক, যা বলছিলাম। অলকেশবাবু বোধহয় কোন ক্রমে জানতে

পেরেছিলেন ঐ ডিক্‌টাফোনের কথাটা এবং সেটার কথা মনে হওয়াতেই পরে ঐ গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লকটার মধ্যে খুঁজতে গিয়ে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ডিক্‌টাফোনটা শেষ পর্যন্ত তাঁর চোখেই পড়েনি।

কিন্তু ঘড়িটা নটা বেজে বন্ধ হয়ে ছিল? ইন্সপেক্টর শুধালেন এবারে।

সেটাও হয়তো অলকেশবাবুরই কীর্তি, বিরূপাক্ষ বলে, মেজর যে বলতেন ঘড়িটা বন্ধ হলে তাঁরও হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবে। সেটার জন্যই হয়তো অলকেশবাবু ঘড়িটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আর নয়, রাত পৌনে চারটে বাজে। ভোর পাঁচটার কলকাতাগামী ট্রেনটা আমাকে ধরতে হবে। অতএব আপনাদের সকলের কাছেই আমি এবারে বিদায় নেব।

ইন্সপেক্টর বললেন, আচ্ছা বিরূপাক্ষবাবু, আপনাকেও কি সত্যি সত্যিই মেজর চৌধুরী চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

বিরূপাক্ষ জবাব দেয়, না, মিঃ সান্যালের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। তিনিই আমাকে ফোন করে সব কথা বলে এখানে ডেকে এনেছিলেন। আচ্ছা, Good night everybody! বিরূপাক্ষ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

॥ ছত্রিশ ॥

পরের দিন সন্ধ্যার দিকে।

স্বপ্না সুটকেসের মধ্যে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছিল। সমীর এসে ঘরে ঢুকল, কোথায় যাচ্ছ স্বপ্না, তাও বলবে না?

না, সমীর। তাছাড়া নিজেই তো আমি জানি না কোথায় আমি যাচ্ছি।

কিছুতেই কি তোমার থাকা চলে না?

না।

বেশ, যাও। তবে একটা কথা মনে রেখো, আমার ঘরের দরজা

চিরদিন তোমার ফিরে আসার জন্য খোলা থাকবে। কথাটা বলে সমীর বের হয়ে গেল। একটু পরেই সর্বেশ্বর এসে ঘরে ঢুকতেই চমকে ফিরে তাকায় স্বপ্না, কে?

সর্বেশ্বর ডাকে, স্বপ্না!

আপনি!

জানি কোনদিনই হয়তো তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। তবু ক্ষমা চাইতে এলাম তোমার কাছে।

ক্ষমা—আমার কাছে?

হ্যাঁ, শুধু তোমার কাছেই নয়, বিনতার কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে যাবার আগে। জানি, সে বা তুমি কেউই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না। তবু, একটা কথা বলে যাচ্ছি। যদি কোনদিন সম্ভব হয়, কোনদিন তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো, সেদিন এস আমার কন্যার পরিচয়েই—নিজের সন্তান বলে তোমাকে বুকে তুলে নেবে সর্বেশ্বর। আর আমার বলবার কিছু নেই। সুখী হও তুমি! আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, সুখী হও।

বিনতা তার ঘরে শয্যায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

সর্বেশ্বর এসে ঘরে ঢুকল, বিনতা!

কে?

আমি সর্বেশ্বর, বিনতা। শুনলাম, তুমিও নাকি আজ রাত্রের গাড়ীতে চলে যাচ্ছ?

হ্যাঁ। বিনতা উঠে বসল।

যদি অনুমতি দাও তো একটা কথা বলতাম!

বল।

আমি যদি আজ আমার স্ত্রীকে সসম্মানে আমার ঘরে নিয়ে যেতে চাই, সে কি—

না না, আজ আর তা হয় না।

স্বীকার তো করছি অপরাধ তোমার কাছে আমি করেছি, কিন্তু

অপরাধের কি ক্ষমা নেই বিনতা ?

অপরাধ ! তোমার কি অপরাধ সর্বেশ্বর ? অপরাধ আমার—আমার ভাগ্যের !

শুনলাম, দাদার দেওয়া অর্থ তুমি নেবে না মিঃ সান্যালকে বলে দিয়েছ ?

হ্যাঁ।

তোমার চলবে কেমন করে ?

বিনতা যে নার্স—কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন সর্বেশ্বর ?

না, ভুলিনি। বেশ, যাও। এ কি ! সর্বেশ্বর দু পা পিছিয়ে যায় বিনতা নীচু হয়ে তার পায়ের ধূলো নেবার চেষ্টা করতেই।

বিনতা বলে, অনেক কটু কথা তোমাকে বলেছি। পার তো ক্ষমা করো আর আশীর্বাদ করো যেন এবারে মুক্তি পাই।

সর্বেশ্বর ম্লান বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, আশীর্বাদ ! না বিনতা, তোমাকে আশীর্বাদ করে তোমাকে আমি ছোট করব না। আচ্ছা—আ—আমি যাই—

ঐদিন রাত্রে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে।

ট্রেন আসতে তখনো কিছু দেরী।

সঞ্জীব প্ল্যাটফর্মের একধারের একটা বকুল গাছের নীচে অন্ধকারে একাকী চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল !

ছায়ার মত মৃদুলা এসে পাশে দাঁড়াল, সঞ্জীববাবু !

কে ? মৃদুলা দেবী !

হুঁ। আমিও তো এই ট্রেনেই যাইতা আছি।

ওঃ ! তা নন্দবাবু ?

তিনি তো সকালেই চইলা গেছেন বিরূপাক্ষবাবুর সগে।

তা আপনি গেলেন না ?

না—আমি তো কলকাতায় ফিরুম না।

ফিরবেন না ! কেন ?

আর অভিনয়ে ইচ্ছা নাই। কিন্তু আপনে কোথায় যাইতেছেন ?

সঞ্জীব বলে, লক্ষ্নৌ যাব।

আমিও তো লক্ষ্নৌ যাইতাছি। ভালই হইল—আপনারে সঙ্গে পাইলাম।

ওঃ।

দূরে ট্রেনের লাইট দেখা গেল। ট্রেন আসছে। ঘণ্টাও পড়ে ঢং ঢং করে।

মৃদুলা বলে, আমাগো ট্রেনটা আইতাছে না ?

সঞ্জীব বলে, না। ওটা সাড়ে আটটার পাটনা যাবার ট্রেনটা। এখানে ওটা থামে না। আরো পনের মিনিট পরে আমাদের ট্রেন।

প্ল্যাটফর্মের আর এক দিকে বিনতা চুপটি করে বসেছিল অন্ধকারে একটা বেঞ্চের উপরে। হঠাৎ চমকে ওঠে। কে যেন ওর পাশে এসে দাঁড়াল, কে ?

স্বপ্না বলে, মা, আমি।—বলতে বলতে স্বপ্না বিনতার পাশে এসে দাঁড়াতেই পাগলের মতই যেন দু হাতে বিনতা স্বপ্নাকে বুকে টেনে নেয়, স্বপ্না, মা আমার !

আমাকে তুমি ক্ষমা কর মা।

না না, ওকথা বলিস না রে—ও কথা বলিস না। তুই আমাকে ক্ষমা কর মা।

ঢং ঢং—ট্রেন আসার ঘণ্টাধ্বনি পড়ল। ট্রেন আসছে দেখা যায়।

স্বপ্না বলে, ঐ ট্রেন আসছে। তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে যাবে মা।

বিনতা বলে, কোথায় ?

যেখানে আমি নিয়ে যাব। চল।

বিনতা বলে ওঠে, তাই—তাই চল মা। তাই যাব।

॥ শেষ ॥